নগর সংস্করণ

প্রথম আলো

বৃহস্পতিবার
৭ নভেম্বর ২০২৪
২২ কার্তিক ১৪৩১, ৪ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৬
কথা কসহ ১৬ পৃষ্ঠার মূল কাগজ, ১৬ পৃষ্ঠার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী সংখ্যা, মোট ৩২ পৃষ্ঠা। দাম ৳১২

www.prothomalo.com
বর্ষ ২৭, সংখ্যা ৪

বড় জয়ে ফিরলেন ট্রাম্প

ট্রাম্প ২৯২ ইলেকটোরাল কলেজ ভোটে জয়ী হয়েছেন। কমলা পেয়েছেন ২২৪। ট্রাম্পকে অভিনন্দন কমলার।

রয়টার্স, *ওয়াশিংটন*

যুক্তরাষ্ট্রের আড়াই শ বছরের ইতিহাসে এমন ঘটনা ঘটেছিল আরেকবার। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট গ্রোভার ক্লিভল্যান্ড চার বছর ক্ষমতায় থাকার পর ১৮৮৮ সালে হেরে যান। ঠিক চার বছর পর ১৮৯২ সালে আবার নির্বাচনে জিতে তিনি হোয়াইট হাউসে ফেরেন। ডোনাল্ড ট্রাম্পের হাত ধরে ১৩২ বছর পর সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি দেখল যুক্তরাষ্ট্র।

২০২০ সালে জো বাইডেনের কাছে হেরে হোয়াইট হাউস ছাড়তে হয়েছিল ট্রাম্পকে। চার বছর পর আবার বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে তিনি ফিরছেন ওয়াশিংটনে ক্ষমতার মসনদে। গত মঙ্গলবারের নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী কমলা হ্যারিসকে হারিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭তম প্রেসিডেন্ট হয়েছেন তিনি। এই নির্বাচনে জয়ের মাধ্যমে আরেকটি ইতিহাস গড়েছেন ট্রাম্প। সবচেয়ে বেশি বয়সে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন।

গত মঙ্গলবার শুধু প্রেসিডেন্ট পদে নয়, মার্কিন কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ সিনেটের ৩৪ আসন ও নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদের ৪৩৫ আসনে ভোট হয়। কিছু রাজ্যের গভর্নর ও অঙ্গরাজ্যের আইনসভা নির্বাচনও হয়েছে। নির্বাচনে আগাম ভোট পড়েছিল ৮ কোটি ২০ লাখের বেশি।

ভোট গ্রহণ শেষে যুক্তরাষ্ট্র সময় মঙ্গলবার রাতেই শুরু হয় ভোট গণনা। ফলাফল আসতে শুরু করলে দেখা যায়, বেশির ভাগ রাজ্যে ট্রাম্প এগিয়ে যাচ্ছেন। তার পরও সবার নজর ছিল দোদুল্যমান সাত অঙ্গরাজ্যের ফলাফলের দিকে; কিন্তু গতকাল বুধবার সকালের দিকে স্পষ্ট হতে শুরু করে ট্রাম্পই জয়ী হতে যাচ্ছেন।

২০২০ সালের নির্বাচনে বাইডেনের কাছে হারের পর নির্বাচনের ফল প্রত্যাখ্যান ও সমর্থকদের উসকে দিয়ে দাঙ্গা বাধিয়ে বিতর্কে জড়ান ট্রাম্প। এ নিয়ে মামলা ও ফৌজদারি অপরাধে অভিযুক্ত হওয়ার পর মনে করা হচ্ছিল, ট্রাম্পের রাজনৈতিক ক্যারিয়ার বুঝি শেষ হতে চলল; কিন্তু সবাইকে চমকে দিয়ে ট্রাম্প দোর্দণ্ডপ্রতাপে ফিরে এলেন ক্ষমতার মসনদে।

ট্রাম্প জয় নিয়ে এতটাই আত্মবিশ্বাসী ছিলেন যে প্রয়োজনীয় ২৭০ ইলেকটোরাল কলেজ ভোট পাওয়ার আগেই নিজেকে জয়ী ঘোষণা করে স্থানীয় সময় গভীর রাতে বিজয়ী ভাষণ দেন। তিনি বলেন, ক্ষমতায় এলে তিনি কোনো যুদ্ধ শুরু করবেন না; বরং যুদ্ধ থামাবেন।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর উচ্ছ্বসিত ডোনাল্ড ট্রাম্প। করতালি দিয়ে তাঁকে অভিবাদন জানাচ্ছেন স্ত্রী মেলানিয়া। গতকাল ফ্লোরিডার পাম বিচ কনভেনশন সেন্টারে। ছবি : এএফপি

গত নির্বাচনের মতো এবারও ট্রাম্প আর বাইডেনের মধ্যে লড়াই হওয়ার কথা ছিল; কিন্তু ট্রাম্পের সঙ্গে প্রথম বিতর্কে খারাপ করার পর দলের চাপে গত জুলাইয়ে নির্বাচনের লড়াই থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন বাইডেন। এরপর কমলা হন ডেমোক্র্যাট প্রার্থী। এর মধ্য দিয়ে তাঁর প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল; কিন্তু ২০১৬ সালের মতো এবারও নারী প্রেসিডেন্ট পাওয়া হলো না যুক্তরাষ্ট্রের। সেবার সাবেক ফার্স্ট লেডি ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটনকে হারিয়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন ট্রাম্প। এবার আরেক নারী প্রার্থী কমলাকে হারিয়ে দ্বিতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট হলেন তিনি।

এবার শুধু নিজেই প্রেসিডেন্ট হয়েই শেষ নয়, কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ সিনেটেরও নিয়ন্ত্রণ ইতিমধ্যে ট্রাম্পের দল রিপাবলিকানদের হাতে চলে এসেছে। গতকাল রাত সাড়ে ১২টা পর্যন্ত পাওয়া ফলাফল অনুযায়ী, সিনেটের ১০০ আসনের ৫২টি রিপাবলিকানদের দখলে গেছে। ডেমোক্র্যাটদের ঝুলিতে পড়েছে ৪২টি (এর মধ্যে স্বতন্ত্র সিনেটরও রয়েছেন)। ছয়টির ফল বাকি। প্রতিনিধি পরিষদেও এগিয়ে রয়েছে ট্রাম্পের দল। ২০১ আসনে জয় পেয়েছে রিপাবলিকান পার্টি। জয়ের জন্য প্রয়োজন ২১৮ আসন। অন্যদিকে ডেমোক্র্যাটরা ১৮৩ আসনে জয় পেয়েছে। অন্য ৫১ আসনের ফল রাত পর্যন্ত আসেনি।

মামলা, বিতর্ক, সমালোচনা

যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাম্পই প্রথম ব্যক্তি, যিনি একাধিক ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত হয়েও প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

বিশ্লেষণ

ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদ ঘিরে 'অনিশ্চয়তায়' বাকি বিশ্ব

নিউইয়র্ক টাইমস

যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে জানুয়ারিতে দায়িত্ব নিতে যাচ্ছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। নির্বাচনী প্রচারে শত্রু-মিত্র উভয়ের সঙ্গে সম্পর্কের ধরন বদলে দেওয়ার কথা বলেছিলেন সদ্য বিজয়ী রিপাবলিকান পার্টির এই প্রার্থী। অঙ্গীকার করেছিলেন ইউক্রেন যুদ্ধ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বন্ধের, বিদেশি পণ্যের ওপর শুল্কারোপ এবং লাখো অবৈধ অভিবাসীকে প্রত্যাবাসনের। ফলে সাবেক এই প্রেসিডেন্টের দ্বিতীয় মেয়াদ নিয়ে একধরনের অনিশ্চয়তায় পড়েছে বাকি বিশ্ব।

ট্রাম্পের নিরঙ্কুশ বিজয়ের পর বিশ্ব এখন তাঁর আরেক মেয়াদে চার বছরের অনিশ্চয়তা এবং 'আগে আমেরিকা (আমেরিকা ফার্স্ট)' বাণিজ্য সুরক্ষানীতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এটি বিশ্ব অর্থনীতির বর্তমান রীতিনীতি পাল্টে দিতে পারে, ক্ষমতা বাড়াতে পারে একনায়কদের আর গণতান্ত্রিক সহযোগীদের আমেরিকার সুরক্ষার নিশ্চয়তা মুছে দিতে পারে।

নির্বাচনী প্রচারে পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে উল্লেখযোগ্য

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

আপাতত বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কের মাত্রায় বড় পরিবর্তন দেখছি না

এম হুমায়ুন কবীর
যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত এবং প্রেসিডেন্ট, বিইআই।

এম হুমায়ুন কবীর

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন এমন এক সন্ধিক্ষণে এসে অনুষ্ঠিত হলো, যেখানে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী কমলা হ্যারিস এবং রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প ভিন্ন ভিন্ন রূপকল্প নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেন। কমলা হ্যারিসের রূপকল্প ছিল নতুন অর্থনীতির সঙ্গে সাযুজ্য রেখে একধরনের অন্তর্ভুক্তিমূলক লক্ষ্য অর্জন। আর ডোনাল্ড ট্রাম্পের রূপকল্প ছিল, 'আমেরিকা ফার্স্ট' বা 'আমেরিকা প্রথম' নীতিকে উপজীব্য করে বহির্বিশ্ব থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে সরিয়ে আনার রূপকল্প। যে রূপকল্প অনেক বেশি অন্তর্মুখী, যাতে তাঁর সরকারের আমলের মার্কিন ভাবমূর্তির পুনরুত্থান। ট্রাম্পের সেই ভাবমূর্তিতে রয়েছে শক্তিমত্তার বহিঃপ্রকাশ। ভোটের ফলাফলে দেখা যাচ্ছে, বেশির ভাগ মার্কিন জনগণ অন্তর্ভুক্তিমূলক লক্ষ্যের পরিবর্তে ট্রাম্পের রূপকল্পকেই সমর্থন দিয়েছেন।

ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হওয়ার ফলে যুক্তরাষ্ট্র

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

পণ্য রপ্তানির চিত্র

	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর
২০২৩	৩৭১	৩৮৬	৩৩২	৩৪৮
২০২৪	৩৮২	৪০৭	৩৮৬	৪১৩
প্রবৃদ্ধি	২.৯৬	৫.৪৪	১৬.২৬	১৮.৬৮

হিসাব কোটি ডলারে
সূত্র : এনবিআর

অক্টোবরে রপ্তানি আয় বেড়েছে ১৯ শতাংশ

এনবিআরের তথ্য

সেপ্টেম্বর থেকে পণ্য রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধির হার বাড়ছে। এনবিআরের হিসাবে, গত মাসে রপ্তানি হয়েছে ৪১৩ কোটি ডলারের পণ্য।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

জুলাই-আগস্ট মাসে উৎপাদন খাতে যে ধাক্কা লেগেছিল, তা কাটিয়ে দেশের পণ্য রপ্তানি বাড়তে শুরু করেছে। গত অক্টোবরে রপ্তানি আয় গত বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ১৯ শতাংশ বেড়েছে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) তথ্যানুযায়ী, চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম চার মাসে ১ হাজার ৫৮৮ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে, যা আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ১১ শতাংশ বেশি।

দেশের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের তিনটি বড় উৎস হলো রপ্তানি, প্রবাসী আয় বা রেমিট্যান্স এবং বিদেশি বিনিয়োগ ও ঋণ। রপ্তানি ও প্রবাসী আয় বাড়লে বৈদেশিক মুদ্রার সংকট কমে। অক্টোবরে প্রবাসী আয় বেড়েছে ২১ শতাংশ।

রপ্তানি ও প্রবাসী আয় বৃদ্ধি, বিপরীতে আমদানি ব্যয় সেভাবে না বাড়ায় সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশ ব্যাংকের চলতি হিসাবে ঘাটতি দূর হয়েছে। আর্থিক হিসাবে ঘাটতি কমছে।

বৈদেশিক মুদ্রার মজুত বা রিজার্ভের পতনও থেমেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, গত ৩০ অক্টোবর বৈদেশিক মুদ্রার মজুত দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৫৪৪ কোটি ডলারের বেশি। যা এক মাস আগে ছিল ২ হাজার ৪৭৪ কোটি ডলার। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) হিসাবপদ্ধতি অনুযায়ী, রিজার্ভ এখন ১ হাজার ৯৮৭ কোটি ডলার, যা এক মাস আগে ছিল ২ হাজার ৮০ কোটি ডলার। বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্র বলছে, এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের (আকু) দায় পরিশোধ করায় আইএফএফের হিসাবপদ্ধতিতে রিজার্ভ কিছুটা কমেছে।

রপ্তানি

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) থেকে পাওয়া তথ্যে দেখা গেছে, বাংলাদেশ থেকে গত অক্টোবরে ৪১৩ কোটি মার্কিন ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এই রপ্তানি গত বছরের একই মাসের তুলনায় ৬৫ কোটি ডলার বা ১৮ দশমিক ৬৮ শতাংশ বেশি। আর চলতি বছরের জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টেম্বরে রপ্তানি হয়েছিল যথাক্রমে ৩৮২, ৪০৭ ও ৩৮৬ কোটি ডলারের পণ্য।

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

ভোটাধিকার নিশ্চিত হলে দল নিষিদ্ধের দায়ভার থাকে না

আলোচনা সভায় তারেক রহমান

৭ নভেম্বর উপলক্ষে আলোচনা সভায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেন, বাংলাদেশ ও অন্তর্বর্তী সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র রুখে দিতে হবে।

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

জনগণের আদালত এবং রাষ্ট্রীয় আদালত—দুটিকে কার্যকর করা গেলেই রাষ্ট্র ও রাজনীতির উল্লেখযোগ্য গুণগত সংস্কার নিশ্চিত হবে বলে মনে করেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তিনি বলেন, জনগণের ভোটের অধিকার নিশ্চিত করা গেলে কোনো রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তিকে নিষিদ্ধ কিংবা প্রসিদ্ধ করার মতো অপ্রিয় কাজের দায়ভার রাষ্ট্রকে বহন করতে হবে না। বরং জনগণ নিজের ভোটের অধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে খুনি, লুটেরা, টাকা পাচারকারী কিংবা রাজনৈতিক পরিচয়ের আড়ালে থাকা মাফিয়া চক্রকে প্রত্যাখ্যান করবে।

৭ নভেম্বর 'জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস' উপলক্ষে গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে বিএনপির এক আলোচনা সভায় তারেক রহমান এ কথা বলেন। তিনি আলোচনায় ভার্চ্যুয়ালি যুক্ত হন।

তারেক রহমান বলেন, রাষ্ট্রের রাজনৈতিক বন্দোবস্ত এমন হওয়া প্রয়োজন, যেখানে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে শুরু করে জাতীয় সংসদ পর্যন্ত নাগরিকদের প্রত্যক্ষ ভোট ছাড়া কোনোভাবেই একজন ব্যক্তি বা রাজনৈতিক কর্মী জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হতে সক্ষম হবেন না। এমন রাজনৈতিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা গেলে নিশিরাতে ভোটের আয়োজন কিংবা ডামি প্রার্থীর জনপ্রতিনিধি হওয়ার পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। তাতে রাজনীতি জনগণের আদালতের দ্বারস্থ হবে। বিজয়ের জন্য জনগণের রায় নিতে হবে।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেন, 'একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে আমি বিশ্বাস করি, রাষ্ট্রে জনগণের আদালত এবং রাষ্ট্রীয় আদালতকে কার্যকর ও শক্তিশালী করা গেলেই রাষ্ট্র ও রাজনীতিতে একটি উল্লেখযোগ্য গুণগত সংস্কার নিশ্চিত করা যাবে।' এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যেকোনো ফৌজদারি অপরাধের বিচার হতে হবে রাষ্ট্রীয় আদালতে। কোনো ব্যক্তি বা দলের রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণ রাজনীতির মাঠে; অর্থাৎ জনগণের আদালতে হওয়ার সংস্কৃতি চালু করা গেলে

বিএনপির আলোচনা সভায় ভার্চ্যুয়ালি যুক্ত হয়ে বক্তব্য দেন দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। গতকাল রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে। ছবি : সংগৃহীত

এটি নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সংস্কার হিসেবে বিবেচিত হবে।

জনপ্রত্যাশার বিচারে ১৯৭১ সাল, ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর, ১৯৯০ কিংবা ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের প্রতিটি ঘটনা একই সূত্রে গাঁথা বলে মন্তব্য করেন তারেক রহমান। তিনি বলেন, প্রতিটি আন্দোলনেরই চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল বৈষম্যহীন গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ বিনির্মাণ।

'অন্তর্বর্তী সরকারকে ব্যর্থ করতে ষড়যন্ত্র'

বাংলাদেশ ও অন্তর্বর্তী সরকারের বিরুদ্ধে 'ষড়যন্ত্র' হচ্ছে বলে সবাইকে সতর্ক করেন বিএনপির এই নেতা। তিনি বলেন, দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে ব্যর্থ করে দিতে পলাতক স্বৈরাচারের দোসরদের ষড়যন্ত্র থেমে নেই। মাফিয়া সরকার বিনা ভোটে ক্ষমতায় আঁকড়ে থাকার সময় বিশ্বে বাংলাদেশকে জঙ্গি রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত ছিল। ক্ষমতা হারিয়ে পরাজিত অপশক্তি এখন আবার বিশ্বে বাংলাদেশকে সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত করানোর অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে।

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

আজকের আবহাওয়া

অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারা দেশের আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। সারা দেশে রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে।

আজ সূর্যাস্ত : ৫টা ১৬ মিনিটে
কাল সূর্যোদয় : ৬টা ৯ মিনিটে

গতকাল দেশের তাপমাত্রা
সর্বোচ্চ : যশোরে ৩৩.৪° সেলসিয়াস
সর্বনিম্ন : তেঁতুলিয়ায় ১৮° সেলসিয়াস

নামাজের সূচি

ফজর	৪:৫২	মাগরিব	৫:২০
জোহর	১১:৪৫	এশা	৬:৩৫
আসর	৩:৪১	কাল ফজর	৪:৫২

লক্ষ করুন
অনিবার্য কারণে আজ পৃষ্ঠা ৫-এ 'একটু থামুন', 'ভালো থাকুন' ও 'বিচিত্র' প্রকাশিত হলো না। **বা.স.**

ঘটনাবহুল ৭ নভেম্বর আজ

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

আজ দেশের ইতিহাসের ঘটনাবহুল ও আলোচিত দিন ৭ নভেম্বর। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সামাজিক সংগঠন পৃথক নামে দিনটি পালন করে। বিএনপি দিনটিকে 'জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস' হিসেবে পালন করে।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবার হত্যার মধ্য দিয়ে দেশে ক্ষমতার পটপরিবর্তন ঘটে। এরপর ওই বছরের ৩ নভেম্বর কারাগারে জাতীয় চার নেতাকে হত্যা করা হয়। শুরু হয় সেনাবাহিনীতে পাল্টাপাল্টি অভ্যুত্থানের ঘটনা। এসব ঘটনার একপর্যায়ে তৎকালীন সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান বন্দী হন। ৭ নভেম্বর এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তিনি মুক্ত হন।

'জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস' উপলক্ষে আলোচনা সভা, শোভাযাত্রাসহ ১০ দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছে বিএনপি।

দিবসটি উপলক্ষে দেওয়া এক বিবৃতিতে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেন, গত ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার মহিমান্বিত আত্মদানের মধ্য দিয়ে ফ্যাসিস্টরা দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়। মানুষের মধ্যে গণতন্ত্রের মুক্তির পথ প্রসারিত হয়েছে। এখন চূড়ান্ত গণতন্ত্রের চর্চার জন্য অবাধ, সুষ্ঠু নির্বাচনসহ গণতন্ত্রের অপরিহার্য শর্ত মানুষের মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

জাসদ দিনটিকে পালন করে 'সিপাহি-জনতার অভ্যুত্থান দিবস' হিসেবে। আর প্রগতিশীল অনেক দল ও সংগঠন ৭ নভেম্বরকে 'মুক্তিযোদ্ধা সৈনিক হত্যা দিবস' হিসেবে পালন করে।

বিএনপির কর্মসূচি

৭ নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে সকাল ছয়টায় কেন্দ্রীয় কার্যালয়সহ সারা দেশে দলীয় কার্যালয়গুলোয় দলীয় পতাকা উত্তোলন, সকাল ১০টায় দলের প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের কবরে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও ফাতিহা পাঠ এবং ৮ নভেম্বর শুক্রবার রাজধানীর নয়াপল্টন থেকে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা হবে। এ ছাড়া দিবসটি উপলক্ষে অন্যান্য জেলায়ও শোভাযাত্রা হবে। দলের অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠন আলোচনা সভা ও অন্যান্য কর্মসূচি পালন করবে। ৭ নভেম্বর সন্ধ্যায় জাতীয়তাবাদী সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থা (জাসাস) কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করবে। জাসাসের উদ্যোগে বিভাগীয় শহরগুলোয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শহীদ আবু সাঈদের দুই ভাই প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। গতকাল ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায়। ছবি : বাসস

ড. ইউনূসের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি ইইউর

ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে এই প্রতিশ্রুতি দেন ইউরোপীয় এক্সটার্নাল অ্যাকশন সার্ভিসের এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় বিভাগের পরিচালক।

বাসস, *ঢাকা*

প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে সংস্কার কার্যক্রম এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তা দিতে প্রস্তুত রয়েছে বলে জানিয়েছেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

ইউরোপীয় এক্সটার্নাল অ্যাকশন সার্ভিসের এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় বিভাগের পরিচালক পাওলা পাম্পালোনি গতকাল বুধবার ঢাকার তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকালে বাংলাদেশকে সমর্থনে ইউরোপীয় দেশগুলোর প্রস্তুতির কথা জানান।

বাংলাদেশে ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত ও প্রতিনিধি প্রধান মাইকেল মিলার এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশের প্রতি ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্যভুক্ত ২৭টি রাষ্ট্রের সমর্থন নিশ্চিত করে পাম্পালোনি প্রধান উপদেষ্টাকে বলেন, 'আমাদের বার্তা খুবই স্পষ্ট। ইউরোপীয় ইউনিয়ন আপনাদের পাশে আছে। আমরা আপনাদের সংস্কার উদ্যোগকে সমর্থন দিতে চাই।'

পাম্পালোনি বলেন, সংস্কারের জন্য অর্থের কোনো ঘাটতি হবে না এবং বাংলাদেশ সরকারের এই কাজ সম্পাদনের জন্য তাঁরা প্রযুক্তিগত সহায়তাও দেবেন।

এই সমর্থনের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করায় প্রধান উপদেষ্টা ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। গত সেপ্টেম্বর মাসে নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের ফাঁকে ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লেনের সঙ্গে তাঁর বৈঠকের কথা স্মরণ করে ড. ইউনূস বলেন, তাঁরা সে সময় বাংলাদেশের প্রতি সমর্থনের বিভিন্ন উপায় নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি উল্লেখ করেন, ভন ডার লেন দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সঙ্গে অভিজ্ঞতা বিনিময়ে সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

পাম্পালোনি বলেন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন তার প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং আর্থিক সহায়তা দিয়ে অনেক দেশের পাশে এভাবে দাঁড়িয়েছে। তিনি বলেন, 'আমরা জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে দেওয়া আপনার বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শুনেছি এবং বুঝতে পেরেছি যে এখন বাংলাদেশে আমাদের কাজ করার মতো একজন আছেন। আপনাকে একা অনুভব করতে হবে না। আমরা সত্যিই আপনাকে সমর্থন দিতে আগ্রহী।'

সহযোগিতা বাড়াতে ব্রাজিলের প্রতি আহ্বান

বাংলাদেশ ও ব্রাজিলের মধ্যে বাণিজ্যসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা বাড়াতে দেশটির প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রাজিলের রাষ্ট্রদূত পাওলো ফেরেস গতকাল বুধবার রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় প্রধান উপদেষ্টা ওই আহ্বান জানান।

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে শহীদ আবু সাঈদের দুই ভাইয়ের সাক্ষাৎ

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ আবু সাঈদের দুই ভাই রমজান আলী ও আবু হোসেন গতকাল বুধবার ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। এ সময় তাঁরা ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে মা-বাবার সালাম ও শুভকামনার বার্তা পৌঁছে দেন।

গত ১৬ জুলাই পুলিশের গুলিতে নিহত হন বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সাঈদ।

গত সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে ড. মুহাম্মদ ইউনূস তাঁর ভাষণে আবু সাঈদ ও অন্য শহীদদের আত্মত্যাগের কথা যখন বলছিলেন, তখন আবু সাঈদের পরিবার কান্নায় ভেঙে পড়ে বলে জানান রমজান আলী ও আবু হোসেন।

শহীদ আবু সাঈদের বড় ভাই রমজান আলী ড. ইউনূসকে বলেন, 'বিপ্লবে তাঁর (সাঈদ) বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা আপনি তুলে ধরেছেন এবং প্রধান উপদেষ্টা হওয়ার এক দিন পরই রংপুরে আমাদের গ্রামে আমাদের সঙ্গে দেখা করেছেন। এতে আমরা সম্মানিত বোধ করেছি।'

বৈঠকে এই দুই ভাই আবু সাঈদ হত্যা মামলার বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টাকে জানান এবং হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিচার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চান। তাঁরা শহীদ আবু সাঈদের নামে একটি ফাউন্ডেশন করবেন বলে জানান এবং গ্রামে একটি 'মডেল মসজিদ' ও একটি মেডিকেল কলেজ তৈরির আশা প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে সহায়তার জন্য দুটি মন্ত্রণালয়ের কাছে আবেদন করা হয়েছে বলেও জানান তাঁরা।

এ সময় শহীদ আবু সাঈদের ছোট ভাই আবু হোসেন বলেন, ফাউন্ডেশনটি দরিদ্র ও জুলাই-আগস্টের অভ্যুত্থানে আহত ব্যক্তিদের জন্য কাজ করবে।

আবু সাঈদ হত্যাকাণ্ডের তদন্ত দ্রুত শেষ করতে ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন ড. ইউনূস। এদিকে গতকাল প্রেসিডেনশিয়াল গার্ড রেজিমেন্ট (পিজিআর) প্রধান উপদেষ্টাকে গার্ড স্যালুট দেওয়ার সময় শহীদ আবু সাঈদের দুই ভাইও মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন।

ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ড. ইউনূসের অভিনন্দন

বাসস, *ঢাকা*

যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ায় ডোনাল্ড ট্রাম্পকে অভিনন্দন জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। গতকাল বুধবার ট্রাম্পকে অভিনন্দনবার্তা দিয়েছেন তিনি।

অভিনন্দনবার্তায় ড. ইউনূস বলেন, 'বাংলাদেশ সরকার ও জনগণের পক্ষ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিজয়ের জন্য আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাতে পেরে আমি আনন্দিত।'

বার্তায় ড. ইউনূস আরও বলেন, 'দ্বিতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ায় আপনার নেতৃত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গি যে যুক্তরাষ্ট্রের জনগণকে আলোড়িত করেছে, তারই প্রতিফলন।'

ড. ইউনূস বলেন, 'আমি নিশ্চিত যে আপনার নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্র উন্নতির পথে তার অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখবে এবং বিশ্বজুড়ে অন্যদের অনুপ্রাণিত করবে।'

বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বিদ্যমান চমৎকার সম্পর্কের কথা স্মরণ করে অধ্যাপক ইউনূস বলেন, পারস্পরিক স্বার্থের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে।

ড. ইউনূস বলেন, প্রেসিডেন্ট হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের আগের মেয়াদে দুই দেশের মধ্যকার সম্পর্ক ক্রমে আরও গভীর ও বিস্তৃত হয়েছে।

দুই দেশের অংশীদারত্ব আরও জোরদার করতে এবং টেকসই উন্নয়ন এগিয়ে নিতে একসঙ্গে কাজ করার অপেক্ষায় রয়েছেন উল্লেখ করে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে দুই বন্ধুত্বপূর্ণ দেশের অংশীদারত্বের নতুন নতুন ক্ষেত্র অন্বেষণে কাজ করার অফুরান সম্ভাবনা রয়েছে।

অধ্যাপক ইউনূস বলেন, 'সবার জন্য শান্তি, সম্প্রীতি, স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আপনার প্রচেষ্টায় অংশীদারত্ব ও সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করার জন্য বাংলাদেশের সরকার ও জনগণ একটি শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গড়ার অঙ্গীকারের নিরিখে অপেক্ষায় রয়েছে।'

বাংলাদেশের সংখ্যালঘু নির্যাতন নিয়ে ট্রাম্পকে ভুল তথ্য দেওয়া হয়েছে

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব

বাসস, *ঢাকা*

বাংলাদেশের সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিজয়ী ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ভুল তথ্য দেওয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। গতকাল বুধবার রাজধানীর হেয়ার রোডে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ মন্তব্য করেন।

শফিকুল আলম বলেন, 'বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন নিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ভুল তথ্য দেওয়া হয়েছে। এখন যেহেতু উনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন, তাই অবশ্যই উনি এখন দেখতে পারবেন ঘটনা আসলে কী ঘটেছে। আমরা মনে করি, সংখ্যালঘু নির্যাতন নিয়ে প্রচুর অপতথ্য বা ভুল তথ্য প্রচার করা হয়েছে। ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস রয়েছে, তারা দেখবে বাংলাদেশে কী ঘটছে বা সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা আদৌ ঘটেছে কি না। যুক্তরাষ্ট্রের সদ্য বিজয়ী প্রেসিডেন্ট তখন নিশ্চয়ই প্রকৃত চিত্র জানতে পারবেন।'

মার্কিন নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন হচ্ছে মর্মে সম্প্রতি একটি টুইট করেন।

বাংলাদেশের সংখ্যালঘু নির্যাতন নিয়ে প্রচুর ভুল তথ্য ছড়ানো হচ্ছে উল্লেখ করে প্রেস সচিব হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান কাউন্সিলের করা একটা রিপোর্টের কথা উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেন।

শফিকুল আলম বলেন, ওই রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় ধর্মীয় কারণে হিন্দু সম্প্রদায়ের ৯ ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। অথচ কয়েক দিন আগে নেত্র নিউজ প্রত্যেকটা মৃত্যু কী কারণে রয়েছে, তা খুঁজে বের করেছে। তাতে দেখা গেছে মৃত্যুগুলোর পেছনে ধর্মীয় কারণ ছিল না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত শত্রুতা বা রাজনৈতিক কারণে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে।

সংবাদ সম্মেলনে প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার ও অপূর্ব জাহাঙ্গীর উপস্থিত ছিলেন।

বড় জয়ে ফিরলেন ট্রাম্প

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পর্নো তারকা স্টর্মি ড্যানিয়েলসকে ঘুষ দিয়ে মুখ বন্ধ রাখার ঘটনায় ফৌজদারি অপরাধে নিউইয়র্কের আদালতে অভিযুক্ত হয়েছিলেন ট্রাম্প। এ ছাড়া লেখিকা ই জঁ ক্যারলকে যৌন হয়রানি এবং মানহানির মামলায় ৫০ লাখ ডলার জরিমানা করা হয় তাঁকে। এর বাইরে বেশ কয়েকজন নারী নানা সময়ে তাঁর বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ এনেছেন।

২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি কংগ্রেসে হামলার ঘটনায় ট্রাম্পের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে ফৌজদারি অপরাধের অন্তত ৩৪টি মামলা হয়েছে। ট্রাম্পের কয়েকজন ঘনিষ্ঠ মিত্র ও তাঁর প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের সাজাও হয়েছে। তবে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে মামলাসহ এসব অভিযোগ ভোটারদের মনে দাগ কাটতে পারেনি।

দোদুল্যমান রাজ্যেই ফল নির্ধারণ

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট সাধারণ ভোটারদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন না। ভোটাররা প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচিত করেন, যাঁদের বলা হয় ইলেকটর। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দেশটির ৫০টি অঙ্গরাজ্য ও রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে ইলেকটোরাল কলেজ ৫৩৮টি। জনসংখ্যার ভিত্তিতে ইলেকটোরাল কলেজ নির্ধারণ করা হয়। প্রেসিডেন্ট হতে ২৭০ ইলেকটোরাল কলেজ ভোট প্রয়োজন।

অতীতের নির্বাচনগুলোতে দেখা গেছে, বেশির ভাগ অঙ্গরাজ্য নির্দিষ্ট একটি দলকে ভোট দিয়ে থাকে। নির্দিষ্ট কোনো দলের ঘাঁটি নয়, এমন রাজ্য আছে সাতটি। এগুলোকে বলা হয় 'সুইং স্টেট' বা দোদুল্যমান রাজ্য। বিগত নির্বাচনগুলোর মতো এবারও এসব অঙ্গরাজ্য ভোটের ফলের নির্ধারক হয়ে উঠেছিল। গতকাল রাত সাড়ে ১২টা পর্যন্ত পাওয়া ফলাফলে এই সাত অঙ্গরাজ্যের মধ্যে পাঁচটিতে জয় পেয়েছেন ট্রাম্প।

দোদুল্যমান অঙ্গরাজ্যগুলোর মধ্যে প্রথম নর্থ ক্যারোলাইনার ফল পাওয়া যায়। এতে দেখা যায়, এই রাজ্যে ট্রাম্প জয়ী হয়েছেন। এরপর একে একে জর্জিয়া, পেনসিলভানিয়া ও উইসকনসিনে ট্রাম্পের জয়ের খবর আসে। এসব রাজ্যে জয়ের মাধ্যমে তিনি প্রয়োজনীয় ২৭০ ইলেকটোরাল কলেজের ম্যাজিক ফিগার অতিক্রম করেছেন।

গতকাল রাত ১২টা পর্যন্ত ৪৬টি অঙ্গরাজ্য ও রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসির ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। ফল আসেনি অ্যারিজোনা, নেভাদা, নেব্রাস্কা ও মেইন অঙ্গরাজ্যের। তাতে দেখা যায়, ট্রাম্প ২৯২টি ইলেকটোরাল কলেজ ভোট পেয়েছেন। কমলা পেয়েছেন ২২৪টি। ট্রাম্প ৭ কোটি ১৮ লাখ (গণনা হওয়া ভোটের ৫১ শতাংশ) আর কমলা ৬ কোটি ৯৪ লাখ (৪৭ শতাংশ) ভোট পেয়েছেন।

জয়ের নেপথ্যে অর্থনীতি

এবারের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আমেরিকানদের মধ্যে বিভাজন আরও স্পষ্ট হয়েছে। নির্বাচনে স্পষ্টতই পক্ষ ছিল দুটি। এক পক্ষের কাছে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রধান বিবেচ্য বিষয় ছিল গণতন্ত্রের প্রতি হুমকি ও নারী অধিকার। এই ভোটারদের ভোট বেশি পড়েছে কমলার পক্ষে। অন্যদিকে মার্কিন অর্থনীতি ও অভিবাসী সমস্যা নিয়ে উদ্বিগ্ন মার্কিনদের ভোট পড়েছে ট্রাম্পের পক্ষে।

অর্থনীতি আর অভিবাসনকে 'ট্রাম্প কার্ড' করেই এবার নির্বাচনী প্রচার চালিয়েছেন ট্রাম্প। নির্বাচনের ফলাফলেও তারই প্রভাব লক্ষ করা যাচ্ছে। ট্রাম্প নির্বাচনী প্রচারে বারবার এ অভিযোগ তুলে এসেছেন, বাইডেন-হ্যারিস প্রশাসনের ব্যর্থতার কারণে মার্কিন অর্থনীতি নজিরবিহীন সংকটের মুখে পড়েছে। নিত্যপণ্যের মূল্য বেড়ে রেকর্ড ছাড়িয়েছে।

ট্রাম্প প্রচারে বারবার বলে এসেছেন, তাঁকে নির্বাচিত করা ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসী সংকটের সমাধান হবে না। নির্বাচনের প্রচারে অভিবাসীদের নিয়ে বিদ্বেষপূর্ণ নানা বক্তব্য দিয়েছেন ট্রাম্প।

এমন অবস্থান নিয়ে ট্রাম্প যে ভোটারদের আকর্ষণ করতে পেরেছেন, বুথফেরত জরিপে তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। এডিসন রিসার্চের জরিপে দেখা গেছে, তিন-চতুর্থাংশ ভোটার মনে করেন বাইডেনের অধীনে মার্কিন অর্থনীতি ভুল পথে যাচ্ছে। এসব ভোটারের ৬১ শতাংশ ট্রাম্পকে ভোট দিয়েছেন। অর্থনীতি নিয়ে ক্ষুব্ধ ৭১ শতাংশ ভোটারের ভোট পেয়েছেন ট্রাম্প।

কমলা কেন হারলেন

ট্রাম্পকে একজন ফ্যাসিস্ট হিসেবে বর্ণনা করে নির্বাচনে প্রচার চালিয়েছেন কমলা হ্যারিস। প্রচারে তাঁর বড় অস্ত্র ছিল 'ট্রাম্প গণতন্ত্রের জন্য হুমকি'। তাঁর যুক্তি ছিল, ট্রাম্প ক্ষমতায় থাকাকালে যুক্তরাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করেছেন। হয়ে উঠেছিলেন স্বৈরশাসক। পাশাপাশি ট্রাম্প নারী ও কৃষ্ণাঙ্গবিদ্বেষী বলেও অভিযোগ ছিল কমলার। তবে অর্থনীতির বিপরীতে কমলার গণতন্ত্র, নারী ও কৃষ্ণাঙ্গ ইস্যু উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে ভুগতে থাকা আমেরিকানদের ততটা আকৃষ্ট করতে পারেনি।

কমলা হ্যারিস নারী হওয়ার পরও তিনি নারী ভোট পেয়েছেন প্রত্যাশার চেয়ে কম। এডিসন রিসার্চের করা বুথফেরত জরিপে দেখা গেছে, নারী ভোটারের ৫৪ শতাংশ কমলাকে ভোট দিয়েছেন। অথচ গত নির্বাচনে বাইডেনকে ভোট দিয়েছে ৫৭ শতাংশ নারী ভোটার।

যুদ্ধ শুরু নয়, বন্ধ করব

প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার আগেই নিজ রাজ্য ফ্লোরিডায় বিজয়ী ভাষণ দেন ট্রাম্প। ফ্লোরিডার ওয়েস্ট পাম বিচ শহরে সমবেত হাজারো কর্মী-সমর্থকের উপস্থিতিতে তাঁর রানিংমেট জে ডি ভ্যান্স (ভাইস প্রেসিডেন্ট) এবং পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ভাষণে ট্রাম্প বলেন, আমেরিকানরা নজিরবিহীন ও শক্তিশালী এক রায় দিয়েছেন। এর মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে একটি স্বর্ণযুগ শুরু হলো।

ফ্লোরিডার পাম বিচ কনভেনশন সেন্টারে সমর্থকদের উদ্দেশে ভাষণে ট্রাম্প বলেন, 'আপনারা জানেন (আমি ক্ষমতায় থাকার চার বছরে) কোনো যুদ্ধ ছিল না। আমি আর কোনো যুদ্ধ শুরু করব না। আমি ক্ষমতায় এলে সব যুদ্ধ বন্ধে কাজ করব।'

নির্বাচনী প্রচার চলাকালে দুই দফা ট্রাম্পকে হত্যার চেষ্টা করা হয়। সেই বেঁচে যাওয়ার ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করে ট্রাম্প বলেন, 'ঈশ্বর একটি কারণে আমার জীবন রক্ষা করেছেন। এর কারণ হলো, আমাদের দেশকে রক্ষা ও যুক্তরাষ্ট্রের গৌরব পুনরুদ্ধার করা। এখন আমরা সবাই মিলে ওই লক্ষ্য পূরণ করতে চলেছি।'

নির্বাচনে কমলা হ্যারিসের ভরাডুবির খবরে হতাশায় ভেঙে পড়েন তাঁর সমর্থকেরা। ছবি : এএফপি

সম্পর্কের মাত্রায় বড় পরিবর্তন দেখছি না

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এখন জলবায়ু পরিবর্তনের নেতৃত্ব থেকে দূরে সরে যাবে। জীবাশ্ম জ্বালানির অর্থনীতি চাঙা করবেন তিনি। অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রকে উৎপাদনমুখী শিল্পে ফিরিয়ে নিতে চাইবেন। অর্থনীতিতে চীনসহ প্রতিদ্বন্দ্বীদের রুখে দিতে কোটা আরোপের মতো পদক্ষেপ নিয়ে একধরনের সংরক্ষণবাদী অর্থনীতির পথে হাঁটতে পারেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। অভ্যন্তরীণভাবে অর্থনীতির চ্যালেঞ্জ সাময়িকভাবে মোকাবিলা করা গেলেও এমন সংরক্ষণবাদী পদক্ষেপের সুদূরপ্রসারী ফল কিন্তু স্পষ্ট নয়। তিনি বৃহৎ শিল্পপতিদের জন্য শুল্ক ছাড় দেওয়ার কথা বলেছেন। এই পদক্ষেপের ফলে সামাজিক বিভাজনের প্রতিক্রিয়া কী হবে, সেটা এখনো অজানা। সব মিলিয়ে তিনি একটি রক্ষণশীল আর্থসামাজিক ব্যবস্থা গড়ার কথা বলছেন।

এখন পর্যন্ত ভোটের ফলাফল থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে সিনেট এবং প্রতিনিধি পরিষদেও রিপাবলিকানরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে চলেছে। ফলে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক পরিসরে অধিকাংশ সময় ক্ষমতায় যে ভারসাম্য বজায় থেকেছে, তাতে ছেদ পড়তে পারে। ফলে নিরঙ্কুশ জনসমর্থনের কারণে ক্ষমতার একচ্ছত্র ব্যবহারের ফলে নানা ধরনের প্রশ্ন ওঠার অবকাশ রয়েছে। সব মিলিয়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পের হোয়াইট হাউসে ফেরার ফলটা কেমন হবে, তার জবাব খুঁজতে আমাদের সময় লাগবে।

নির্বাচনী প্রচারের সময় ডোনাল্ড ট্রাম্প এক দিনে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করার কথা বলেছেন। ইউরোপের শতবর্ষের ভূরাজনৈতিক প্রতিযোগিতার ফল এই যুদ্ধ। কাজেই এক দিনেই এই যুদ্ধের সুরাহা করাটা চ্যালেঞ্জের। মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ বন্ধের বিষয়ে তাঁর অবস্থানটা কেমন হবে, সেটা অনিশ্চিত। ইসরায়েলের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্বের কারণে ফিলিস্তিনিদের স্বার্থ যে সুরক্ষিত হবে না, তাতে কোনো সংশয় নেই। ফলে মধ্যপ্রাচ্যের বিষয়ে নতুন মার্কিন প্রশাসনের নৈতিক অবস্থান কেমন হবে? ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের মাত্রা কেমন হবে, সেটা এখনো অজানা। গাজা আর লেবাননে চলমান যুদ্ধ অব্যাহত থাকার প্রেক্ষাপটে স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের ভবিষ্যতের পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্যে স্থিতাবস্থা থাকবে না কি শান্তির সুযোগ তৈরি হবে, সেই প্রশ্নগুলো সামনের দিনগুলোতে বড় হয়ে দেখা দেবে।

যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতার পালাবদল আপাতত বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কের মাত্রায় বড় ধরনের কোনো পরিবর্তন দেখছি না। ৫ আগস্ট-পরবর্তী পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সংকট উত্তরণে বাইডেন প্রশাসন সহযোগিতার যে আশ্বাস দিয়েছে, ধারণা করি ট্রাম্প প্রশাসন সেই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখবে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণে সংস্কারপ্রক্রিয়ায় ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমর্থন থাকবে। কারণ, বাংলাদেশে স্থিতিশীলতা থাকুক এবং এই অঞ্চলে কোনো ধরনের অস্থিতিশীলতা যাতে তৈরি না হয়, সে ব্যাপারে মার্কিন প্রশাসনের বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। কারণ, এখানে অস্থিতিশীলতা তৈরি হলে দক্ষিণ এশিয়ায় তা ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হতে পারে। তাই ওয়াশিংটনের প্রত্যাশা থাকবে বাংলাদেশে যাতে গণতন্ত্র ও স্থিতিশীলতা বজায় থাকে।

বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে দ্বিপক্ষীয় দৃষ্টিকোণের পাশাপাশি আঞ্চলিক এবং ভূরাজনৈতিক প্রেক্ষাপট রয়েছে। রিপাবলিকানদের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশেষ করে ট্রাম্পের যে অবস্থান, সেখানে চীনের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়টি বিবেচনায় নিলে বাংলাদেশকে ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশলে (আইপিএস) চাইবে হোয়াইট হাউস। আবার বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্কের সাম্প্রতিক গতিপথকে বিবেচনায় নিলে ওয়াশিংটনে ক্ষমতার পালাবদলের ফল এতে কী মাত্রা যোগ করে, সেটা সময় বলে দেবে। হতে পারে দুই নিকট প্রতিবেশীর সম্পর্কের বিষয়টি স্বাভাবিকভাবে এগোনোর ক্ষেত্রে দুই দেশের হাতে ছেড়ে দিতে পারে মার্কিন প্রশাসন। এটা হলে ভারত নানা ইস্যু নিয়ে বাংলাদেশকে চাপ দিতে পারে। আবার এই অঞ্চলে চীনের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতিকে বিবেচনায় নিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্প চাইতে পারেন দক্ষিণ এশিয়ার দুই নিকট প্রতিবেশীর মধ্যে উত্তেজনা কমুক, সম্পর্ক স্বাভাবিক পথে এগিয়ে চলুক। কারণ, দুই প্রতিবেশীর মধ্যে অস্বস্তি অব্যাহত থাকলে তাতে মাঝখানে চীনের প্রবেশের সুযোগ করে দেবে। ফলে চীনের এই ভূমিকা থামাতে সক্রিয় থাকতে পারে ট্রাম্প প্রশাসন।

ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদ ঘিরে 'অনিশ্চয়তায়' বাকি বিশ্ব

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিতর্ক না হলেও এ নিয়ে কয়েকবার বক্তব্য দিয়েছেন ট্রাম্প। এসব বক্তব্য যদি নীতিতে (পলিসি) পরিণত হয়, তাহলে এটি শত্রু-মিত্র উভয়ের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্কের ধরন বদলে দিতে পারে।

নির্বাচনে জিতলে ইউক্রেন যুদ্ধ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বন্ধ করার অঙ্গীকার করেছিলেন ট্রাম্প। তাঁর এই অঙ্গীকার ইউক্রেনকে যুক্তরাষ্ট্রের দিয়ে আসা সহায়তা প্রত্যাহারের শামিল বলে মনে করছেন অনেকে। এটি আদতে রাশিয়াকেই সুবিধা দেবে।

আরও বড় পরিসরে বলতে গেলে, রিপাবলিকান এই নেতা স্পষ্ট করেছেন, তিনি বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী দেশটিকে আরও 'একলা চলো' নীতির দিকে নিতে চান। পাশাপাশি শুল্কারোপের নীতি বাণিজ্যযুদ্ধের পর্যায়ে গিয়ে ঠেকতে পারে। নিজেদের নিরাপত্তা অংশীদারদের কাছ থেকে আরও বেশি অর্থ চাইতে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের মতো বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জে যুক্তরাষ্ট্রকে কম যুক্ত করতে ইচ্ছুক।

অনেকে মনে করছেন, ট্রাম্পের এই নীতির প্রভাব স্নায়ুযুদ্ধ শুরুর পর দেখা যাওয়া যেকোনো কিছুর চেয়ে সুদূরপ্রসারী হবে। সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক জেমস কারেন বলেন, ইতিমধ্যে আমেরিকার নিজেকে অগ্রাধিকার দেওয়ার যে প্রবল প্রবণতা, এ নীতি সেটিকে আরও ত্বরান্বিত করবে।

ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদ দেখার পর বিশ্ব ইতিমধ্যে জেনে গেছে, তাঁর সঙ্গে একমাত্র নিশ্চিত যে বিষয়টি যায়, সেটি হলো অনিশ্চয়তা। আরেক মেয়াদে নির্বাচিত ট্রাম্প প্রায়ই বলে থাকেন, বিশ্বকে ধোঁয়াশায় রাখাটাই তাঁর আদর্শ পররাষ্ট্রনীতি।

মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট ক্লদিয়া শেইনবাউম চলতি সপ্তাহে বলেছেন, অভিবাসন ও মাদক পাচার মোকাবিলায় একসঙ্গে কাজ করার প্রয়োজন থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তাঁর দেশ 'সুসম্পর্ক' বজায় থাকবে। এর কয়েক দিন আগেই মেক্সিকো থেকে আমদানি পণ্যের ওপর ২৫ থেকে ১০০ শতাংশ শুল্কারোপের হুমকি দিয়েছিলেন ট্রাম্প।

ভারত আগ্রহ নিয়ে এবং তেমন কোনো দুশ্চিন্তা ছাড়াই যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনের ওপর নজর রেখেছিল। দেশটির বিশ্বাস, বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল এবং পঞ্চম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ হিসেবে চীনের পাল্টা হিসেবে তাদের অবস্থান নতুন মার্কিন প্রশাসনের বিবেচনায় থাকবে।

ট্রাম্পের নির্বাচনী প্রচারে বিদেশি পণ্যের ওপর আকাশচুম্বী শুল্কারোপ, গণহারে অভিবাসী প্রত্যাবাসন, যুদ্ধের বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান এবং মিত্রদের ওপর ব্যয় চাপানো নিয়ে অতিমাত্রায় জোর দেওয়ার ফলে ইতিমধ্যে অনেক দেশ কোণঠাসা হয়ে পড়েছে।

চীনের অর্থনীতিতেও অস্থিরতা চলছে। দেশটি সম্ভবত আরও বৃহৎ পরিসরে এবং উচ্চ হারের শুল্কারোপের মুখে পড়তে যাচ্ছে, যা ট্রাম্পের আগের মেয়াদে আরোপ করা হয়েছিল এবং প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সময়ও অব্যাহত ছিল।

বেইজিংয়ের রেনমিন ইউনিভার্সিটির আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক শি ইনহং বলেন, প্রেসিডেন্ট হিসেবে ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি বৈশ্বিক আস্থা ও সম্মান অনিবার্যভাবে কমাবে।

দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানে থাকা মার্কিন সেনাদের জন্য দেশ দুটিকে আরও অর্থ গুনতে চাপ দেওয়া হতে পারে। দক্ষিণ কোরিয়াকে বছরে এক হাজার কোটি ডলার দিতে বাধ্য করার অঙ্গীকার করেছিলেন ট্রাম্প। বর্তমানে দেশটি ১০০ কোটি ডলারের কম দিয়ে থাকে।

এশিয়ার কয়েকজন কূটনীতিক বলেন, ট্রাম্প ক্ষমতায় থাকাকালে চীন আগ্রাসন না চালালেও তাইওয়ানের ওপর চাপ আরও তীব্র করবে বলে তাঁরা ধারণা করছেন। তাঁদের মতে, গণতন্ত্রের জন্য ট্রাম্প যুদ্ধে জড়াবেন না—বিষয়টি হিসাব-নিকাশে রাখতে পারে চীন। স্বশাসিত দ্বীপরাষ্ট্রটির বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের মাইক্রোচিপ-শিল্প 'চুরির' ও অভিযোগ করে আসছেন ট্রাম্প।

ট্রাম্প ইঙ্গিত দিয়েছেন, সামরিক জোট ন্যাটোর সামষ্টিক প্রতিরক্ষাসম্পর্কিত অনুচ্ছেদ তিনি মেনে চলবেন না। সামষ্টিক প্রতিরক্ষার এই অনুচ্ছেদ কয়েক দশক ধরে ইউরোপকে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক রেখেছে। নির্বাচনী প্রচারের একপর্যায়ে তিনি এমনও বলেছিলেন, জোটের প্রতি পর্যাপ্ত তহবিলের জোগান যেসব সদস্যদেশ দেবে না, সেসব দেশের প্রতি যা ইচ্ছা করার জন্য তিনি রাশিয়াকে 'উৎসাহ দেবেন'।

বাংলাদেশের কক্সবাজারের শরণার্থীশিবিরে পার্শ্ববর্তী মিয়ানমার থেকে বাস্তুচ্যুত ১০ লাখের বেশি রোহিঙ্গা আশ্রয় নিয়েছে। অভিবাসীদের প্রতি ট্রাম্পের বিদ্বেষ এবং সবার ক্ষেত্রে তার কী প্রভাব পড়তে পারে, এ নিয়ে উদ্বিগ্ন তাঁরা। রোহিঙ্গা শরণার্থী ইউসুফ আবদুল রহমান (২৬) বলেন, ট্রাম্পের অভিবাসীবিরোধী জাতীয়তাবাদী মনোভাব তাঁকে মিয়ানমারের সামরিক শাসকদের কথা মনে করিয়ে দেয়। তিনি বলেন, লোকজনকে পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে জনপ্রিয়তা পেতে পছন্দ করেন ট্রাম্প। 'আপনারা আর অন্যরা' এভাবে বলে থাকেন ট্রাম্প, যা বিদ্বেষ ছড়ায়।

তবে কিছু দেশ ট্রাম্পের প্রত্যাবর্তনকে স্বাগত জানাচ্ছে। এসব দেশের মধ্যে একটি হলো ইসরায়েল। ভোট গ্রহণ শেষ হওয়ার আগেই ইসরায়েলের উগ্রপন্থীরা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে থাকেন। তাঁদের মতে, ফিলিস্তিনের গাজায় এবং ইরানের ছায়াগোষ্ঠীগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধের যেকোনো প্রচেষ্টা ঠেকাতে ট্রাম্পকে প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর পক্ষে থাকতে রাজি করানো যাবে।

যুদ্ধে ইসরায়েলকে যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনের নিন্দা জানিয়ে আসছেন ফিলিস্তিনিরা। নতুন মার্কিন প্রশাসনের ক্ষেত্রে সেটি কেমন হতে পারে, তা নিয়ে আশা ও শঙ্কা দুটিই প্রকাশ করছেন তাঁরা।

“বিদেশি কোম্পানির হাতে দিলে দেশের ক্ষতি হয়, ঋণ হয়, অনিশ্চয়তা থাকে, দেশের মানুষের সার্বভৌমত্ব নষ্ট হয়।

অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ, অর্থনীতিবিদ, গ্যাসক্ষেত্র কোনো বিদেশি কোম্পানির হাতে না দেওয়ার দাবি জানিয়ে

সংক্ষেপে

সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পিস্তল উদ্ধার

সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানের লাইসেন্স করা পিস্তল রাজধানীর ফার্মগেট-সংলগ্ন মণিপুরি পাড়া এলাকা থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার রাতে তেজগাঁও থানার মণিপুরি পাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে এ পিস্তল উদ্ধার করা হয়। পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের উপকমিশনার মো. রুহুল কবির খান গতকাল বুধবার দুপুরে *প্রথম আলোকে* বলেন, উদ্ধার করা পিস্তলের বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তেজগাঁও থানা-পুলিশ সূত্র বলেছে, মঙ্গলবার রাত ৯টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তেজগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মোবারক হোসেনের নেতৃত্বে একদল পুলিশ মণিপুরি পাড়ার ৬ নম্বর ফটকের ১৩২ ও ১৩৯ বাড়ির মাঝখানের পাকা রাস্তার ওপর বালুর বস্তার আড়ালে একটি ব্রিফকেসের ভেতর থেকে পিস্তলটি উদ্ধার করে। প্লাস্টিকের কেসে থাকা এই পিস্তলের ২৫টি গুলি জব্দ করা হয়েছে। তেজগাঁও বিভাগের পুলিশ কর্মকর্তারা বলেন, লাইসেন্স পর্যালোচনায় দেখা যায়, পিস্তলটি জার্মানির তৈরি। গত ২৩ জানুয়ারি পিস্তলটির রেজিস্ট্রেশন নবায়ন করা হয়েছিল।
নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রংপুর মেডিকেল কলেজের নতুন অধ্যক্ষকে ওএসডি

রংপুর মেডিকেল কলেজের সদ্য পদোন্নতি পাওয়া অধ্যক্ষ মাহফুজার রহমানকে অবশেষে স্বাস্থ্য বিভাগে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) করা হয়েছে। মঙ্গলবার স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব দুর-রে-শাহওয়াজের সই করা এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়, রংপুর মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ মাহফুজার রহমানকে ঢাকার মহাখালী স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে ওএসডি এবং দিনাজপুর মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক শরিফুল ইসলামকে রংপুর মেডিকেল কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ পদে পদায়ন করা হয়েছে। ১১ নভেম্বরের মধ্যে রংপুর মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ (সদ্য সাবেক) মাহফুজার রহমান বদলি কর্মস্থলে যোগদান করবেন। অন্যথায় তিনি তাৎক্ষণিক অবমুক্ত (স্ট্যান্ড রিলিজ) বলে গণ্য হবেন।
নিজস্ব প্রতিবেদক, *রংপুর*

পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে কর্তৃত্ববাদী কাঠামো প্রবর্তন

রুল শুনানি

শুনানিতে আইনজীবী বলেন, কর্তৃত্ববাদী কাঠামো প্রবর্তনের ফলে অটো পাস, মিডনাইট ভোট ও ডামি নির্বাচন হয়েছে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে কর্তৃত্ববাদী কাঠামো প্রবর্তন করা হয়। ফলে অটো পাস, মিডনাইট ভোট ও ডামি নির্বাচন হয়েছে। নির্বাচন কেড়ে নেওয়া হয়, ভোট কেড়ে নেওয়া হয়। সার্বিকভাবে নির্বাচনপ্রক্রিয়া ধ্বংস করা হয়েছে। অথচ জনগণ সব ক্ষমতার মালিক এবং অবাধ-সুষ্ঠু নির্বাচন সংবিধানের মৌলিক কাঠামো। পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে এই কাঠামো ধ্বংস করা হয়েছে। বহুল আলোচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বিলোপসহ বেশ কিছু বিষয়ে আনা সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী প্রশ্নে রুল শুনানিতে রিট আবেদনকারীদের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী শরীফ ভূঁইয়া এ কথাগুলো বলেন।

বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরীর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ গতকাল বুধবার দ্বিতীয় দিনের মতো শুনানি গ্রহণ করেন। শুনানি নিয়ে আদালত আজ বৃহস্পতিবার শুনানির পরবর্তী দিন রেখেছেন।

আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ২০১১ সালে সংবিধানের ওই সংশোধনী আনা হয়। পঞ্চদশ সংশোধনী আইন ২০১১ সালের ৩০ জুন জাতীয় সংসদে পাস হয়। ২০১১ সালের ৩ জুলাই এ-সংক্রান্ত গেজেট প্রকাশ করা হয়। পঞ্চদশ সংশোধনী আইন চ্যালেঞ্জ করে গত ১৮ আগস্ট সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদারসহ পাঁচ বিশিষ্ট ব্যক্তি রিটটি করেন। প্রাথমিক শুনানি নিয়ে হাইকোর্ট ১৯ আগস্ট রুল দেন। রুলে পঞ্চদশ সংশোধনী আইন কেন সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চাওয়া হয়। ৩০ অক্টোবর রিট আবেদনকারীদের আইনজীবীর বক্তব্য উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে রুলের ওপর শুনানি শুরু হয়। সেদিন শুনানি নিয়ে আদালত ৬ নভেম্বর দিন রাখেন।

ইতিমধ্যে রুলে ইন্টারভেনার (আদালতকে সহায়তা করতে) হিসেবে বিএনপি, গণফোরাম, জামায়াতে ইসলামী ও আইনজীবী মোস্তফা আসগর শরিফী প্রমুখ যুক্ত হয়েছেন।

আগের ধারাবাহিকতায় গতকাল বেলা পৌনে ১১টা থেকে মাঝে এক ঘণ্টা বিরতি দিয়ে বিকেল চারটা পর্যন্ত শুনানি হয়। আদালতে রিট আবেদনকারীদের পক্ষে জ্যেষ্ঠ আইনজীবী শরীফ ভূইয়া শুনানি করেন। তাঁকে সহায়তা করেন আইনজীবী রিদুয়ানুল করিম।

বিভিন্ন নজির তুলে ধরে শরীফ ভূইয়া বলেন, শর্টকাট প্রক্রিয়ায় পঞ্চদশ সংশোধনী আনা হয়, যা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সংশোধনী। এ ক্ষেত্রে জনগণের মতামত নেওয়া হয়নি। জাতীয় সংসদের বিশেষ কমিটি গঠন করা হলেও তাঁদের মতামত বাইরে গিয়ে ওই সংশোধনী আনা হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার অধীন কমিটি নির্বাচনের সুপারিশ নিয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তিনি তা বাদ দিয়ে দেন। ফলে দলীয় সরকারের অধীন ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালে নির্বাচন হয়, যা প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে।

সব রাজনৈতিক দল ও জনমতের ভিত্তিতে ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা চালু হয়েছিল বলে উল্লেখ করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী শরীফ ভূইয়া। তিনি বলেন, পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্ববধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিল করা হয়। আপিল বিভাগের (ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিলসংক্রান্ত) সংক্ষিপ্ত আদেশে দুই মেয়াদে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থার অধীন নির্বাচনের কথা বলা হয়। আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশের আগেই পঞ্চদশ সংশোধনী আনা হয়।

পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধান পাইকারিভাবে পুনর্লিখন করা হয়েছে উল্লেখ করে জ্যেষ্ঠ আইনজীবী শরীফ ভূইয়া বলেন, সংবিধানের ৭ অনুচ্ছেদ অনুসারে, প্রজাতন্ত্রের সব ক্ষমতার মালিক জনগণ। জনগণ সার্বভৌম যা সংবিধানের মৌলিক কাঠামো—অষ্টম সংশোধনী মামলার রায়েও বলা হয়েছে। অথচ পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে জনগণকে ক্ষমতাহীন করা হয়েছে।

আদালতে বিএনপির পক্ষে জ্যেষ্ঠ আইনজীবী জয়নুল আবেদীন ও আইনজীবী ফারজানা শারমিন, জামায়াতের পক্ষে আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির ও আইনজীবী মোস্তফা আসগর শরিফী উপস্থিত ছিলেন। অন্যতম রিট আবেদনকারী বদিউল আলম মজুমদার শুনানির সময় উপস্থিত ছিলেন। রাষ্ট্রপক্ষে ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল তানিম খান, আবদুল্লাহ আল মাহমুদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

টিআইবি

গণমাধ্যমের ওপর আক্রমণ বৈষম্যবিরোধী চেতনার পরিপন্থী

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন গণমাধ্যমে স্বার্থান্বেষী মহলের হামলা-ঘেরাওয়ের হুমকি, সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে নির্বিচার মামলা ও হেনস্তার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। সংস্থাটি বলেছে, গণমাধ্যমের ওপর উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আক্রমণ, হামলা ও হুমকি বৈষম্যবিরোধী চেতনার পরিপন্থী। ভিন্নমত ও মুক্ত গণমাধ্যমের ঢালাও নিয়ন্ত্রণ এবং নিরাপত্তাহীনতা মূলত কর্তৃত্ববাদের পুনরাগমনের পথ সৃষ্টি করবে।

গতকাল বুধবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ উদ্বেগের কথা জানায় টিআইবি। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা কি ফাঁকা বুলি, এমন প্রশ্ন তুলে সংস্থাটি মুক্ত সাংবাদিকতার পরিবেশকে বাধাগ্রস্ত করার প্রবণতার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিয়ে গণমাধ্যম ও সংবাদকর্মীদের জন্য ভয়ডরহীন পরিবেশ সৃষ্টির উদ্যোগ নিতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। সেই সঙ্গে গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতার ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ করে দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার চর্চা নিশ্চিতের জন্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনের প্রতিও আহ্বান জানিয়েছে সংস্থাটি।

বিভিন্ন গণমাধ্যম ঘেরাওয়ের হুমকি, সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে নির্বিচার মামলা ও হেনস্তার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান বলেন, পতিত কর্তৃত্ববাদী সরকারের শাসনামলে মুক্ত গণমাধ্যম সূচকে ১৪ বছরে ৪২ ধাপ নেমেছিল বাংলাদেশ। এ সময়ে গণমাধ্যমের স্বাধীনতাসংক্রান্ত সব মানদণ্ডেই বাংলাদেশের ক্রমাবনতি হয়েছে। ছাত্র-জনতার নজিরবিহীন প্রাণহানি ও রক্তের বিনিময়ে অর্জিত নতুন বাংলাদেশে এ অবস্থান থেকে উত্তরণের অভূতপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকেও বারবার সাংবাদিকতার স্বাধীনতা নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে উল্লেখ করে ইফতেখারুজ্জামান বলেন, ‘কিন্তু আমরা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ করছি যে স্বার্থান্বেষী বিভিন্ন মহল দেশের কোনো কোনো গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা, হামলা, ঘেরাওয়ের হুমকিসহ নানা আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। দৃশ্যত অতিক্ষমতায়িত কোনো কোনো মহলের স্বার্থের বাইরে গেলেই গণমাধ্যমকে আক্রমণ ও সাংবাদিক হেনস্তা, গণমাধ্যমকে দখল বা খেয়ালখুশিমতো পরিচালনার চেষ্টা চলছে, যা আসলে মুক্ত গণমাধ্যমের সম্ভাবনার জন্য অশনিসংকেত।’

গলায় গুলি নিয়ে টিউশনি করে চলে চিকিৎসার খরচ

আন্দোলনে গুলিবিদ্ধ

ফেনীর সোনাগাজীর বাসিন্দা শাহীন ফেনী আলিয়া মাদ্রাসার ফাজিল প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী। তাঁর বাবা ফল বিক্রেতা।

সংবাদদাতা, *ফেনী*

ফেনীতে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে অংশ নিয়ে গলায় গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন মাদ্রাসাছাত্র আবুল হাসান শাহীন (২১)। ঘটনার পর ফেনীতে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ও ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গিয়েও গলা থেকে গুলি বের করা সম্ভব হয়নি। আন্দোলনের তিন মাস পার হলেও আর্থিক সংকটে দরিদ্র পরিবারের এই শিক্ষার্থীর মিলছে না উন্নত চিকিৎসা। নিজের চিকিৎসার খরচ জোগাতে গলায় ছররা গুলি নিয়েও টিউশনি করতে হচ্ছে তাঁকে।

ফেনীর সোনাগাজী উপজেলার চরচান্দিয়া ইউনিয়নের দক্ষিণ চরচান্দিয়ার এনায়েত উল্যাহর ছেলে শাহীন ফেনী আলিয়া মাদ্রাসার ফাজিল (স্নাতক সমমানের) প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী। তাঁর বাবা একজন ফল বিক্রেতা। শাহীন চিকিৎসার সহায়তার জন্য জেলা প্রশাসকসহ অনেকের কাছে ধরনা দিয়েছেন, কিন্তু কোনো সহায়তা পাননি। গলায় গুলি নিয়েই তিনি এবার ফাজিল প্রথম বর্ষের পরীক্ষা দিয়েছেন।

গত ৪ আগস্ট ফেনীর মহিপালে ছাত্র-জনতার বিক্ষোভে অংশ নেন শাহীন। সেদিনের ঘটনা জানতে চাইলে তাঁর বড় ভাই কেফায়েত উল্যাহ বলেন, আন্দোলন অংশ নিয়ে শাহীন গুলিবিদ্ধ হন। একটি গুলি ঢুকে যায় তাঁর গলায়।

জীবনের ঝুঁকি না থাকলেও সারাক্ষণ যন্ত্রণা টের পান শাহীন। তিনি বলেন, ‘গলায় গুলি থাকায় সব সময় যন্ত্রণা হয়। ঘুমাতে গেলে গলার নিচে ব্যথা করে। টাকার অভাবে উন্নত চিকিৎসা করাতে পারছি না। অনেক হাসপাতালে যোগাযোগ করেছি। কোনো হাসপাতালে আমার শরীরে থাকা গুলি বের করার যন্ত্রপাতি নেই। আমি সুস্থ হতে চাই।’

ফেনীতে আন্দোলনে আহত ব্যক্তিদের যে তালিকা করা হয়েছে, তাতে শাহীনের নাম নেই। পাননি কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সহায়তা। সিভিল সার্জন অফিসে না থাকায় দুই দিন গিয়ে ফিরে এসেছেন শাহীন।

গলায় গুলিবিদ্ধ ফেনীর মাদ্রাসাছাত্র আবুল হাসান শাহীন। ছবি : সংগৃহীত

শাহীনের বাবা এনায়েত উল্যাহ বলেন, ‘আমার পাঁচ ছেলের মধ্যে শাহীন তৃতীয়। ফুটপাতে ছোট ফলের দোকান করে সংসার চালাতে হয়। ছেলে টিউশনি করে নিজের ওষুধের খরচ কোনো রকমে চালাচ্ছে। কেউ তো কোনো সহায়তা করেনি আমাদের।’

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ফেনী জেলার সমন্বয়ক মুহাইমিন তাজিম বলেন, ‘ফেনীতে নিহত ব্যক্তিদের তালিকা করা হয়েছে। সাড়ে চার শ আহত ব্যক্তির একটি খসড়া তালিকাও হয়েছে, তা যাচাই-বাছাই চলছে। সেখানে আহত শাহীনের নাম নেই। তাঁর নামটি যুক্ত করা হবে।’

ছাত্র আন্দোলনে গুলিবিদ্ধ শাহীন নামের এক শিক্ষার্থী তাঁর কার্যালয়ে যোগাযোগ করেছেন জানিয়ে ফেনীর সিভিল সার্জন সিহাব উদ্দিন *প্রথম আলোকে* বলেন, ‘তাঁর গলায় একটি ছররা গুলি রয়েছে। তাঁকে ফেনী ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। হাসপাতালের মেডিকেল বোর্ড যে সিদ্ধান্ত দেবে, সে অনুযায়ী তাঁর চিকিৎসায় স্বাস্থ্য বিভাগ সহায়তা করবে।’ তিনি আরও বলেন, আহত ব্যক্তিদের তালিকায় নাম ওঠাতে হলে শাহীনকে সোনাগাজী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যোগাযোগ করতে হবে। সেখানে নাম অন্তর্ভুক্ত করলে সেটি ইউএনওর মাধ্যম হয়ে জেলা প্রশাসকের কাছে যাবে।

করোনা শনাক্ত ২ জনের

দেশে গতকাল সকাল আটটা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় ২ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। কারও মৃত্যু হয়নি। নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

জেন-জি হাসিনার চেয়ে ভালো কি না, পরীক্ষা দিতে হবে

আলোচনা সভায় সলিমুল্লাহ খান

'মনোজগতের উপনিবেশায়ন ও ভাষার রাজনীতি' শীর্ষক আলোচনায় তিনি এ কথা বলেন।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

জুলাই-আগস্টের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান প্রসঙ্গে অধ্যাপক ও চিন্তক সলিমুল্লাহ খান বলেছেন, 'শেখ হাসিনা নিশ্চয়ই ভালো ছিলেন না, সেটা তো বলাই বাহুল্য। কিন্তু জেন-জি শেখ হাসিনার চেয়ে ভালো কি না, সেটা এখন পরীক্ষা দিতে হবে।'

গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় রাজধানীর ফার্মগেটের এশিয়া প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটিতে 'মনোজগতের উপনিবেশায়ন ও ভাষার রাজনীতি' শীর্ষক আলোচনায় সলিমুল্লাহ খান এ কথাগুলো বলেন।

সলিমুল্লাহ খান বলেন, 'এই অভ্যুত্থানের মানেটা বুঝতে হবে। এই অভ্যুত্থান ইতিমধ্যে পরাজিত হয়েছে। এটা হচ্ছে আমাদের ট্র্যাজেডি। অনেকে মনে করতে পারেন, আমরা এই অভ্যুত্থানের বিরোধিতা করছি।' তিনি আরও বলেন, 'ট্র্যাজেডি কাকে বলে? আপনি যদি ডান দিকের গাড়িকে বাঁচাতে চান, তবে বাঁ দিকের মানুষজনকে চাপা দিতে হবে। আবার বাঁ দিকে বাঁচাতে গেলে ডান দিকে চাপাতে হবে। যখন মানুষ এই দ্বিধার মধ্যে পড়ে, এটা অনেক প্রাচীন ধ্রুপদি সংজ্ঞা ট্র্যাজেডির—যখন দুই পরিণতির যেটাই বেছে নেন না কেন, আপনাকে দুঃখ করতে হবে।'

সলিমুল্লাহ খান আরও বলেন, 'ভাষার মধ্যে রাজনীতি আছে। ইংরেজরা তাদের বিভক্তির রাজনীতির মাধ্যমে উপমহাদেশে কেবল হিন্দু-মুসলিমের বিভেদের জন্ম দেয়নি, "বড়লোক" আর "ছোটলোক" হিসেবেও বিভক্তির সৃষ্টি করে গেছে।'

এশিয়া প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটির লিটারেচার ক্লাব ও ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড (ইউপিএল) যৌথভাবে ২ নভেম্বর থেকে আয়োজন করেছিল বই ও সাহিত্য উৎসবের। এতে ছিল ইউপিএল থেকে প্রকাশিত বইয়ের প্রদর্শনী, কবিতা, ছোটগল্প, বই সমালোচনা লেখা ও কুইজ প্রতিযোগিতা। গতকাল উৎসবের সমাপনী দিনে ছিল প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী এবং ইউপিএল থেকে প্রকাশিত 'মনোজগতের বিউপনিবেশায়ন' বইটি নিয়ে আলোচনা।

'বিউপনিবেশায়ন ও ভাষার রাজনীতি' শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তব্য দিচ্ছেন অধ্যাপক সলিমুল্লাহ খান। গতকাল রাজধানীর এশিয়া প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটিতে। ছবি : প্রথম আলো

আলোচনা পর্বে জাহাঙ্গীরনগর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মির্জা তসলিমা বলেন, ভাষার ভেতরে উপনিবেশিকতার বিষয়টি অনেক গভীরভাবে কাজ করে। কেবল রাজনৈতিক প্রভাবই নয়; এর লিঙ্গীয় প্রভাবও রয়েছে।

ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক বখতিয়ার আহমেদ বলেন, ভাষার সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষমতার সম্পর্ক খুব গুরুত্বপূর্ণ। কোনো ভাষাকে না বুঝলে সেই ভাষার সংস্কৃতিকে পুরো বোঝা সম্ভব নয়।

জাহাঙ্গীরনগর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সৈয়দ নিজার বলেন, 'ভাষা শুধু যোগাযোগের মাধ্যম নয়, আমরা কীভাবে জগৎকে দেখি, কীভাবে চিন্তা করি, সেটিও আমাদের ভাষা।'

উপনিবেশের প্রভাব থেকে বের হতে হলে সামগ্রিক পরিস্থিতির পরিবর্তন আনতে হবে বলে মন্তব্য করেন অনুবাদক ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক শিবলী নোমান।

সূচনা বক্তব্যে ইউপিএলএর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাহরুখ মহিউদ্দিন বলেন, শিক্ষার্থীদের মধ্যে জ্ঞানচর্চায় উৎসাহ দেওয়ার জন্য ইউপিএল বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বই প্রদর্শনীর আয়োজন করে আসছে।

অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার ও সনদ বিতরণ করা হয়।

অপরাধীর রাজনৈতিক পরিচয় বিবেচনা করা হবে না : স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, অপরাধী যে দলেরই হোক, তার কোনো রাজনৈতিক পরিচয় বিবেচনা করা হবে না। যতই প্রতাপশালী হোক না কেন, তাকে গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় নেওয়া হবে।

গতকাল বুধবার সকালে সচিবালয়ে সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা এ কথাগুলো বলেন। এর আগে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে ঢাকা মহানগর এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনাসংক্রান্ত বিশেষ সভায় যোগ দেন তিনি।

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ঢাকা মহানগর এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কীভাবে আরও উন্নত করা যায়, সে বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি আগের চেয়ে ভালো হয়েছে, তবে আরও উন্নতি ঘটানোর সুযোগ রয়েছে। সে লক্ষ্যেই তাঁরা কাজ করে যাচ্ছেন। মোহাম্মদপুরের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যেভাবে সফল হয়েছে, সেই মডেল প্রয়োগ করে ঢাকা শহরের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ঘটানো হবে।

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা আরও বলেন, ঢাকার ট্রাফিক-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে অন্যতম সমস্যা হলো রাস্তার ওপর অবৈধ দোকানপাট বসা। এগুলো উচ্ছেদের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ঢাকার যানজট নিরসনে আরেকটি বড় সমস্যা হচ্ছে প্রধান সড়কগুলোতে প্যাডেল ও ব্যাটারিচালিত রিকশা চলে আসা। তারা যেন চার্জিং পয়েন্টগুলোর মাধ্যমে ব্যাটারিচালিত রিকশায় চার্জ দিতে না পারে, সে বিষয়ে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এমন আয়োজন পত্রিকা পড়ার অভ্যাস তৈরি করে

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

প্রথম আলোর ২৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে 'জিততে হলে পড়তে হবে' স্লোগানে চতুর্থবারের মতো অনলাইন পাঠক কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। আয়োজনের দ্বিতীয় দিন গতকাল বুধবার সন্ধ্যা ৭টা থেকে ৭টা ১০ মিনিট পর্যন্ত দ্বিতীয় দিনের কুইজ অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১৫ জন বিজয়ী হয়েছেন। এই আয়োজন চলবে ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত টানা ১০ দিন ঠিক একই সময়ে।

দ্বিতীয় দিন দ্রুততম সময়ে সর্বোচ্চসংখ্যক সঠিক উত্তর দিয়ে বিজয়ী হন গাজীপুরের মৌসুমী আক্তার ও মুহাম্মদ মাসুদুর রহমান সরকার; কুমিল্লার মো. ইসতিয়াক হাসান ও জাহিদ হাসান; চট্টগ্রামের জয় চৌধুরী; টাঙ্গাইলের মো. মেরাজ মিয়া; ঢাকার মাহমুদ, শাহরিয়া রহমান তামিম ও মুহাম্মাদ আকবর হুসাইন; হবিগঞ্জের মো. মিজানুর রহমান; রাজশাহীর মো. মোজাফফর হোসেন; নওগাঁর মো. রায়হান নবীউল রনি; সিরাজগঞ্জের অভিজিৎ পোদ্দার; রংপুরের মো. শাহাদত হোসেন স্বপন এবং পঞ্চগড়ের আতিক মো. ফারজান মোহন।

বিজয়ী মো. ইসতিয়াক হাসান বলেন, 'পাঠক কুইজ আয়োজনের উদ্যোগটি অত্যন্ত অভিনব। পরপর দুই দিনই বিজয়ী হতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।'

বিজয়ী মুহাম্মাদ আকবর হুসাইন বলেন, 'সারা দেশের অসংখ্য মানুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে বিজয়ী হতে পেরে আমি আনন্দিত। এ আয়োজন আমাদের জ্ঞানকে আরও সমৃদ্ধ করবে।'

দ্বিতীয় দিনের পাঠক কুইজ

আকবর হুসাইন, শাহরিয়া রহমান, ইসতিয়াক হাসান

বিজয়ী শাহরিয়া রহমান তামিম বলেন, এমন আয়োজন পত্রিকা পড়ার অভ্যাস তৈরি করে। এমন আয়োজনের জন্য *প্রথম আলোকে* ধন্যবাদ।

আয়োজকেরা জানান, প্রতিদিন সবচেয়ে কম সময়ে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক প্রশ্নের সঠিক উত্তরদাতা ১৫ জন বিজয়ীর নাম ঘোষণা করা হবে। এই ১৫ বিজয়ীর প্রত্যেকে পাবেন ২ হাজার টাকা করে মোট ৩০ হাজার টাকার গিফট চেক। ১০ দিনে মোট ১৫০ জন বিজয়ী পাবেন মোট ৩ লাখ টাকার গিফট চেক।

উল্লেখ্য, পাঠক কুইজের প্রশ্ন ছিল কুইজের দিন ও আগের দিনের *প্রথম আলোর* ছাপা পত্রিকা ও অনলাইনে প্রকাশিত সংবাদ, নিবন্ধ ও ফিচার থেকে। ২০টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর বাছাই করার জন্য অংশগ্রহণকারীরা মোট ১০ মিনিট করে সময় পেয়েছেন। কুইজে অংশগ্রহণ করতে ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত নিবন্ধন করা যাবে prothomalo.com/quiz ওয়েবসাইটে।

খালেদা জিয়ার বিদেশ যাওয়ার প্রস্তুতি সম্পন্ন

বাসস, *ঢাকা*

বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশ যাওয়ার সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। তাঁর জন্য গঠিত মেডিকেল বোর্ডের সাতজন চিকিৎসকসহ সব সফরসঙ্গীর ভিসা-প্রক্রিয়াও শেষ হয়েছে।

তাঁর শারীরিক অবস্থাসহ সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামীকাল ৮ নভেম্বর 'লং ডিসট্যান্স স্পেশালাইজড এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে' তাঁকে প্রথমে যুক্তরাজ্যের লন্ডনে নেওয়া হবে। তবে এয়ার অ্যাম্বুলেন্স না পাওয়া গেলে তাঁর বিদেশযাত্রা দু-এক দিন পিছিয়ে যেতে পারে।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, ঢাকা থেকে খালেদা জিয়া প্রথমে যুক্তরাজ্যের লন্ডনে যাবেন। সেখান থেকে পরে তাঁকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্র কিংবা জার্মানির কোনো 'মাল্টি ডিসিপ্লিনারি হেলথ সেন্টারে' নেওয়া হতে পারে লিভার প্রতিস্থাপনের জন্য।

রামপাল-রূপপুরের মতো চুক্তি বাতিল করতে হবে

সমাবেশে আনু মুহাম্মদ

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রামপাল-রূপপুরের মতো 'সর্বনাশা' চুক্তিগুলো বাতিলের দাবি জানিয়েছেন তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির সাবেক সদস্যসচিব অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ। গত ১৫ বছর এসব চুক্তি যাঁরা করেছেন, তাঁদের অপরাধ শনাক্ত করে বিচারের দাবিও জানিয়েছেন তিনি।

গতকাল বুধবার বিকেলে রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে আয়োজিত তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির সমাবেশে আনু মুহাম্মদ এ কথাগুলো বলেন।

গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনে নিজেদের সক্ষমতা বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করে আনু মুহাম্মদ বলেন, বিদেশি কোম্পানির সঙ্গে কোনো চুক্তি করা যাবে না। রামপাল-রূপপুরের মতো দেশের জন্য ভয়াবহ প্রকল্পগুলো বাতিলের প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। জাতীয় কমিটি ২০১৭ সালে জ্বালানি ও বিদ্যুতের যে মহাপরিকল্পনা করেছিল, সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

জাতীয় কমিটির সাবেক এই সদস্যসচিব অভিযোগ করেন, ক্ষমতায় টিকে থাকতে (আওয়ামী লীগ সরকার) জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে বেশ কিছু সর্বনাশা চুক্তি করেছে। দেশের কিছু ব্যবসায়ী গোষ্ঠীকে সুবিধা ও অন্য দেশকে খুশি করতে এসব চুক্তি হয়েছে। আর এসব চুক্তির সুবাদে হাজার হাজার কোটি টাকা লুটপাট হয়েছে।

দেশে যে গ্যাস আছে, সেগুলো অনুসন্ধানে বাপেক্সকে সক্রিয় করতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি আহ্বান জানান আনু মুহাম্মদ। তবে এই সরকারও আবার বিদেশি কোম্পানির সঙ্গে চুক্তির তৎপরতা শুরু করেছে জানিয়ে তিনি বলেন, 'সমাবেশ থেকে বলতে চাই, দেশের গ্যাসক্ষেত্র কোনো বিদেশি কোম্পানির হাতে দেওয়া যাবে না। বিদেশি কোম্পানির হাতে দিলে দেশের ক্ষতি হয়, ঋণ হয়, অনিশ্চয়তা থাকে, দেশের মানুষের সার্বভৌমত্ব নষ্ট হয়।'

বিবৃতিতে জামায়াতের আমির

আবার ফ্যাসিবাদের হাতে জাতিকে তুলে দেওয়ার জন্য চক্রান্ত শুরু হয়েছে

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

জাতি আবার ফ্যাসিবাদের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছে—এ মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান। তিনি এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'আমরা এমন এক সময় ৭ নভেম্বর পালন করতে যাচ্ছি, যখন জাতি নানা সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। জাতিকে আবার ফ্যাসিবাদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য নানামুখী চক্রান্ত শুরু হয়েছে।'

৭ নভেম্বর 'জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস' পালনের আহ্বান জানিয়ে গতকাল বুধবার দেওয়া এ বিবৃতিতে শফিকুর রহমান বলেন, 'আমাদের দেশপ্রেমিক সামরিক বাহিনী বারবার দেশকে বিদেশি আধিপত্যবাদী ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করেছে। ৫ আগস্ট দেশের ছাত্র-জনতা অনেক তাজা প্রাণ ও রক্তের বিনিময়ে দেশকে সাড়ে ১৫ বছরের আওয়ামী ফ্যাসিবাদের কবল থেকে মুক্ত করেছে এবং দেশের সামরিক বাহিনী ছাত্র-জনতার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।' ফ্যাসিবাদীরা আবার ফিরে এলে জাতি এক মহাসংকটে নিপতিত হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

শফিকুর রহমান বলেন, দেশের বিরুদ্ধে সব ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত মোকাবিলায় ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর সব মুক্তিকামী জনতা রাজপথে নেমেছিল। তিনি বলেন, '১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফ পাল্টা সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনার ষড়যন্ত্র করেছিলেন। তখন আমাদের দেশপ্রেমিক সিপাহি ও জনতা ঐক্যবদ্ধভাবে ৭ নভেম্বর নারায়ে তাকবির আল্লাহু আকবার স্লোগান দিয়ে রাজপথে নেমে খালেদ মোশাররফের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত প্রতিহত করে দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে হেফাজত করেছিল।'

দল নিষিদ্ধের দায়ভার থাকে না

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অপশক্তির ষড়যন্ত্র রুখে দিতে অন্তর্বর্তী সরকারের পাশাপাশি বাংলাদেশের পক্ষের সব শক্তিকে সজাগ ও সতর্ক থাকার আহ্বান জানান তারেক রহমান।

অন্তর্বর্তী সরকার ইতিমধ্যে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনের যে কার্যক্রম শুরু করেছে, তার উল্লেখ করে তারেক রহমান বলেন, সংস্কার কার্যক্রম এবং নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনের কাজের মধ্য দিয়ে যথানিয়মে নির্বাচন কার্যক্রম শুরু হবে। তিনি দলের নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের উদ্দেশে বলেন, 'জনগণ নিরপেক্ষভাবে একটি অবাধ, সুষ্ঠু নির্বাচনের সুযোগ পেলে জনগণের প্রিয় দল বিএনপি অবশ্যই বিজয়ী হবে। নেতা-কর্মীদের মধ্যে বিজয়ের আত্মবিশ্বাস থাকা ভালো। তবে অতি আত্মবিশ্বাসী হয়ে নিজেদের জনগণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবেন না।'

তারেক রহমান অন্তর্বর্তী সরকারকে বাজার নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হলে অন্তর্বর্তী সরকারের সব সংস্কার কার্যক্রম জনগণের কাছে প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়তে পারে।

সংস্কার একটি চলমান ও ধারাবাহিক প্রক্রিয়া বলে মন্তব্য করে তারেক রহমান বলেন, বিএনপি মনে করে, রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের অধিকতর সংস্কারের চেয়ে জনগণের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে রাজনীতি, রাজনৈতিক দল এবং রাজনৈতিক কর্মী-সমর্থকদের গুণগত পরিবর্তন-সংস্কার বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় শেষ পর্যন্ত রাজনীতিবিদেরাই রাষ্ট্র পরিচালনা করেন।

দ্রুত সময়ের মধ্যে নির্বাচনের পরিবেশ তৈরির আহ্বান

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেন, 'এই ৭ নভেম্বর দ্বিতীয়বারের মতো আমাদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করেছে। সেদিন বাংলাদেশে একটি অভূতপূর্ব বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল। যার মধ্য দিয়ে নতুন ইতিহাসের সূচনা হয়েছিল। সেই ইতিহাসের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়েছে।'

দ্রুত সময়ের মধ্যে নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি করতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি আহ্বান জানান মির্জা ফখরুল। তিনি বলেন, 'অন্তর্বর্তী সরকারের নেতৃত্বে আছেন অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। তাঁকে আমরা সবাই সম্মান করি, শ্রদ্ধা করি। তাঁর ওপর দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় সংস্কারগুলো করে দেশের মানুষকে আবার গণতন্ত্রে ফিরিয়ে নিতে হবে। যার জন্য মানুষ লড়াই করেছে, প্রাণ দিয়েছে।' মির্জা ফখরুল আরও বলেন, 'আমরা আশা করব, অধ্যাপক ইউনূসের সরকার অতি দ্রুত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় সংস্কারগুলো করে দেশের মানুষের সামনে নির্বাচনের একটা পরিবেশ তৈরি করবেন এবং নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের শাসনকে প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করবেন। এটাই সবার প্রত্যাশা।'

খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেন, জাতীয় বিপ্লব হয়েছিল একবার, সেটা ৭ নভেম্বর। ৫ আগস্ট হয়েছে বৈষম্যবিরোধী গণ-অভ্যুত্থান। এই গণ-অভ্যুত্থানের সঙ্গে বিএনপি সরাসরি জড়িত ছিল।

আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, জনগণের সব অধিকার কেড়ে নিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান ও শেখ হাসিনা ক্ষমতা আঁকড়ে থাকতে নতুন নতুন বয়ান তৈরি করেছিলেন। তিনি অন্তর্বর্তী সরকারের উদ্দেশে বলেন, 'এখন আর কোনো বয়ান শুনতে চাই না। বিপ্লবের নতুন মোড়কে বাংলাদেশকে গণতন্ত্রের পথ থেকে সরানো যাবে না।'

মির্জা ফখরুল ইসলামের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় অধ্যাপক মাহবুব উল্লাহ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কামরুল আহসান, বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য খন্দকার মোশাররফ হোসেন, মির্জা আব্বাস, আবদুল মঈন খান, নজরুল ইসলাম খান, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমদ, সালাহ উদ্দিন আহমদ, এ জেড এম জাহিদ হোসেনসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা বক্তব্য দেন। সভা পরিচালনা করেন বিএনপির কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক সুলতান সালাহউদ্দিন।

অক্টোবরে রপ্তানি আয়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এনবিআরের এই পণ্য রপ্তানির হিসাবের মধ্যে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের (ইপিজেড) প্রচ্ছন্ন রপ্তানি এবং স্যাম্পল বা নমুনা রপ্তানির তথ্যও সংযুক্ত আছে। যদিও এর পরিমাণ খুব বেশি নয়।

একাধিক রপ্তানিকারক বলছেন, কোটা সংস্কার আন্দোলন, ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ও শিল্পাঞ্চলে শ্রম অসন্তোষের কারণে জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে অনেক ক্রয়াদেশের পণ্য সময়মতো জাহাজে তুলতে পারেনি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান। এসব আটকে থাকা ক্রয়াদেশের অনেক পণ্য গত মাসে জাহাজীকরণ হয়েছে। তা ছাড়া শীত মৌসুম ও ক্রিসমাসের পণ্য জাহাজীকরণ শুরু হওয়ায় রপ্তানি বাড়ছে। অর্থের পাশাপাশি পরিমাণের দিক দিয়েও রপ্তানি বেড়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক গত জুলাইয়ে প্রকৃত পণ্য রপ্তানির ভিত্তিতে লেনদেন ভারসাম্যের তথ্য প্রকাশ করে। ফলে পণ্য রপ্তানির হিসাবে বড় ধরনের গরমিল বেরিয়ে আসে। তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক জানিয়েছিল, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) দীর্ঘদিন ধরে রপ্তানির হিসাব প্রকাশ করলেও সে অনুযায়ী আয় দেশে আসছিল না। এ নিয়ে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন সংস্থা থেকেও প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে। এখন থেকে প্রকৃত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে প্রতিবেদন তৈরি করা হবে। এরপর ইপিবি কয়েক মাস রপ্তানির তথ্য প্রকাশ থেকে বিরত থাকে।

'শ্রমিকেরা কাজে ফিরেছেন'

গত অক্টোবরে কোন খাতের রপ্তানি কতটা বেড়েছে, তা এনবিআরের পরিসংখ্যান থেকে বিস্তারিতভাবে জানা যায়নি।

নিট পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, গাজীপুর ও আশুলিয়ার কারখানাগুলোয় বেশ কিছুদিন অসন্তোষ চলার পর শ্রমিকেরা কাজে ফিরেছেন গত মাসে। তা ছাড়া শীত মৌসুম ও ক্রিসমাস উৎসবের জন্য পোশাক জাহাজীকরণ হচ্ছে। সে জন্য রপ্তানির গতি বেড়েছে। তিনি আরও বলেন, রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে আগামী গ্রীষ্মের ক্রয়াদেশ ২০ থেকে ২৫ শতাংশ কম এসেছে। তবে শীতের মৌসুমের জন্য ক্রয়াদেশ কিছুটা বাড়তে পারে। গ্যাস-সংকটের কারণে এখন পোশাক কারখানায় উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। অন্যদিকে ব্যাংকগুলো সময়মতো ঋণপত্র খুলতে পারছে না। তাই আগামী দিনে পোশাক রপ্তানি কতটা বৃদ্ধি পাবে, তা নির্ভর করছে নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ ও ব্যাংক খাতের সহায়তার ওপর।

রাজনৈতিক দর্শন | বিএনপির রাজনৈতিক দর্শনের দুটি পিলার তৈরি করে দিয়েছে ১৫ আগস্ট ও ৭ নভেম্বর।

৭ নভেম্বর না হলে বিএনপির জন্ম হতো না

রাজনৈতিক ইতিহাস

১৯৭৫ সালের ৩ থেকে ৭ নভেম্বরে সামরিক অভ্যুত্থান, জাতীয় চার নেতার হত্যাকাণ্ড, পাল্টা সামরিক অভ্যুত্থান—একের পর এক ঘটনা ঘটে। ৭ নভেম্বরের অভ্যুত্থানের সঙ্গে বিএনপির জন্মের যোগসূত্র নিয়ে লিখেছেন

মহিউদ্দিন আহমদ

■ জাসদ চেয়েছিল জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে একটি বিপ্লবী সরকার, যেখানে জাসদ ভূমিকা রাখবে।

■ জিয়াউর রহমান নিজের অবস্থান সংহত করার পর জাসদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক অবস্থান নেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বাংলাদেশের রাজনীতির চালচিত্র পাল্টে যায়। একদিকে বাকশাল তথা আওয়ামী লীগ ও তার মিত্ররা, অন্যদিকে আর সব রাজনৈতিক দল—এ রকম একটা সমীকরণ তৈরি হয়। যে জনতা শেখ মুজিবুর রহমানকে ১৯৭১ সালে দেবতার আসনে বসিয়েছিলেন, চার বছরের মাথায় তাঁকে তাঁরা ছুড়ে ফেলে দিলেন। কেন এমন হলো?

অধ্যাপক আহমদ শরীফের একটি উক্তি দিয়ে বিষয়টি ব্যাখ্যা করব। তিনি বলেন, 'শেখ মুজিবকে যারা হত্যা করল, তারা গোড়ায় সবাই মুজিবের অনুগত ছিল। … শেখ মুজিবের সাড়ে তিন বছরের দুঃশাসন কিন্তু হত্যা-লুণ্ঠনের বিভীষিকা, যা মুজিবকে গণশত্রুতে পরিণত করেছিল' (সূত্র : আহমদ শরীফের ডায়েরি : ভাব-বুদ্বুদ)।

মুজিব অনুসারীরা কখনো এটি খতিয়ে দেখেননি। তাঁরা সব সময় এটাকে ব্যাখ্যা করেছেন ষড়যন্ত্রতত্ত্ব দিয়ে। বললে অত্যুক্তি হবে না, শেখ মুজিবকে পাকিস্তানিরা মারেনি। তিনি নিহত হয়েছিলেন মুক্তিযোদ্ধা সেনা কর্মকর্তাদের হাতে। ক্ষমতাসীন বাকশালের বাইরে সব রাজনৈতিক দল চেয়েছিল শেখ মুজিবের পতন। অনুঘটকের কাজটা করল সেনাবাহিনীর দুটি ইউনিট। সেনানেতৃত্ব এটি সমর্থন করল। ফলে এটি হয়ে দাঁড়াল একটি সামরিক অভ্যুত্থান।

সামরিক অভ্যুত্থান এ দেশে নতুন নয়। পাকিস্তান শাসনামলে এটি দুবার হয়েছে—১৯৫৮ ও ১৯৬৯ সালে। শাস্ত্রমতে, যখন নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সরকার পরিবর্তন করা যায় না, তখন দেশের ক্ষমতাধর কোনো গোষ্ঠী এ রকম অভ্যুত্থান ঘটিয়ে থাকে। আর কে না জানে, দেশের সবচেয়ে সংগঠিত, প্রশিক্ষিত ও অস্ত্রবলে বলীয়ান প্রতিষ্ঠান হলো সামরিক বাহিনী।

এ বাহিনীর কেউ যদি মনে করেন দেশ ঠিকমতো চলছে না, রাজনীতিবিদদের আচরণ ভালো নয়, তাঁরা গণেশ উল্টে দেন। তবে পাকিস্তানি স্টাইলের সামরিক অভ্যুত্থানের সঙ্গে বাংলাদেশের সামরিক অভ্যুত্থানের একটি বড় পার্থক্য আছে। পাকিস্তানের দুটি অভ্যুত্থানই ছিল 'রক্তপাতহীন'। বাংলাদেশেরটা রক্তাক্ত। বলা বাহুল্য, বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে অনেক রক্তপাতের মধ্য দিয়ে।

১৫ আগস্টের অভ্যুত্থান বিষয়ে সেনাবাহিনীর অনেকে অবগত থাকলেও সবার অংশগ্রহণ ছিল না। সেনাবাহিনীতে দলাদলি ছিল। এর সূত্রপাত ১৯৭১ সালে। ওই সময় আওয়ামী লীগের অনেক নেতা যেমন জমিদারি স্টাইলে দিন কাটিয়েছেন, মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডাররাও অনেকে ছিলেন ওয়ারলর্ডের মতো।

স্বাধীনতার পর রাজনৈতিক সরকার তাদের মধ্যে বিভাজন জিইয়ে রেখেছিল। ভেবেছিল, এভাবেই দিন যাবে, কিন্তু সেটি হয়নি। অন্তঃকোন্দল সত্ত্বেও পুরো সেনাবাহিনী রাজনৈতিক সরকারের বিরুদ্ধে চলে গিয়েছিল। আওয়ামী লীগ দাবি করত, তারাই দেশটা স্বাধীন করেছে।

সেনানেতৃত্ব মনে করত, আওয়ামী লীগের নেতারা কলকাতা-আগরতলায় বসে আমোদ ফুর্তি করে দিন কাটিয়েছেন। রণাঙ্গনে ছিলেন সেনারা। তাঁরাই যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছেন। সুতরাং দেশ পরিচালনা করার অধিকার তাঁদেরও আছে। কিন্তু তাঁরা নিদারুণ অবহেলার শিকার হয়েছেন। শেখ মুজিব দেশ শাসন করেছেন তাঁর দল আর রক্ষীবাহিনী দিয়ে, ভারতের সমর্থন নিয়ে।

সেনা মনস্তত্ত্বে মুজিব ও ভারতবিরোধিতা সমার্থক ছিল। ১৫ আগস্টের পর তারা ভাবল, বাংলাদেশ 'সার্বভৌম' হয়েছে। সেনাবাহিনীর শীর্ষ নেতৃত্বে পরিবর্তন এল। সেনাপ্রধান হলেন মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান।

১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর ভোরে সেনাবাহিনীর আরেকটি অংশ অভ্যুত্থান ঘটায়। নেতৃত্বে ছিলেন ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ। ১৫ আগস্ট অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত সেনা কর্মকর্তারা দেশত্যাগ করলেন। জিয়াউর রহমানকে সরিয়ে খালেদ হলেন সেনাপ্রধান। পরলেন মেজর জেনারেলের ব্যাজ।

এ অভ্যুত্থানের সঙ্গে যাঁরা ছিলেন, তাঁরাও সবাই মুক্তিযোদ্ধা। এক অর্থে বলা যায়, মুক্তিযোদ্ধা সেনা কর্মকর্তাদের মধ্যকার অন্তর্দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ ছিল এই অভ্যুত্থান। ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত সরকারের অনুসারীরা এটিকে তাঁদের বিজয় হিসেবে দেখলেন। তাঁদের ছাত্রসংগঠন মিছিল করে উল্লাস করল। জনমনে ধারণা হলো, বাকশালের শাসন বুঝি আবার ফিরে এল। তাঁদের প্রতি তাঁদের দলের বাইরে সাধারণ মানুষের কোনো সহানুভূতি ছিল না।

সেনাবাহিনীর সাধারণ সেনারা ফুঁসে উঠলেন। ৭ নভেম্বর সেনাবিদ্রোহ হলো। এই অঞ্চলে এ রকম একটি বিদ্রোহ হয়েছিল ১৮৫৭ সালে, যেখানে সাধারণ সেনারা তাঁদের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বন্দুক তাক করেছিলেন। কর্মকর্তারা সবাই ছিলেন ইংরেজ।

৭ নভেম্বরের সেনা অভ্যুত্থানে ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানকারীদের পতন হলো। তবে ১৫ আগস্ট-পরবর্তী অবস্থাটি হুবহু ফিরে এল না। আগের আধা সামরিক শাসনের বদলে এবার এল নির্ভেজাল সামরিক শাসন। ক্ষমতার কেন্দ্রে চলে গেলেন জিয়াউর রহমান। একসময় তিনি হলেন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও পরে রাষ্ট্রপতি।

৭ নভেম্বরের আরেকটি পক্ষ ছিল। এটি হলো জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)। ১৯৭২ সালের জন্মলগ্ন থেকেই জাসদের ঘোষিত লক্ষ্য ছিল মুজিব সরকারের উৎখাত। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য তারা সেনাবাহিনীর ভেতরে সাধারণ ও নিচু পদের সেনাসদস্যদের সংগঠিত করতে থাকে। তৈরি হয় বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা। শুরুতে এটি দেখভাল করতেন জাসদের প্রথম সভাপতি মেজর (অব.) এম এ জলিল। ১৯৭৪ সালে তিনি গ্রেপ্তার হলে এটি তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব নেন লে কর্নেল (অব.) আবু তাহের।

তাহের ১৫ আগস্ট অভ্যুত্থানের অংশ ছিলেন। অভ্যুত্থানকারীদের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ রাখতেন। তিনি ছিলেন সেনাবাহিনী ও জাসদের মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী। ৩ নভেম্বর অভ্যুত্থানের পর তিনি তৎপর হলেন। সক্রিয় হলো বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা। জাসদের সামরিক সংগঠন বিপ্লবী গণবাহিনীও তৎপর হয়।

জাসদের শীর্ষ নেতারা জিয়াউর রহমানকে সামনে রেখে অভ্যুত্থানের সিদ্ধান্ত নেন। সাধারণ সেনাসদস্যদের স্বার্থের দিকটি বিবেচনা করে ও কিছু রাজনৈতিক লক্ষ্য সামনে রেখে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার পক্ষ থেকে তৈরি করা হয় ১২ দফা দাবি। তার ১০ নম্বর দফাটি ছিল উল্লেখযোগ্য। এই দফায় বলা হয়েছিল, আগস্ট অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত যেসব সেনা কর্মকর্তা ৩ নভেম্বর বিদেশে চলে গিয়েছিলেন, তাঁদের ফিরিয়ে আনতে হবে।

৩ নভেম্বর অভ্যুত্থানের সময় জিয়াউর রহমানকে অন্তরিণ করা হয়েছিল। তিনি সেনাবাহিনীতে জনপ্রিয় ছিলেন। তাঁকে ঘরে আটকে রেখে খালেদ মোশাররফের সেনাপ্রধান হওয়ার বিষয়টি সেনাসদস্যরা ভালোভাবে নেননি। ৬ নভেম্বর রাতে বিভিন্ন ইউনিটে তাঁরা বিদ্রোহ করেন। আবু তাহেরের লোকেরা ঢাকা সেনানিবাসে পৌঁছানোর আগেই জিয়ার অনুগত সেনারা তাঁকে মুক্ত করে ফেলেন।

জাসদ চেয়েছিল জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে একটি বিপ্লবী সরকার, যেখানে জাসদ ভূমিকা রাখবে। সেনানেতৃত্বের কাছে এটি গ্রহণযোগ্য ছিল না। বিপ্লব নিয়ে জিয়াউর রহমানের কোনো মাথাব্যথা ছিল না। উপরন্তু, তাঁরা জাসদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এটিকে দুর্বল করে দেওয়ার অভিযোগ আনলেন।

জিয়াউর রহমান নিজের অবস্থান সংহত করার পর জাসদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক অবস্থান নেন। একপর্যায়ে আবু তাহেরসহ জাসদ, বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা ও বিপ্লবী গণবাহিনীর শীর্ষ নেতারা গ্রেপ্তার হন। তাঁদের বিরুদ্ধে সামরিক আদালতে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা হয়। আদালত আবু তাহেরকে মৃত্যুদণ্ড ও অন্যদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেন। আবু তাহেরের ফাঁসি হয়।

৩ থেকে ৭ নভেম্বর সকাল পর্যন্ত একটা ত্রিমুখী লড়াইয়ে জিয়াউর রহমান ও আবু তাহের ছিলেন এক পক্ষ এবং খালেদ ছিলেন উভয়ের প্রতিপক্ষ। ৭ নভেম্বর সকালে খালেদ বিদ্রোহী সেনাসদস্যদের হাতে নিহত হন। তিনি দৃশ্যপট থেকে সরে যাওয়ার পর সেনানেতৃত্বের সঙ্গে জাসদের দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে চলে আসে। এ দ্বন্দ্বে জিয়াউর রহমানের জয় হয়। জাসদ হেরে যায়।

জিয়াউর রহমান অবশ্য একটি কাজ করেন; তিনি ১৫ আগস্ট অভ্যুত্থানকারীদের দেশে ফিরিয়ে এনে ঝামেলা সৃষ্টি করতে চাননি। তাঁদের বিভিন্ন দূতাবাসে চাকরি দিয়ে দেশের বাইরে রাখার বন্দোবস্ত করেন। তাঁদের মধ্যে দুজন খন্দকার আবদুর রশিদ ও সৈয়দ ফারুক রহমান চাকরি নেননি। তাঁরা ক্ষমতার রাজনীতিতে থেকে যাওয়ার পরিকল্পনা করেন। তাঁরা দেশে ফিরে এলেও জিয়াউর রহমান তাঁদের আবার বাইরে পাঠিয়ে দেন। ফারুক রহমান আবারও দেশে এসে বিদ্রোহের চেষ্টা করলে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

ধীরে ধীরে জিয়াউর রহমান হয়ে ওঠেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ক্ষমতার কেন্দ্রে থেকে তিনি বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি (বিএনপি) নামে একটি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেন। এতে যোগ দেন অনেক নামীদামি আমলা, পেশাজীবী, বুদ্ধিজীবী ও দলছুট রাজনৈতিক নেতা।

বাকশাল তথা আওয়ামী লীগ ব্যাকফুটে চলে যাওয়ার কারণে যে শূন্যতা তৈরি হয়, সেটি পূরণ করে বিএনপি। বিএনপি আওয়ামীবিরোধী মনস্তত্ত্ব উগরে দিতে দুটি কার্ড সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করে, আর সেগুলো হলো ইসলাম ও ভারত। বিরাট একটি সমর্থকগোষ্ঠী পেয়ে বিএনপি ভালো রকমেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

৭ নভেম্বর না হলে জিয়াউর রহমানের উত্থান হতো না। বিএনপির জন্ম হতো না। হয়তো অন্য কিছু হতো। ৭ নভেম্বরের অভ্যুত্থান এ দেশে বিএনপির রাজনীতির ভিত্তি তৈরি করে দেয়। বিএনপি এই দিনটিকে বিপ্লব ও সংহতি দিবস হিসেবে উদ্‌যাপন করে।

৭ নভেম্বরের ভিত্তি ছিল ১৫ আগস্ট। ১৫ আগস্ট না হলে ৩ ও ৭ নভেম্বর হতো না। বিএনপির রাজনৈতিক দর্শনের দুটি পিলার তৈরি করে দিয়েছে ১৫ আগস্ট ও ৭ নভেম্বর। এ দুটি ছিল 'বাকশালি রাজনীতি'র সঙ্গে ছেদ ঘটানোর দিন। ১৫ আগস্ট রাজনীতির জরায়ুতে যে ভ্রূণের জন্ম হয়েছিল, ৭ নভেম্বর সেটি আরও পরিপুষ্ট হয়। তার পরম্পরায় ভূমিষ্ঠ হয় বিএনপি।

● **মহিউদ্দিন আহমদ** লেখক ও গবেষক

চার কারখানাকে জরিমানা | মানিকগঞ্জের দৌলতপুরে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ‘সন্দেশ’ তৈরির অভিযোগে চারটি কারখানাকে জরিমানা। প্রতিনিধি, মানিকগঞ্জ

সংক্ষেপে

ওলামা মাশায়েখের বিবৃতি

মহাসম্মেলন সফল করায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

ঢাকায় ওলামা মাশায়েখ মহাসম্মেলন সফল করায় সংশ্লিষ্ট সবাইকে মোবারকবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন সম্মেলন বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক মাওলানা ওবায়দুল্লাহ ফারুক। একই সঙ্গে মহাসম্মেলনের কারণে দুর্ভোগের শিকার হওয়া রাজধানীবাসী, বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীসহ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের আশপাশের এলাকার বাসিন্দাদের কাছেও দুঃখ প্রকাশ করেছেন তিনি। গতকাল বুধবার এক বিবৃতিতে মাওলানা ওবায়দুল্লাহ ফারুক এ কথা জানান। ওলামা মাশায়েখ বাংলাদেশের মিডিয়া সেলের প্রধান ফজলুল করিম কাসেমী বিবৃতিটি গণমাধ্যমে পাঠান। বিবৃতিতে ওবায়দুল্লাহ ফারুক বলেন, ‘ওলামা মাশায়েখসহ তৌহিদী জনতার অংশগ্রহণে মহাসম্মেলন জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছিল, যা আমাদের কল্পনাকেও হার মানিয়েছে। সুশৃঙ্খলভাবে সম্মেলন সফল ও সার্থক করার জন্য আমরা সবাইকে আন্তরিক মোবারকবাদ ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।’ তিনি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি গণমাধ্যমের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানান।

বিজ্ঞপ্তি

সাবেক মন্ত্রী আমুসহ গ্রেপ্তার ৩ জন

আমির হোসেন আমুর বিরুদ্ধে হত্যাসহ ১৫টি মামলা রয়েছে। তিনি ১৪ দলের সমন্বয়ক ছিলেন।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

আমির হোসেন আমু

সাবেক মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য আমির হোসেনকে (আমু) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল বুধবার বেলা দেড়টার দিকে পশ্চিম ধানমন্ডির একটি বাসা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগের উপকমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, আমির হোসেনের বিরুদ্ধে হত্যাসহ ১৫টি মামলা রয়েছে। তিনি ১৪ দলের সমন্বয়ক ছিলেন।

রাজধানীতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় হামলার ঘটনায় যুব মহিলা লীগ ও নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাঁরা হলেন, রূপনগর থানা যুব মহিলা লীগের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের সাধারণ সম্পাদক জুলিয়া আক্তার ও কোতোয়ালি থানার ৩৬ নম্বর ওয়ার্ড ছাত্রলীগের সভাপতি তপু নন্দী।

ডিএমপির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়, গত মঙ্গলবার রাতে রূপনগর আবাসিক এলাকায় ডে অভিযান চালিয়ে জুলিয়াকে এবং মধ্যরাতে তাঁতীবাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে তপু নন্দীকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ডিএমপি জানিয়েছে, গত ২০ জুলাই বিকেলে প্রশিকা মোড়ে হাজার হাজার ছাত্র-জনতা মিছিল বের করেন। তাঁদের ওপর গুলিবর্ষণ করেন আওয়ামী লীগের সহযোগী বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীরা। এ সময় বুকে গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হন শামীম আহমেদ। তাঁকে শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় তাঁর চাচাতো ভাই সম্রাট হাওলাদার ১৫ সেপ্টেম্বর রূপনগর থানায় একটি হত্যা মামলা করেন। জুলিয়া ওই মামলার এজাহারভুক্ত আসামি।

ডিএমপির বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, ৫ আগস্টের আন্দোলনে সুজনসহ আরও অনেকে আহত হন। পরে এ ঘটনায় ৩ নভেম্বর কোতোয়ালি থানায় একটি মামলা করেন সুজন। তপু নন্দী ওই মামলার এজাহারভুক্ত আসামি।

এদিকে রাজধানীর উত্তরা থেকে অভিনেত্রী শমী কায়সার ও বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল গান বাংলার চেয়ারম্যান কৌশিক হোসেন তাপসকে তিন দিনের রিমান্ডে নিয়েছে পুলিশ। ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সময় একজন আহত হওয়ার ঘটনায় উত্তরা পূর্ব থানায় হত্যাচেষ্টার মামলা হয়েছিল। সেই মামলায় তাঁদের তিন দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার দিবাগত রাত একটার দিকে উত্তরার ৪ নম্বর সেক্টরের একটি বাসা থেকে শমী কায়সারকে গ্রেপ্তার করা হয়। সোমবার রাজধানী থেকে গ্রেপ্তার করা হয় কৌশিক হোসেন তাপসকে।

নতুন মামলায় গ্রেপ্তার

নতুন করে আরও দুটি মামলায় সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হককে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেসরকারি বিনিয়োগ ও শিল্পবিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান, সাবেক শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার ও সাবেক সংসদ সদস্য সৈয়দ সায়েদুল হককেও একটি মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।

দেশের চারুকলার ইতিহাসের অংশ শিল্পী রুমী ইসলাম

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

পঞ্চাশ-ষাটের দশকে চারুকলার ইতিহাসের একটি বড় অংশ শিল্পী জয়নুল আবেদিন, মোহাম্মদ কিবরিয়া, কাইয়ুম চৌধুরী, শফিউদ্দীন আহমেদের মতো শিল্পীরা। তাঁদের স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে আছে সে সময়ের শিক্ষার্থীদের কাছে। একই সঙ্গে আছে তখনকার শিক্ষাব্যবস্থা, নারী শিক্ষার্থীদের অবস্থান, চিত্রকলা নিয়ে বিভিন্ন নিরীক্ষার কথাও। এসব গল্প উঠে এলো পঞ্চাশের দশকে চিত্রকলার শিক্ষার্থী শিল্পী রুমী ইসলামের স্মৃতিকথায়। তাঁর স্মৃতি ও আলোচনার সূত্রে তখনকার গল্প শোনালেন শিল্পী হাশেম খান ও শিল্পী রফিকুননবীও।

চারুকলা অনুষদের ওসমান জামাল মিলনায়তনে গতকাল বুধবার বিকেলে আয়োজিত হয় বাংলাদেশের অগ্রণী নারী চিত্রকর শিল্পী রুমী ইসলামের আলাপচারিতা ‘আলাপে-স্বরূপে : শিল্পী রুমী ইসলাম’ শীর্ষক আয়োজন।

রুমী ইসলাম জানান, গত শতকের পঞ্চাশের দশকে তৎকালীন ঢাকা আর্ট কলেজ বর্তমানে চারুকলা অনুষদই প্রথম সত্যিকার কো-এডুকেশন শুরু করেছিল। আর সেটি করেছিল শিক্ষার্থীরাই। তাঁর স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে পঞ্চাশের দশকে পুরান ঢাকার আরমানিটোলায় আবু তাহের নামে একজন সহপাঠীর প্রিন্টিং প্রেসের কথা। শ্রোতাদের শোনালেন সহপাঠীদের নিয়ে শিল্পী নিতুন কুন্ডুর শ্মশানে গিয়ে ছবি আঁকার কথা।

গল্পের সূত্রে উঠে আসে শিল্পী রুমী ইসলামের প্রবাসজীবনে শিল্পচর্চা, আলোচনা ও বাংলাদেশের চিত্রকলা নিয়ে মতামতের কথা।

শিল্পী হাশেম খানের বক্তব্যে আসে পঞ্চাশের দশকে চিত্রকলা নিয়ে পড়া শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সম্পর্কের বন্ধনের স্মৃতিকথা।

আলাপচারিতায় (সামনে বাঁ থেকে) রফিকুননবী, রুমী ইসলাম ও হাশেম খান। গতকাল চারুকলা অনুষদে। ছবি : সাজিদ হোসেন

শিল্পী রফিকুন নবী বলেন, গত শতকের পঞ্চাশ, ষাটের দশকে চারুকলা বিভাগে পড়তে ছাত্রদেরই যুদ্ধ করতে হতো। তখন রুমী ইসলাম, তাহেরা চৌধুরীর মতো অগ্রজরা চিত্রকলা নিয়ে পড়েছেন।

অধ্যাপক আবদুস সাত্তার বলেন চারুকলা অনুষদে প্রাচ্যকলা বিভাগ শুরু হওয়ার স্মৃতি নিয়ে।

শিল্পী রুমী ইসলাম গত শতকের পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসে (বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ) ভর্তি হয়েছিলেন। পাঁচ বছরের কোর্স শেষে তিনি জার্মান একাডেমি অব ফাইন আর্টসের স্কলারশিপ নিয়ে পড়তে চলে যান মিউনিখে। ৮৬ বছরের শিল্পী রুমী ইসলাম বাংলাদেশে এসেছেন অল্প কিছুদিনের জন্য।

বিশ্ব ইজতেমা

সাদ কান্ধলভীর উপস্থিতি নিশ্চিতের দাবি অনুসারীদের

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

আসন্ন বিশ্ব ইজতেমায় মাওলানা সাদ কান্ধলভীর উপস্থিতি নিশ্চিতের দাবি জানিয়ে গতকাল বুধবার জাতীয় প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করেছেন তাঁর অনুসারীরা। মাওলানা সাদ কান্ধলভীকে তাবলিগ জামাতের ‘বিশ্ব আমির’ আখ্যা দিয়ে বলা হয়েছে, তাবলিগ জামাতের মধ্যে বিভক্তির কারণে ২০১৮ সাল থেকে বিশ্ব ইজতেমায় তিনি উপস্থিত থাকছেন না।

গত মঙ্গলবার ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ‘ওলামা-মাশায়েখ মহাসম্মেলনে’ কওমি মাদ্রাসার শীর্ষস্থানীয় আলেমরা ঘোষণা দিয়েছিলেন কোনো অবস্থাতেই মাওলানা সাদ কান্ধলভীকে বাংলাদেশে আসতে দেওয়া যাবে না। এ ছাড়া বিশ্ব ইজতেমার স্থান টঙ্গী ময়দান এবং তাবলিগ জামাতের মারকাজ (প্রধান কেন্দ্র) কাকরাইল মসজিদ হাক্কানি আলেমদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে।

এমন ঘোষণার প্রেক্ষাপটে সাদ কান্ধলভীর অনুসারীরা গতকাল সংবাদ সম্মেলন করেন। এতে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন মুফতি আজিম উদ্দিন। তাঁকে কাকরাইল মসজিদের খতিব বলে পরিচয় করিয়ে দেন সঞ্চালক রেজাউল করিম। সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন জাতীয় কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান জিয়া বিন কাসেম।

লিখিত বক্তব্যে বিশ্ব ইজতেমায় মাওলানা সাদ কান্ধলভীর উপস্থিতি নিশ্চিত করা, বিগত সাত বছরের বৈষম্য দূর করে বিশ্ব ইজতেমার প্রথম পর্ব নিজামুদ্দীন মারকাজের অনুসারী ‘মূলধারার তাবলিগের সাথিদের’ বুঝিয়ে দেওয়া; কাকরাইল মসজিদ ও বিশ্ব ইজতেমা ময়দানের বৈষম্য দূর করে ‘তাবলিগের মূলধারার সাথিদের’ হাতে বুঝিয়ে দেওয়াসহ পাঁচ দফা দাবি জানানো হয়।

আলোচনা সভা

‘আ.লীগ-বিএনপি দুই দলই হিন্দুদের কুক্ষিগত করে রাজনীতি করে’

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

আওয়ামী লীগ ও বিএনপি কেউ হিন্দু নির্যাতনের বিচার করেনি। দেশের বড় দুই দলই হিন্দুদের কুক্ষিগত করে রাজনীতি করতে চায়। হিন্দু নির্যাতনের ঘটনা নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে; কিন্তু কেউ এর সমাধান চায় না। এসব সমস্যার সমাধানে আগে সংবিধান থেকে বৈষম্য দূর করতে হবে।

গতকাল বুধবার বিকেলে রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে এক গোলটেবিল আলোচনায় বক্তারা এসব কথা বলেন। বাংলাদেশে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক হামলা ও সংখ্যালঘু নিপীড়নসহ অন্যান্য সমস্যা চিহ্নিত করে এর সম্ভাব্য সমাধান নির্ধারণের জন্য ‘সংখ্যালঘু অন্তর্ভুক্তি প্রশ্ন : সংকট ও সমাধান’ শীর্ষক এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ‘একতার বাংলাদেশ’ নামের একটি সংগঠন।

সভায় হিন্দু মহাজোটের সাধারণ সম্পাদক গোবিন্দ প্রামাণিক বলেন, হিন্দুদের পক্ষে কথা বলার কেউ নেই। আওয়ামী লীগ, বিএনপি দুই দলই হিন্দুদের কুক্ষিগত করে রাজনীতি করে। হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর যত হামলা হয়েছে, তার সবই রাজনৈতিক উল্লেখ করে তিনি বলেন, রাজনৈতিকভাবে হিন্দুদের ব্যবহার করার জন্য যে যে কৌশল নেওয়া দরকার, তা-ই নিয়েছে আওয়ামী লীগ। বিএনপিও একই কাজ করেছে।

বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক সন্তোষ শর্মা বলেন, গত ৫৩ বছরের ইতিহাস সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য বঞ্চনা, বৈষম্য ও বিচারহীনতার ইতিহাস।

প্রথম আলোর ২৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক পর্বে মূকাভিনয় পরিবেশিত হয়। গতকাল সন্ধ্যায় নারায়ণগঞ্জ জেলা শিল্পকলা একাডেমির আর্ট গ্যালারি কক্ষে। ছবি : দিনার মাহমুদ

‘দেশকে জাগিয়ে তুলতে প্রথম আলো লড়াই করে যাচ্ছে’

নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে নারায়ণগঞ্জসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে *প্রথম আলোর* ২৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়।

বিশাল বাংলা ডেস্ক

বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও সুশাসনের জন্য *প্রথম আলোর* যে সংগ্রাম, লড়াই, সেটা শুধু সাংবাদিকতা নয়, সাংবাদিকতার বাইরেও বাংলাদেশ প্রশ্নে আপসহীন ছিল *প্রথম আলো*। বাংলাদেশকে জাগিয়ে তোলার জন্য *প্রথম আলো* ২৬ বছর ধরে লড়াই করে যাচ্ছে।

প্রথম আলোর ২৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভায় কথাগুলো বলেন নারায়ণগঞ্জ কলেজের অধ্যক্ষ রুমন রেজা। নারায়ণগঞ্জ জেলা শিল্পকলা একাডেমির আর্ট গ্যালারিতে গতকাল বুধবার বিকেলে ওই সভার আয়োজন করে প্রথম আলো নারায়ণগঞ্জ বন্ধুসভা। জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। সভা শেষে বন্ধুসভার সদস্যরা মূকাভিনয় ও দলীয় সংগীত পরিবেশন করেন।

এ ছাড়া নওগাঁ, জামালপুর, নোয়াখালী, ঝালকাঠি, রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ ও ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে গতকাল *প্রথম আলোর* প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়েছে। এসব আয়োজনে সহযোগিতা করেন প্রথম আলো বন্ধুসভার সদস্যরা।

প্রথম আলো নারায়ণগঞ্জ বন্ধুসভার সভাপতি আফরিন সুলতানা জেমীর সভাপতিত্বে সহসাংগঠনিক সম্পাদক মৌন লাকীর সঞ্চালনায় বক্তব্য দেন সন্ত্রাস নির্মূল ত্বকী মঞ্চের আহ্বায়ক সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রফিউর রাব্বি, নারায়ণগঞ্জ প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি হালিম আজাদ, খেলার ঘর আসর জেলা কমিটির উপদেষ্টা রথীন চক্রবর্তী, নারায়ণগঞ্জ নাগরিক কমিটির সভাপতি এ বি সিদ্দিক, ন্যাপ জেলার সম্পাদক আওলাদ হোসেন, নারায়ণগঞ্জ সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি জিয়াউল ইসলাম, সাবেক সভাপতি ভবানী শংকর রায়, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক ফারহানা মানিক। স্বাগত বক্তব্য দেন *প্রথম আলোর* নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি মজিবুল হক।

রফিউর রাব্বি বলেন, শাসকগোষ্ঠী যখন যারাই ক্ষমতায় ছিল, তাদের অপকর্ম সাহসিকতার সঙ্গে জনগণের সামনে তুলে ধরেছে *প্রথম আলো*। তারা ভয়ভীতি উপেক্ষা করে মেরুদণ্ড সোজা রেখে দাঁড়ানোর কারণেই *প্রথম আলো* গণমানুষের পত্রিকা।

উপস্থিত ছিলেন গণসংহতি আন্দোলনের জেলার সমন্বয়ক তরিকুল সুজন, সম্পাদক ধীমান সাহা, *প্রথম আলোর* সংবাদদাতা গোলাম রব্বানী, আলোকচিত্রী দিনার মাহমুদ প্রমুখ।

নওগাঁ বন্ধুসভার কার্যনির্বাহী সদস্য সিদ্দিকুর রহমানের সভাপতিত্বে বক্তব্য দেন উপাচার্য মোহাম্মদ হাছানাত আলী, একুশে পরিষদ নওগাঁর সভাপতি ডি এম আবদুল বারী, নওগাঁ শিল্পকলা একাডেমির সাবেক সম্পাদক কায়েস উদ্দিন প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য দেন নওগাঁ প্রতিনিধি ওমর ফারুক।

জামালপুরের চালাপাড়ায় সুইড জামালপুর বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক বিদ্যালয়ের সম্মেলনকক্ষে আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও কেক কাটার আয়োজন করে বন্ধুসভা। বক্তব্য দেন জেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর সেলিম, সুইড জামালপুর বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক বিদ্যালয়ের নির্বাহী সচিব অজয় কুমার পাল, জামালপুর প্রতিনিধি আবদুল আজিজ প্রমুখ।

নোয়াখালী প্রেসক্লাব মিলনায়তনে অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন জেলা নারী অধিকার জোটের সভাপতি লায়লা পারভীন, নোয়াখালী নাগরিক অধিকার আন্দোলনের আহ্বায়ক কাউছার নিয়াজী ও বীর মুক্তিযোদ্ধা তারেশ্বর দেবনাথ। স্বাগত বক্তব্য দেন নোয়াখালীর নিজস্ব প্রতিবেদক মাহবুবুর রহমান।

গোয়ালন্দ বাজারের এক ভবনের হলরুমে অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন অধ্যক্ষ আবদুল কাদের শেখ, অধ্যক্ষ খন্দকার আবদুল মুহিত প্রমুখ। গোয়ালন্দ বন্ধুসভার সাবেক সম্পাদক মাহাফুজুর রহমানের সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য দেন গোয়ালন্দ প্রতিনিধি এম রাশেদুল হক।

ঝালকাঠি বন্ধুসভার সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান মুহিতের সভাপতিত্বে সন্ধ্যায় বক্তব্য দেন শিক্ষাবিদ শামসুল হক, সাংবাদিক কাজী খলিলুর রহমান ও আক্কাস শিকদার। স্বাগত বক্তব্য দেন ঝালকাঠি প্রতিনিধি আ স ম মাহমুদুর রহমান।

ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি প্রথম আলো বন্ধুসভা দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজী নজরুল ইসলাম এডুপ্লেক্সে সেমিনারের আয়োজন করে। অংশ নেন ড্যাফোডিল প্রথম আলো বন্ধুসভার আহ্বায়ক আনোয়ার হাবিব, উপদেষ্টা মিলান খান, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিরেক্টর অব স্টুডেন্ট অ্যাফেয়ার্সের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর অমিত চক্রবর্তী, সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার কাওসার হামিদ, চন্দন হাইদার ও তাহমিদ চৌধুরী। বন্ধুসভার কার্যনির্বাহী সদস্য মুশফিক জামাল ও শেখ আল মুসাভভির সাকিরের সঞ্চালনায় উপস্থিত ছিলেন ড্যাফোডিল প্রথম আলো বন্ধুসভার সভাপতি সাব্বির আহমেদ, সহসভাপতি আদিবা জামান চৌধুরী, তমাল মালাকার প্রমুখ।

[প্রতিবেদন তৈরিতে তথ্য দিয়েছেন **নিজস্ব প্রতিবেদক**, *নোয়াখালী*; **প্রতিনিধি**, *নারায়ণগঞ্জ, নওগাঁ, জামালপুর, ঝালকাঠি ও গোয়ালন্দ, রাজবাড়ী*]

জাপানের পার্লামেন্টে ক্ষমতাসীন এলডিপির সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারানোর প্রভাব বিশ্বে পড়বে

জাপানের নির্বাচন নিয়ে ভারতের *দ্য হিন্দুর* সম্পাদকীয় মন্তব্য

সম্পাদকীয়

বিচারবহির্ভূত হত্যা

প্রতিটি ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার হোক

আইন ও সালিশ কেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী, আওয়ামী লীগ সরকারের ১৫ বছরে ১ হাজার ৯২৬ মানুষ বিচারবহির্ভূত হত্যার শিকার হয়েছেন। এটি কেবল সংখ্যা নয়, প্রতিটি ঘটনার পেছনে রয়েছে একটি মানুষের জীবন কেড়ে নেওয়া, পরিবারের বেদনা ও কষ্টের কাহিনি।

প্রথম আলোর পাওয়া তথ্যে দেখা যায়, দেশের এমন কোনো জেলা নেই, যেখানে বিচারবহির্ভূত হত্যার ঘটনা ঘটেনি। এর মধ্যে অনেক রাজনৈতিক নেতা-কর্মী রয়েছেন। যদিও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে তাঁদের কেউ ছিলেন মাদক ব্যবসায়ী, দুষ্কৃতকারী কিংবা সন্ত্রাসী।

কেউ অপরাধ করলেও এভাবে কাউকে বিচারের আগে হত্যা করা যায় না। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পক্ষ থেকে এসব বিচারবহির্ভূত হত্যার ঘটনায় বন্দুকযুদ্ধের যেসব গল্প সাজানো হয়েছে, সেগুলো অবিশ্বাস্য। প্রায় প্রতিটি ঘটনার ক্ষেত্রে একই বিবৃতির পুনরাবৃত্তি—আসামি গ্রেপ্তার হওয়ার পর অবৈধ অস্ত্র থাকার কথা স্বীকার করেছেন এবং অস্ত্র উদ্ধার করতে গিয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে আক্রান্ত হয়ে পাল্টা গুলি ছুড়লে তিনি নিহত হন।

উদ্বেগের বিষয় হলো বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ভুক্তভোগী পরিবারগুলো মামলা করার সাহস পেত না। কেউ কেউ আদালতে মামলা করার চেষ্টা করতে গিয়ে হয়রানি ও হুমকির শিকার হয়েছেন। বাংলাদেশে সব সরকারের আমলেই কমবেশি বিচারবহির্ভূত হত্যা ঘটেছে। ২০০৪ সালের মার্চে বিএনপি সরকার র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) গঠন করে। সে সময় ঢাকায় কয়েকজন শীর্ষ সন্ত্রাসী ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে কথিত চরমপন্থী সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে একের পর এক 'ক্রসফায়ারের' নামে হত্যার ঘটনা ঘটে। এর আগে অপারেশন ক্লিন হার্টের সময়েও ক্রসফায়ারে অনেকে নিহত হন; যার জন্য ওই সরকারকে জাতীয় সংসদে দায়মুক্তির আইন করতে হয়।

বিএনপি ক্ষমতায় থাকতে যে আওয়ামী লীগ বিচারবহির্ভূত হত্যা ও দায়মুক্তির তীব্র বিরোধিতা করেছিল, তারাই ক্ষমতায় এসে নির্বিচার সেই পদ্ধতি ব্যবহার করে। তাদের আমলে বিচারবহির্ভূত খুনের মাত্রা এত বেড়ে যায় যে মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রশ্নে সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদসহ র‍্যাবের সাত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করে যুক্তরাষ্ট্র। অন্যদিকে কক্সবাজারে পুলিশের হাতে এক অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা খুন হলে দেশের ভেতরে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এ দুটি ঘটনার পর বিচারবহির্ভূত হত্যার সংখ্যা কমে এলেও ব্যতিক্রম ছাড়া কোনো ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত বা বিচার হয়নি।

বিচারবহির্ভূত খুন সব সময় রাজনৈতিক কারণে হয়েছে, তা নয়। ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত স্বার্থ উদ্ধারেও কথিত বন্দুকযুদ্ধ চালানো হতো। নারায়ণগঞ্জে সাত খুনের ঘটনায় র‍্যাবের সদস্যরা জড়িত হয়েছিলেন অবৈধ আর্থিক সুবিধা পাওয়ার আশায়। অন্তর্বর্তী সরকারের আমলেও যৌথ বাহিনীর অভিযানকালে কয়েকটি মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। এটাও বিচারবহির্ভূত হত্যা।

যে দেশে আইনের শাসন থাকে, সে দেশে বিচারবহির্ভূত হত্যা চলতে পারে না। পুলিশ সংস্কার কমিশনের প্রধান সফর রাজ হোসেন বলেছেন, 'আমরা বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে সংস্কারের এমন কিছু প্রস্তাব দিতে চাই, যাতে আগামী দিনে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে।'

তাঁর সদিচ্ছাকে আমরা স্বাগত জানাই। কিন্তু সদিচ্ছা ও এর বাস্তবায়নের মধ্যে যে বিরাট ফারাক আছে, সেটাও সরকারকে মনে রাখতে হবে। কোনো নামেই বিচারবহির্ভূত হত্যাকে প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না। সেই সঙ্গে এযাবৎ সংঘটিত প্রতিটি বিচারবহির্ভূত খুনের সুষ্ঠু তদন্ত হতে হবে, দায়ী ব্যক্তিদের বিচারের আওতায় আনতে হবে। যুক্তরাষ্ট্র যেসব কর্মকর্তার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল, তাঁদের কেউ কেউ বিদেশে পালিয়ে গেছেন। সরকারের উচিত তাঁদেরও দেশে ফিরিয়ে এনে বিচারের মুখোমুখি করা।

টিলার জায়গায় স্থাপনা

দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন

বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ক্ষমতাসীনদের হাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দেশের পরিবেশ-প্রকৃতি তথা বন-পাহাড়-নদী। তার একটি নমুনা হতে পারে সিলেট সদরে একটি টিলাভূমির শ্রেণির পরিবর্তন করে অবৈধভাবে স্থাপনা নির্মাণের ঘটনা। সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন নিজের নামে করা একটি ফাউন্ডেশনের ভবনের কাজ শুরু করেন। যেটির জন্য সরকারি বরাদ্দও পেয়ে যান তিনি। যদিও সেই ভবনের কাজ এখনো অসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে।

বন, পাহাড়, নদ-নদী, খাল, জলাশয়ের জায়গা দখলের প্রাথমিক কাজই হচ্ছে সেটির শ্রেণি পরিবর্তন করে ফেলা। আইনের তোয়াক্কা না করে সেই কাজই করা হয়েছে সিলেট সদর উপজেলার বড়শালা মৌজায়। মোমেন দম্পতির ঘনিষ্ঠ ও আস্থাভাজন হিসেবে পরিচিত সিলেট জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের এক নেত্রী এই জমি দান করেন। মোমেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী থাকাকালে ওই নেত্রী প্রভাব খাটিয়ে তৎকালীন জোনাল সেটেলমেন্ট কর্মকর্তাকে দিয়ে ওই জায়গার শ্রেণি পরিবর্তন করে নেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

২০২১ সালের আগস্ট মাসে এ ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক দেখা দিলে দুই বছর পর আবারও আইনের ব্যত্যয় ঘটিয়ে জমির শ্রেণি আগের অবস্থায় ফেরানো হয়। তবে এর মধ্যেই ওই জায়গার স্থানে স্থানে টিলা কাটা হয়ে যায়। খতিয়ান পরিবর্তনের এক রায়ে পাল্টে যায় আশপাশের জমির শ্রেণিও। ৬০ বছর কাগজপত্রে থাকা ৭৮৬ শতক 'টিলা' শ্রেণির জায়গা মাত্র ২৭ দিনেই হয়ে যায় 'ভিটা' ও 'বাড়ি'। দান করা ওই জায়গায় মোমেন ফাউন্ডেশনের ভবন নির্মাণ করতে তিন দফায় বিগত সরকার ২ কোটি ৬০ লাখ টাকাও বরাদ্দ দেয়। সেখানে ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হলেও একতলা পর্যন্ত কাজ অসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে এখন। ভবন নির্মাণের আগে ওই স্থানে যাওয়ার জন্য কোনো রাস্তা ছিল না। এটি বিবেচনায় নিয়ে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয় ওই স্থানে যাতায়াতের জন্য একটি প্রকল্পের মাধ্যমে পাকা রাস্তা নির্মাণ করে দেয়।

এখনো ওই এলাকার অধিকাংশই গাছগাছালিতে ভরা। আবাদি জমির অস্তিত্বও খুবই কম। কিন্তু সরকারি খরচে বেসরকারি সংগঠনের জন্য ভবন নির্মাণের কাজ শুরু করে ও রাস্তা নির্মাণ করে সেখানকার টিলাময় পরিবেশকে অস্তিত্বের মুখে ঠেলে দেওয়া হলো। একজন আইনপ্রণেতা ও মন্ত্রী হিসেবে আব্দুল মোমেনের ক্ষমতাচর্চার কারণে এমনটি ঘটেছে, তা বলাটা কোনোভাবেই অমূলক নয়।

টিলা এলাকায় কোনোভাবেই স্থাপনা নির্মাণের সুযোগ নেই। নির্মাণাধীন ভবন উচ্ছেদ করে টিলাকে আগের অবস্থানে ফিরিয়ে নিতে হবে। এর জন্য দেওয়া সরকারি বরাদ্দও বাতিল করতে হবে। জমি দান করা, শ্রেণি পরিবর্তন, ভবন নির্মাণ, রাস্তা নির্মাণ—এসব কাজে যাঁরাই জড়িত আছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে তদন্ত করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

চিঠিপত্র

দুধ উৎপাদন

দুধে নানাবিধ প্রাকৃতিক উপাদানের সঙ্গে ল্যাকটোজ নামের একটি উপাদান আছে। বিশ্বের জনগণের একটি বিরাট অংশ ল্যাকটোজসমৃদ্ধ দুধ বা দুগ্ধজাত খাদ্য একেবারেই খেতে পারেন না। খেলে ডায়রিয়াসহ পেটে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়। চিকিৎসাবিজ্ঞানে তাঁদের ল্যাকটোজ অসহনীয় ব্যক্তি বলা হয়ে থাকে।

আমাদের দেশেও অনেক মানুষ এ সমস্যায় ভুগছেন। এ ধরনের মানুষের কথা বিবেচনা করে ভারতসহ বহু দেশের দুগ্ধ খামারগুলো ল্যাকটোজবর্জিত দুধ উৎপাদন করছে। এসব দুধ বাজারজাত করে তারা অর্থনীতিতে বিপুল অবদান রাখছে। পাশাপাশি ল্যাকটোজ অসহনীয় ব্যক্তিরা হচ্ছেন উপকৃত।

আমাদের দেশে এ ধরনের দুধ উৎপাদিত হয় না। তবে ল্যাকটোজবিহীন আমদানি করা দুধ চড়া দামে বাজারে বিক্রি হয়। তাই মিল্কভিটা, আড়ং, প্রাণসহ দেশের সব দুগ্ধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ও দুগ্ধখামারিদের প্রতি আবেদন, তারা যেন ল্যাকটোজবর্জিত দুধ উৎপাদন করে দেশ, জাতি ও নিজেদের আর্থিক উপকারে এগিয়ে আসে এবং এতে করে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রাও সাশ্রয় হবে। এ বিষয়ে উদ্যোগ নিতে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

কাজী সারওয়ার রশীদ
উত্তরা, সেক্টর-৯, ঢাকা

পাঠকের প্রতি

আপনার চারপাশের সমস্যা-অসংগতি কিংবা অন্যান্য বিষয় নিয়ে অনধিক ২০০ শব্দে চিঠিপত্র বিভাগে লিখতে পারেন। লেখা পাঠানোর ঠিকানা : সম্পাদকীয় বিভাগ, প্রথম আলো, প্রগতি ইনস্যুরেন্স ভবন, ২০-২১, কারওয়ান বাজার, ঢাকা।
editorial@prothomalo.com

অর্থনীতি

ঋণ-ব্যর্থতা থেকে আমরা কী শিক্ষা পেলাম

মামুন রশীদ

কোনো ঋণ কেন মন্দ ঋণে পরিণত হয়? কীভাবে আমরা ঋণক্ষতি এড়াতে পারব? ঋণ সাধারণত মন্দ হয় যেসব কারণে, তা হলো ১. ঋণ প্রয়োজনীয়তার দুর্বল মূল্যায়ন, ২. ঋণসংশ্লিষ্ট ভুল পরিকল্পনা, ৩. প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা বা জামানতের ঘাটতি, ৪. ব্যবসায় অভ্যন্তরীণ নগদ অর্থের দুর্বল জোগান পুরোনো বকেয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটায়, ৫. ব্যবসার ভিত্তি কিংবা ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা অথবা এমনকি ধারাবাহিকতার দিকে না তাকিয়ে শুধু ঋণগ্রহীতার নামের ওপর ভর করে ঋণ প্রদান, ৬. প্রতিযোগিতা অথবা উদীয়মান প্রতিযোগিতা সম্পর্কে ব্যাংক কর্মকর্তার অজ্ঞতা এবং ৭. অর্থনৈতিক মন্দা অথবা মূলধারা বাদ দিয়ে অন্যান্য কম গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায় বিনিয়োগ।

এ কারণগুলোর সঙ্গে আরও যোগ করতে হবে দুর্বল ঋণ মূল্যায়ন, বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের ঝুঁকি বুঝতে না পারার ব্যর্থতা, ঋণ কর্মকর্তাদের দুর্নীতি বা ব্যর্থতা, ন্যূনতম প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করতে না পারলেও ঋণ দেওয়া অথবা যথাযথ নজরদারির অভাব।

ইন্দোনেশিয়ায় ঋণ কর্মকর্তার বৈদেশিক মুদ্রা রূপান্তর বা মুদ্রা বিনিময় হার ওঠা-নামার ঝুঁকি বুঝতে না পারার ব্যর্থতায় অনেক ঋণকে মন্দ হতে দেখা গেছে। মেয়াদি প্রকল্পের অর্থায়নের কাজে স্বল্পমেয়াদি চলতি ঋণের ব্যবহার মালয়েশিয়ায় অনেক ঋণ মন্দ হতে দেখা গেছে। এই পরিস্থিতি অনেকটাই বাংলাদেশের মতো। তাইওয়ানে অনেক মিডল মার্কেট ঋণ মন্দ হয়ে গিয়েছিল। এর কারণ ছিল ট্রেড সাইকেলের তুলনায় ঋণ পরিশোধে সময় কম দেওয়া। ভারতে তীব্র প্রতিযোগিতার কারণে জামানতের ঘাটতি নিয়েও ব্যাংকগুলো ঋণ দিয়েছে।

পূর্ব আফ্রিকার বেশির ভাগ ঋণ মন্দ হওয়ার পেছনে অন্যতম কারণ ব্যাংক কর্মকর্তাদের ব্যবসায়ের ঝুঁকি নিরূপণের দক্ষতার অভাব। এ জন্য ঋণগ্রহীতারা মিথ্যা তথ্য দিয়ে মোটা অঙ্কের অর্থ তুলে নিয়ে যান।

এমনকি সম্প্রতি আমরা বাংলাদেশে দেখেছি কীভাবে শিল্পঋণ শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ করা হচ্ছে। ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে 'নেম ল্যান্ডিং' বা 'ইনফ্লুয়েন্সড লেন্ডিং' বলে কথা চালু আছে। এখানে একজন ঋণগ্রহীতা তার ঋণসংশ্লিষ্ট সুনামকে বাজারে সুনাম নেই, এমন কাউকে ঋণ পেতে সহযোগিতা করে। পাকিস্তানে এই প্রক্রিয়া অনেক ব্যাংককে দেউলিয়া হওয়ার পথে ঠেলে দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে লাতিন আমেরিকার ঘটনাগুলো আবার বৈদেশিক মুদ্রার ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা-সংশ্লিষ্ট। আর ইউরোপ, এমনকি উত্তর আমেরিকার ঘটনাগুলো জড়িত অন্তর্নিহিত সম্পত্তি মূল্যের চরম পতন, যা সেখান থেকে বের হয়ে আসাকে প্রায় অসম্ভব করে দেয়।

গ্রাহক যে-ই হোন অথবা যে ব্যবসাই করুক না কেন, ঋণ কর্মকর্তাকে ব্যবসার জন্য গ্রাহকের কী পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন এবং কী আদলে তা দেওয়া হবে, তা নিয়ে গভীরভাবে পর্যালোচনা করতে হবে। যদি আপনার কানে কিছু পানি প্রবেশ করে, তবে ওই পানিকে বের করার জন্য আপনাকে আরও কিছু পানি প্রবেশ করাতে হবে। তাই ঋণ দেওয়ার আগে ঋণ কর্মকর্তাকে ব্যবসা মডেলের দিকে তাকাতে হবে। দেখতে হবে অনুমিত টার্নওভার কত, অ্যান্ড টু এন্ড ট্রানজেকশনের মেয়াদ বা ধরন। এরপর সব হিসাব মিলিয়ে একটি অঙ্ক দাঁড় করাতে হবে এবং অবশ্যই জানতে হবে, এই অঙ্কের কতটা ব্যাংক অর্থায়ন করবে এবং কতটা মালিক বা ঋণগ্রহীতা। এ-ও দেখা গেছে যে গ্রাহকের ১৫০ দিনের জন্য ঋণ দরকার অথচ ব্যাংক সময় দিচ্ছে মাত্র ১২০ দিনের। এমন কারণেও কিন্তু ঋণ মন্দ হয়ে পড়ে। ট্রেড সাইকেলের পাশাপাশি আরও কিছুদিন সময় দিয়ে ঋণ পরিশোধের সময় বা কাঠামো ঠিক করা উচিত।

আমরা প্রায়ই দেখি, মার্কেটিং বা রিলেশনশিপ ম্যানেজাররা কিছু অনুমোদিত জামানত শর্তের ওপর ভিত্তি করে ঋণ নিয়ে প্রচারণা চালান এবং অনেক সময় কিছু প্রক্রিয়া বাকি রেখেই ঋণ ছাড় করে দেন। যদি 'অনুমোদন শর্ত' তদারক-ব্যবস্থা না থাকে, তবে হয়তো নিরাপত্তা বা জামানত সম্পাদন বছরের পর বছর ঝুলে থাকে এবং শেষমেশ মন্দে পরিণত হয়। ঋণ কর্মকর্তাকে অবশ্যই সব সময় চেষ্টা করতে হবে সবচেয়ে ভালো জামানত জমা নিতে। অন্যদিকে জামানতের নিয়মিত মূল্য নির্ধারণ ঋণ সংস্কৃতির অংশ হওয়া উচিত।

বর্জ্য নিষ্কাশনব্যবস্থা থাকতে হবে, নদী দূষণ করা যাবে না—কর্তৃপক্ষের এ ধরনের বাধ্যবাধকতা না মানার কারণেও ঋণ মন্দে পরিণত হতে দেখা যায়। এসব নিয়ম না মানলে সামাজিক গোষ্ঠীগুলো এসব কারখানা বন্ধ করতে কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করে বা করতে পারে। ভুল ভূমি অধিগ্রহণ, যেমন স্কুল বা প্রার্থনার জায়গা নিয়ে কারখানা স্থাপন করতে গেলে বাধা আসতে পারে। এর ফলে কোম্পানিকে কারখানা অন্য কোথাও সরিয়ে নিতে হতে পারে, যার ফলে অবধারিতভাবে প্রকল্প ব্যয় বেড়ে যায়। এ ছাড়া মূল ব্যক্তির মৃত্যু হলে এবং তার কোনো যোগ্য উত্তরসূরি না থাকলে অনেক ঋণই ঝুঁকিতে পড়ে।

আরেকটি বিষয় হলো উদ্যোক্তা যেসব খাতে শক্তিশালী, তার বাইরের ব্যবসা করলে তা ঋণ পরিশোধের ঝুঁকি বাড়ায়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো প্রতিটি ব্যবসায়িক বিনিয়োগ নিজ নিজ ক্ষেত্রে জয়ী প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির সঙ্গে থাকতে হবে, পরাজিতদের সঙ্গে নয়। কেউ যদি কিছুটা ছাড় দিয়ে গ্রাহকের পছন্দনীয় খাতে ঋণ দিতে চায়, তবে মূল্যে বা সুদের হারে এই অন্তর্নিহিত ঝুঁকিটিকে প্রতিফলিত করতে হবে অথবা সরকারকে অবশ্যই ভর্তুকি দিতে হবে ওই সব খাতে অর্থের প্রবাহকে উৎসাহিত করতে।

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত মন্দ ঋণে জর্জরিত। বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হলেও খেলাপি ঋণ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পিছু ছাড়ছে না। সেপ্টেম্বর ২০১৬ সাল পর্যন্ত দেশের ব্যাংকিং খাতে মোট মন্দ ঋণের পরিমাণ ৬৫ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে সরকারি ও বিশেষায়িত ব্যাংকের পাওনা ৩৬ হাজার ৬০০ কোটি টাকা, যা অন্য সব ব্যাংকের মন্দ ঋণ অনুপাতের চেয়ে ২৫ শতাংশ বেশি।

বাংলাদেশের ব্যাংকে ঋণ সাধারণত যেসব কারণে মন্দ ঋণে পরিণত হয়, তা হলো—১. ঋণ দেওয়ার আগে করা দুর্বল মূল্যায়ন অথবা পদ্ধতিগত দুর্বলতা; ২. যে খাতে ঋণ দেওয়া হচ্ছে, সেখানকার অন্তর্নিহিত ঝুঁকি সম্পর্কে বুঝতে না পারায় ঋণ কর্মকর্তার ব্যর্থতা; ৩. ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল লোনকে অনেকটা খামখেয়ালিভাবে টার্ম লোনে পরিণত করা; ৪. চাপের কারণে দেওয়া 'নেম লেন্ডিং' অথবা 'পুশ লেন্ডিং'; ৫. রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংক, এমনকি কিছু বৃহৎ বেসরকারি ব্যাংকের 'ডিকটেটেড' বা 'ম্যানেজড লোন' এবং ৬. সময়মতো নজরদারির অভাব এবং এ জন্য পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য সময়মতো কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া যায় না।

আমাদের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ১৯৮৫-২০০৯ সময়কালের বেশ কিছু পদস্থ কর্মকর্তা এবং আর্থিক খাতে সংস্কার প্রকল্প পরিচালনার জন্য বিশ্বব্যাংক—উভয়ই ধন্যবাদ প্রাপ্য। উভয়ই আমাদের সাহায্য করেছে আর্থিক খাতে ঋণ নজরদারি বৃদ্ধি, প্রয়োজনীয় মূল্যায়ন জোরদার, ঝুঁকির ভিত্তিতে সুদহারের পার্থক্য করতে। তাঁরা যে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নির্দেশনা দিয়েছেন, তা ব্যাংকিং খাতে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সংস্কৃতিকে আরও উন্নত করেছে। এই কাজে পরবর্তী সময়ে পরোক্ষভাবে যুক্ত হন বিদেশি ব্যাংকের স্থানীয় কিছু কর্মকর্তাও। তবে প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল এই আর্থিক খাতে প্রতিটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে আরও শক্তিশালী ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার তাকে আরও উন্নত করতে পারে। এমনকি দেশে-বিদেশে কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পরামর্শকেরাও।

• **মামুন রশীদ**, ব্যাংকার ও অর্থনীতি বিশ্লেষক

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

ইংরেজি বিভাগে এত ছাত্র-ছাত্রী ফেল করল কেন

বিশ্বজিৎ চৌধুরী

প্রচলিত নিয়ম ভেঙে উত্তরপত্র পুনর্মূল্যায়নের একটি উদ্যোগ বিতর্ক সৃষ্টি করেছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। সম্প্রতি সিন্ডিকেটের জরুরি সভায় ইংরেজি বিভাগের স্নাতকোত্তর পরীক্ষার উত্তরপত্র পুনর্মূল্যায়নের যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, সেটিকে কিছু অকৃতকার্য শিক্ষার্থীর চাপের মুখে প্রশাসনের নীতি স্বীকার বলে বিবেচনা করছেন কেউ কেউ। এই সিদ্ধান্ত ভবিষ্যতের জন্য একটি বাজে নজির বলেও মনে করেন তাঁরা।

ইংরেজি বিভাগের স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় (২০২১-২০২২) অংশ নিয়েছিলেন ১১৭ জন। তার মধ্যে ফেল করেছেন ৩৯ জন। শিক্ষার্থীরা বলছেন, বিভাগের কিছু শিক্ষক উত্তরপত্রের অবমূল্যায়ন করেছেন বলে এত বেশি সংখ্যক পরীক্ষার্থী ফেল করেছেন। শিক্ষার্থীদের এই দাবির যৌক্তিকতা খুঁজতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য চার সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। সরল দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নির্বাচিত নমুনা যাচাই করে তদন্ত কমিটি নিশ্চিত হয়েছে যে স্নাতকোত্তর ২০২১ বর্ষের ফলাফল শতভাগ নির্ভুল। ফলাফল পুনর্মূল্যায়নের কোনো যৌক্তিকতা নেই, উপরন্তু তা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক বলেও মন্তব্য করা হয় তদন্ত প্রতিবেদনে। কিন্তু তদন্ত কমিটির এসব মতামত আমলে নেয়নি সিন্ডিকেট। এক জরুরি সভায় পরীক্ষাটির ফলাফল বাতিল করে পুনর্মূল্যায়নের সিদ্ধান্ত অনুমোদন করা হয়। গঠন করা হয় নতুন একটি কমিটিও।

এই সিদ্ধান্ত নিয়ে ক্ষুব্ধ ওই শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান। তদন্ত কমিটি যেখানে তাঁদের সততা বা দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেনি, সে ক্ষেত্রে উত্তরপত্র পুনর্মূল্যায়নের জন্য আরেকটি কমিটি গঠন তাঁদের জন্য অবমাননাকর বলে মনে করেন এই শিক্ষক। তিনি উপাচার্যের কাছে লেখা এক চিঠিতে তাঁর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন এবং নবগঠিত কমিটি বাতিল চেয়েছেন। সিন্ডিকেট সভার সিদ্ধান্তে যে যথেষ্ট যুক্তির জোর ছিল না, তার বড় প্রমাণ, এ প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার বলেছেন, 'এটাকে বিশেষ কেস (ঘটনা) হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। ভবিষ্যতে এটিকে উদাহরণ হিসেবে দেখানো যাবে না।' যে সিদ্ধান্ত ভবিষ্যতের উদাহরণ হিসেবে গৃহীত হয় না, সেটি কি দুর্বল সিদ্ধান্ত নয়?

এবার অকৃতকার্য শিক্ষার্থীদের বিষয়ে বলা যাক। স্বাভাবিকভাবে ধরে নেওয়া হয়, কলা অনুষদের ভর্তি পরীক্ষায় মেধাতালিকায় থাকা অগ্রগামীদের অন্যতম পছন্দের বিষয় থাকে ইংরেজি। কিন্তু আমরা তো জানি, উচ্চমাধ্যমিকে যেটুকু ইংরেজি পাঠ নেন একজন শিক্ষার্থী, সেই সম্বল ইংরেজি সাহিত্য পাঠের জন্য যথেষ্ট নয়। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে প্রথম বর্ষেই এসব ছাত্রছাত্রীর ফলাফল আশানুরূপ হয় না। পরবর্তী বছরগুলোতেও এই ঘাটতি থেকে যায় অনেকের।

বছর দুই আগে থেকে প্রতি ১০০ নম্বরের কোর্সে উপস্থিতি ও অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের জন্য ৩০ নম্বর বরাদ্দ রাখায় পরীক্ষার ফলাফলে উন্নতি দেখা যাচ্ছে। কিন্তু পুরোনো পন্থায় থাকা ব্যাচগুলো এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত। প্রশ্ন আসে, পাঁচ বছরের কোর্স সাত-আট বছরে শেষ করে বড় সংখ্যার স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থী পরীক্ষায় ফেল করা কতটা স্বাভাবিক? এখানে কি শিক্ষকদের দায় নেই?

বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা অনুষদের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে নিয়মিত ক্লাস না নেওয়ার অভিযোগ তুলনামূলক বেশি। আগেই বলেছি, ইংরেজি বিভাগে পড়ার যোগ্যতা অর্জন করেন তুলনামূলক মেধাবী শিক্ষার্থীরা। সুতরাং তাঁদের ফলাফল বিপর্যয়ের দায় পুরোপুরি এড়াতে পারেন না শিক্ষকেরা। নিজেদের দক্ষতা, যোগ্যতা ও আন্তরিক প্রচেষ্টার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ যে সম্পর্কিত, এ কথা কজন শিক্ষক মনে রাখেন জানি না। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নিয়ে বাড়তি উপার্জনের অভিযোগও তো পুরোনো।

> দু-এক নম্বরের জন্য ছাত্রছাত্রীরা অকৃতকার্য হলে বা ভালো গ্রেড থেকে বঞ্চিত হলে, সে ক্ষেত্রে পরীক্ষা কমিটি বিশেষ বিবেচনা করতে পারে না? যদি নিয়মানুযায়ী না পারে, তবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে একটি পথ বের করা দরকার

পরীক্ষায় ভালো-মন্দ ফলের দায় পরীক্ষা কমিটির না থাকতে পারে, কিন্তু মানবিক কারণে হলেও কিছু দায়িত্ব কি পালন করা যায় না? যেমন দু-এক নম্বরের জন্য ছাত্রছাত্রীরা অকৃতকার্য হলে বা ভালো গ্রেড থেকে বঞ্চিত হলে, সে ক্ষেত্রে পরীক্ষা কমিটি বিশেষ বিবেচনা করতে পারে না? যদি নিয়মানুযায়ী না পারে, তবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে একটি পথ বের করা দরকার।

আমরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালে প্রথম শ্রেণি পাওয়ার জন্য কোনো শিক্ষার্থীকে ৩ নম্বর পর্যন্ত গ্রেস দেওয়া হতো বলে জানি। গ্রেডিং পদ্ধতিতে সে ব্যবস্থা হয়তো নেই। কিন্তু পরীক্ষা কমিটি চাইলে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে একটা সমাধানে আসতে পারে। বিষয়টি গণিত হলে হয়তো এ কথা বলা যেত না। কিন্তু সাহিত্য বা এ-জাতীয় তত্ত্বীয় বিষয়গুলোতে পরীক্ষকেরা মূলত বিষয়গতভাবে মূল্যায়ন করেন। ফলে এক পরীক্ষকের সঙ্গে অন্যজনের মূল্যায়নে তারতম্য হয়। অর্থাৎ এ বিষয়ের উত্তরে শুধু ভুল বা শুদ্ধ বিচার না করে শিক্ষার্থীর সাহিত্যবোধের মূল্যায়ন করা হয়।

ভাবতে হবে, যে শিক্ষার্থী ৩৮-৩৯ পেয়ে ফেল করলেন, তাঁর সঙ্গে যে শিক্ষার্থী ৪০ পেয়ে পাস করলেন, তাঁর মধ্যে খুব একটা পার্থক্য করা যায় কি না। কিংবা যে শিক্ষার্থী ৫৯ নম্বর পেয়ে বি মাইনাস পেলেন, তাঁর সঙ্গে ৬০ নম্বর পেয়ে বি পাওয়া শিক্ষার্থীর পার্থক্য কতটুকু, বিশেষত সাহিত্য ও তত্ত্বীয় বিষয়ের ক্ষেত্রে?

এসব বিষয় মাথায় রেখে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আগের মতো গ্রেস নম্বর দেওয়ার অধিকার পরীক্ষা কমিটিকে দিতে পারেন। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে ফলাফল নিয়ে অসন্তুষ্ট হলে শিক্ষার্থীরা চ্যালেঞ্জ বা আপিল করতে পারবেন না কেন? এ ক্ষেত্রে যুক্তি হচ্ছে, উত্তরপত্রে দুই পরীক্ষকের নম্বরের তারতম্য হলে তা তৃতীয় পরীক্ষকের কাছে যায়। কিন্তু সে ক্ষেত্রে ব্যবধান হতে হবে অন্তত ১৫ নম্বর। যেখানে এক-দুই নম্বরের জন্য ভাগ্য নির্ধারিত হয়, সেখানে তৃতীয় পরীক্ষকের ওপর নির্ভর করা কতটা কার্যকর?

• **বিশ্বজিৎ চৌধুরী** *প্রথম আলোর* যুগ্ম সম্পাদক, কবি ও সাহিত্যিক

ট্রাম্পের বিজয়

আজ আমেরিকার জন্য এক প্রত্যাশিত শোকের দিন

মোয়িরা ডোনেগান

আজ হতাশার দিন। যাঁরা আমেরিকায় কী হতে চলেছে বলে ভয় পান, তাঁদের বলা বৃথা যে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।

মার্কিন নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্প চূড়ান্তভাবে জয়ী হয়েছেন। তিনি এবং তাঁর রিপাবলিকান মিত্ররা ব্যাপক হারে অভিবাসীদের ফেরত পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এই মানুষগুলোর জীবন ধ্বংস হবে। ধ্বংস হবে পরিবারগুলো। রিপাবলিকানরা সাশ্রয়ী স্বাস্থ্য আইন রদ করবেন। ভ্যাকসিন মানুষের জন্য খারাপ—এই তত্ত্বের তাত্ত্বিক রবার্ট এফ কেনেডি জুনিয়রকে জনস্বাস্থ্যের গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগ দেওয়ার হুমকি তো দেওয়া আছে আগে থেকেই।

সামাজিক নিরাপত্তা এবং মেডিকেয়ার খাতে ব্যাপক কাটছাঁটের, ভিন্নমতাবলম্বীদের নিপীড়ন এবং ট্রাম্পের রাজনৈতিক শত্রুদের সহিংস উপায়ে দমনের প্রসঙ্গে ট্রাম্প কোনো রাখঢাক রাখেননি। প্রায় নিশ্চিতভাবে দেশব্যাপী গর্ভপাত নিষিদ্ধ করা হবে। নারীদের নাগরিকত্বকে আরও ক্ষুণ্ন হবে, তাঁদের মর্যাদা হরণ করা হবে। বিক্রি হবে নারীদের স্বপ্ন, নষ্ট হবে তাঁদের স্বাস্থ্য।

আমরা যাঁরা বুঝি যে ট্রাম্প কী করতে পারেন, তাঁদের জন্য আজ এক শীতল শোকের অনুভূতি বয়ে যাচ্ছে। এই শোক অপ্রত্যাশিত নয়। আমেরিকায় অনেকেই উদ্বেগের সঙ্গে এই খবর পড়ছেন। তাঁরা প্রস্তুত হচ্ছেন এক অস্থির সময়ে জিঘাংসার শিকার হওয়ার জন্য। তাঁদের উদ্বেগ সত্য হবে। তাঁরা দেখবেন যে যতটুকু ভাবছেন, আগামী প্রশাসন তার চেয়ে ভয়াবহ হবে। আমি সেই সব সাধারণ আমেরিকানের কথা ভাবছি, যাঁরা এই ক্ষয়িষ্ণু দেশে উন্নতির জন্য সংগ্রাম করছেন। তাঁদের জীবন ধ্বংস হবে, নয়তো সংক্ষিপ্ত হবে।

অনেকের কাছে ট্রাম্পের এই বিজয় ২০১৬ সালে হিলারি ক্লিনটনের বিপক্ষে অপ্রত্যাশিত বিজয়ের চেয়ে বেশি কিছু হয়তো মনে হবে না। কিন্তু ২০২৪ আর ২০১৬ এক নয়। আজকের এই সময় আরও খারাপ। ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে সরকার এবং সুশীল সমাজ উভয় প্রতিষ্ঠানই ট্রাম্পের কর্মসূচির গতি ধীর করার বা প্রতিরোধ করার জন্য কাজ করেছিল। সেই সব প্রতিষ্ঠান আর মানুষের অনেকেই এখন ট্রাম্পের সঙ্গে এক হয়ে কাজ করতে ইচ্ছুক বলে মনে হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয় আর এনজিওগুলো ট্রাম্পবাদকে মর্যাদার আসনে বসাতে ছুটে আসছে। বিলিয়নিয়ার-নিয়ন্ত্রিত সংবাদমাধ্যম ট্রাম্পের বিরুদ্ধে কাভারেজ কমিয়ে তাঁর অপকর্ম ঢেকে রাখতে আগ্রহী। প্রথম মেয়াদে ট্রাম্পের উসকানিগুলো প্রশাসনের কিছু মধ্যপন্থীরা সহনীয় করতে চেষ্টা করতেন। সেই সব মানুষই আর প্রতিষ্ঠান এত দিনে ঝেঁটিয়ে দূর করা হয়েছে।

ট্রাম্পকে এখন ঘিরে রেখেছে ধর্মান্ধ, ষড়যন্ত্রকারী ও মর্ষকামীরা। এরা এখন তাদের ঘৃণার লক্ষ্যবস্তুকে আক্রমণ করতে রাষ্ট্রের অঙ্গগুলো ব্যবহার করতে আরও ভালোভাবে প্রস্তুত। এমনকি ট্রাম্প নিজেও অপরাধমূলক অনাক্রম্যতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সুপ্রিম কোর্টের একটি সাম্প্রতিক রায়ে প্রেসিডেন্টের কোনো কর্মকাণ্ডের জন্য দায় এড়ানোর সুযোগ আরও বেড়েছে। ট্রাম্প যে এই দায় এড়ানোর জন্য কী ব্যবহার করবেন, তা ধারণাও করা যাচ্ছে না।

ট্রাম্প যে গোষ্ঠীগুলোকে অবমাননা করেন—অভিবাসী, নারী, প্রতিবন্ধী, কিছু নির্দিষ্ট দেশের মানুষ—ট্রাম্পের প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে তাঁরা আবার অপমানিত হবেন। যাঁরা ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ভোট নয়, তাঁদের মর্যাদা রক্ষা করতে অঙ্গীকার করলেন, এটা কি সেই মানুষগুলোর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা নয়?

যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি : এএফপি

আমাদের মধ্যে যাঁরা ঐতিহাসিকভাবে প্রান্তিক, আমরা যাঁরা যাঁরা কৃষ্ণাঙ্গ বা ট্রান্সজেন্ডার বা নারী, আমরা ট্রাম্পের ছড়িয়ে দেওয়া ঘৃণা ও শ্রেষ্ঠতা সত্ত্বেও নিজেদের যোগ্যতা এবং নাগরিকত্বকে অর্থবহ করতে সংগ্রাম করেছি। এই মানুষগুলো এ দেশকে সমতার মুক্ত রাষ্ট্রে পরিণত করার স্বপ্ন দেখেছেন। এখন তাঁদের নিজেদের টিকিয়ে রাখার, আসন্ন সবচেয়ে খারাপ দিনগুলোতে নিজেদের নিরাপদ রাখার ছোট স্বপ্নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে যেতে হবে।

আমেরিকার কি ট্রাম্পই পাওনা ছিল? তিনি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর সবাই হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন। এক তাত্ত্বিক এর কারণ খুঁজতে গিয়ে বলেছিলেন যে ট্রাম্প হচ্ছেন জাতির ভেতরের রয়ে যাওয়া দানবতার প্রকাশ। এই দেশের অর্থনীতি গড়ে উঠেছিল ক্রীতদাসদের ওপর ভর করে। সেই বর্ণবাদ কি এখনো টিকে নেই? আমেরিকা কি হিংসা আর জবরদস্তির মধ্য দিয়ে তার আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক আধিপত্য গড়ে তোলেনি? অর্থের প্রতি নোংরা ভালোবাসা এবং নীতির প্রতি নির্লজ্জ অবহেলাই কি আমাদের উচ্ছৃঙ্খল অর্থনীতির মূল প্রেরণা নয়? এবং এখনো অনেক আমেরিকান আছেন, যাঁরা এই দেশের অন্য কোনো ভবিষ্যতের আশা করেন।

তাঁদের আশার কারণ হয়তো এই যে আশা ছাড়া তাঁরা বাঁচবেন না। আগামী দিনে তাঁরা হয়তো একে অপরের ওপর আক্রমণ শুরু করবেন। উদারপন্থী ও বামপন্থীরা একে অপরের দিকে আঙুল তুলবেন। কমলার কর্মীরা তাঁদের রাজ্যে ব্যর্থতার জন্য একে অপরকে দায়ী করবেন। কেউ বর্ণবাদী খেলার আশ্রয় নেবেন। হয়তো দেখা যাবে যে আরব-আমেরিকানদের বানানো হলো বলির পাঁঠা। অনেকে বলবেন যে ডেমোক্রেটিক পার্টি গর্ভপাতের অধিকারের বিষয়ে প্রচারে খুব বেশি সময় ব্যয় করেছে। এতটা না করে অন্যদিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত ছিল।

পরাজয় হয়েছে। এখন চারপাশে অনেক দোষ খুঁজে পাওয়া যাবে। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এসব দোষের দিকে এই আঙুলের ইশারা আসলে মূল সমস্যা থেকেই নজর সরিয়ে দেবে। সামনে যা আসছে, সেই দুর্যোগ মোকাবিলা করার থেকে নজর এতে চলে যাবে দূরে।

আমি আশা করি, এসবের পরিবর্তে আমাদের মধ্যে যাঁরা সবচেয়ে বেশি হুমকির মুখে আছেন, আমরা তাঁদের দৃষ্টি ফেরাতে পারব। আমি বলতে চাইছি, যাঁরা ট্রাম্পের বিরোধিতা করেছেন, তাঁদের কথা। তাঁরা গতকালের চেয়ে আজ কম নিরাপদ। এই মানুষগুলোর আমাদের সংহতি আর মনোযোগের প্রয়োজন। তাঁদের দিকে মনোযোগ দিলে যে আমেরিকা ডোনাল্ড ট্রাম্প ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন, তার কিছু অন্তত বেঁচে থাকবে।

• **মোয়িরা ডোনেগান** *গার্ডিয়ান*-এর আমেরিকান কলামিস্ট

দ্য গার্ডিয়ান থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনুবাদ : **জাভেদ হুসেন**

প্রথম আলো
রেজি. নং ডিএ ১৮৮০

সম্পাদক ও প্রকাশক : মতিউর রহমান
মিডিয়াস্টার লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক কর্তৃক গুলশান টাওয়ার (ষষ্ঠ তলা), প্লট ৩১, রোড ৫৩, গুলশান নর্থ বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১২ থেকে প্রকাশিত

নির্বাহী সম্পাদক : সাজ্জাদ শরিফ
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক : আনিসুল হক

ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা ১২০৮, ১২-১৩ কালুরঘাট ভারী শিল্প এলাকা চট্টগ্রাম ৪২০৮ এবং ফুলদীঘি, বগুড়া ৫৮০০ থেকে মুদ্রিত

প্রধান কার্যালয় : প্রথম আলো ভবন
১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।
ফোন : ৫৫০১৩৪৩০-৩৩, ০৯৬১৩১১৩৩৬৬

বার্তা বিভাগ ফ্যাক্স : ৫৫০১২২০০, ৫৫০১২২১১
ই-মেইল : news@prothomalo.com
সম্পাদকীয় ই-মেইল : editorial@prothomalo.com

বিজ্ঞাপন : ৫৫০১২২১২
ই-মেইল : ad@prothomalo.com

৯ম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা : শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান | নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

মুহাম্মদ শামীম, *শিক্ষক*
বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা

শিখন অভিজ্ঞতা ৭

 # এক কথায় উত্তর

প্রশ্ন : বাংলা অঞ্চল ভারতীয় উপমহাদেশের কোন অংশে অবস্থিত?
উত্তর : পূর্বাংশে
প্রশ্ন : 'পুণ্ড্র' শব্দের অর্থ কী?
উত্তর : ইক্ষু
প্রশ্ন : আর্য ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ বাংলা অঞ্চলে প্রবেশ করে কবে?
উত্তর : প্রায় ২৫০০ বছর পূর্বে
প্রশ্ন : পাল বংশের সর্বশেষ শক্তিশালী রাজা কে?
উত্তর : রামপাল
প্রশ্ন : 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'— লাইনটিতে কী প্রকাশ পেয়েছে?
উত্তর : মানবতার জয়গান
প্রশ্ন : কার শাসনামলে বারোদুয়ারি মসজিদ নির্মাণ করা হয়?
উত্তর : আলাউদ্দিন হুসেন শাহ
প্রশ্ন : কার শাসনামলে বাংলায় এক টাকায় ৮ মণ চাল পাওয়া যেত বলা হয়?
উত্তর : শায়েস্তা খানের শাসনামলে
প্রশ্ন : কত তারিখে পলাশির যুদ্ধ সংঘটিত হয়?
উত্তর : ২৩ জুন ১৭৫৭ সাল
প্রশ্ন : 'সত্যের জন্য বাঁচা, সত্যের জন্য মরা'—কার উপদেশ?
উত্তর : হেনরি লুই ডিরোজিও
প্রশ্ন : ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ইংরেজি কত সালে সংঘটিত হয়?
উত্তর : ১৭৭০ সালে
প্রশ্ন : পুণ্ড্র নামের একটি জনগোষ্ঠী থেকেই যে জনপদের উৎপত্তি হয়েছে তার নাম কী?
উত্তর : পুণ্ড্র জনপদ
প্রশ্ন : প্রাচীনকালে পুণ্ড্র জনপদের একটি অংশের নাম কী ছিল?
উত্তর : বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রী
প্রশ্ন : বাংলার প্রাচীন জনপদগুলোর কথা জানা যায় কোন সাহিত্য থেকে?
উত্তর : বৈদিক
প্রশ্ন : আর্য ভাষাগোষ্ঠীর সংস্কৃতির নাম কী?
উত্তর : বৈদিক সংস্কৃতি
প্রশ্ন : মৌর্যদের পর উত্তর ভারতে শক্তিশালী সাম্রাজ্য স্থাপন করেন কারা?
উত্তর : গুপ্ত বংশের সম্রাটগণ
প্রশ্ন : সমাচার দেব ছিলেন কে?
উত্তর : বঙ্গ রাজ্যের রাজা
প্রশ্ন : বাংলায় পাল বংশের উত্থান হয় কোন শাসকের মাধ্যমে?
উত্তর : গোপাল।

ডিজিটাল প্রযুক্তি
নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

প্রকাশ কুমার দাস, *সহকারী অধ্যাপক*
মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

শিখন অভিজ্ঞতা ৩, সেশন ৫

 # বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২১. একটি ওয়েবসাইটে নাম ছাড়াও আর কী থাকে?
ক. বিভিন্ন ডকুমেন্ট
খ. বিভিন্ন তথ্য ও ভিডিও
গ. ছবি ঘ. ওপরের সব কটি

২২. ওয়েবসাইট সচল রাখার জন্য বিভিন্ন ধরনের কী করতে হয়?
ক. অ্যালগরিদম খ. কোডিং
গ. প্রবাহচিত্র ঘ. ডিজাইন

২৩. বিভিন্ন ওয়েব হোস্টিং এজেন্সি তাদের ওয়েবসাইট থেকে ওয়েবসাইট বানানোর জন্য কী প্রদান করে?
ক. প্রবাহচিত্র খ. কোডিং
গ. ইন্টারফেস ঘ. অ্যালগরিদম

২৪. ওয়েবসাইট বানাতে কোডিং-এর ধারণা ছাড়াও খুবই সহজে কী ব্যবহার করে তৈরি করতে পারে?
ক. কোডিং খ. কিছু টুল
গ. অ্যালগরিদম ঘ. প্রবাহচিত্র

২৫. কোন ধরনের প্ল্যাটফর্ম, যারা ওয়েবসাইট তৈরি ও হোস্টিং করার সুযোগ দেয়?
ক. Google Sites খ. WordPress
গ. Wix ঘ. ওপরের সব কটি

২৬. Google Sites-এর ওয়েব অ্যাড্রেস কোনটি?
ক. http://site.google.com
খ. http://sites.google.com
গ. http://sites.googles.com
ঘ. http://sites.gogle.com

২৭. WordPress-এর ফ্রি ভার্সনের জন্য wordpress.com এবং পেইড ভার্সনের জন্য কোনটি?
ক. wordpress.net
খ. wordpress.com
গ. wordpress.org
ঘ. wordpress.edu

২৮. Wix-এর ওয়েব অ্যাড্রেস কোনটি?
ক. www.wix.org
খ. www.wix গ. www.wix.com
ঘ. www.wix.mil

২৯. Wix-এর কোডিং করে কী ধরনের কাজের গুরুত্ব পায়?
ক. ফাইলের খ. ভিজিটর ট্র্যাকিং
গ. সেটিং ঘ. চিত্র

৩০. Squarespace কত দিনের ফ্রি ট্রায়াল করার সুযোগ দেয়?
ক. ৭ দিন খ. ১০ দিন
গ. ১৪ দিন ঘ. ৩০ দিন

সঠিক উত্তর
সেশন ৫ : ২১. ঘ ২২. খ ২৩. গ ২৪. খ ২৫. ঘ ২৬. খ ২৭. গ ২৮. গ ২৯. খ ৩০. গ

ক্যাডেট কলেজে ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি-১৬

বাংলা

মো. আফলাতুন, *সহযোগী অধ্যাপক*
ফেনী সরকারি কলেজ, ফেনী

প্রতিশব্দ

পানি : জল, বারি, সলিল, অপ, অম্বু, উদক, তোয়, পয়।
পুত্র : ছেলে, দুলাল, কুমার।
পৃথিবী : ভূ, ধরণী, জগৎ, ভুবন, ধরা, দুনিয়া, বসুধা, ধরিত্রী, জাহান, অবনি, বসুমতী, মর্ত্য, বসুন্ধরা।
পেট : উদর, জঠর, কোঁক, গর্ভ।
ফুল : কুসুম, পুষ্প, পুষ্পক, প্রসুন।
বন : কানন, জঙ্গল, বনানী, অটবি, অরণ্য, অরণ্যানী।
বাগান : উদ্যান, কানন, বাগ, বাগিচা, কুঞ্জ, নিকুঞ্জ, মালঞ্চ।
বুক : উর, বক্ষ, বক্ষঃস্থল, সিনা।
মরণ : মৃত্যু, ইন্তেকাল, বিনাশ, নিপাত, নিধন, নাশ।
মাথা : শির, মুণ্ড, মস্তক, কল্লা, বরাঙ্গ, মুড়ো।
মানুষ : মানব, মনুষ্য, জন, ইনসান, লোক।
মুখ : আনন, বদন, আস্য, মুখাবয়ব।
মেঘ : অম্বুদ, জলদ, জলধর, বারি।
যুদ্ধ : সংগ্রাম, সমর, আহব, বিগ্রহ, রণ।
রাত : রাত্রি, নিশি, নিশা, রজনী, শর্বরী, যামিনী, বিভাবরী।
সমুদ্র : সাগর, দরিয়া, জলধি, জলনিধি, সমুদ্দুর, পাথার, সিন্ধু, পারাবার, সায়র, অর্ণব, নীলাম্বু।
সাপ : সর্প, অহি, ফণী, নাগ।
সুখ : আনন্দ, হর্ষ, পুলক, খুশি, তৃপ্তি, সন্তোষ, আহ্লাদ।
সূর্য : রবি, অরুণ, তপন, দিনকর, দিবাকর, দিনমণি, আদিত্য, দিননাথ, দিবাবসু, সবিতা, মিহির।
স্বর্ণ : সোনা, কনক, কাঞ্চন, হেম, সুবর্ণ, হিরণ।
হাত : হস্ত, কর, বাহু, ভুজ, পাণি।

বিপরীত শব্দ

বাংলা ভাষার শব্দভান্ডারে এমন কিছু শব্দ আছে, যেগুলো আরেক শব্দের বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে। যখন কোনো শব্দ অন্য একটি শব্দের বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে, তখন শব্দ দুটিকে একে অন্যের বিপরীত শব্দ বা বিপরীতার্থক শব্দ বলে। যেমন : আয়—ব্যয়, কম—বেশি, অচল—সচল, আমদানি —রপ্তানি, অণু—বৃহৎ ইত্যাদি।

বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল

অষ্টম শ্রেণি : বার্ষিক পরীক্ষার প্রস্তুতি

বাংলা | নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

মো. সুজাউদ দৌলা, *সহকারী অধ্যাপক*
রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা

অধ্যায় ৪, পরিচ্ছেদ ১

প্রশ্ন : সমাস কাকে বলে? সমাস সম্পর্কে যা জানো, বিস্তারিত লেখো।
উত্তর :
পরস্পর সম্পর্কিত দুই বা ততোধিক পদের এক পদে পরিণত হওয়াকে সমাস বলে। সমাসের প্রধান কাজ হলো সংক্ষিপ্তকরণ। নতুন শব্দ গঠনের জন্য সমাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। যেমন : দেশের সেবা = দেশসেবা, নেই পরোয়া যার = বেপরোয়া ইত্যাদি।

সমাস শব্দের অর্থ
'সমাস' সংস্কৃত ভাষার একটি শব্দ। সমাস শব্দের অর্থ হচ্ছে মিলন, সংক্ষেপণ, একপদীকরণ। বাক্যে শব্দের অধিক ব্যবহার কমানোর জন্য সমাস ব্যবহৃত হয়। যেমন, 'বিলাত হইতে ফেরত রাজার কুমার সিংহ চিহ্নিত আসনে বসলেন' কথাটি না বলে যদি বলি 'বিলাতফেরত রাজকুমার সিংহাসনে বসলেন' তাহলে কথাটি সংক্ষিপ্ত হলো এবং শুনতে মধুর লাগল।

সমাসের বৈশিষ্ট্য
সমাসের বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নিচে বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরা হলো—
১. পাশাপাশি দুই বা তার অধিক শব্দ থাকতে হবে।
২. এসব শব্দের মধ্যে অর্থসংগতি থাকতে হবে।
৩. এসব শব্দের মধ্যে বৃহৎ শব্দ তৈরি করার যোগ্যতা থাকতে হবে।
৪. নতুন শব্দ গঠন করার ক্ষমতা থাকতে হবে।
৫. একাধিক শব্দকে সংকোচন করার ক্ষমতা থাকতে হবে।
৬. শব্দগুলোর বিভক্তি লোপ পেতে হবে।

সমাসের প্রয়োজনীয়তা
বাংলা ব্যাকরণে সমাসের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। নিচে সমাসের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হলো—
১. শব্দকে সহজভাবে উচ্চারণে সহযোগিতা করে।
২. শব্দকে সংক্ষেপ করার মাধ্যমে সমাস ভাষার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।
৩. বাক্যের মধ্যে অনাবশ্যক পদের ব্যবহার লোপ করে সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহারের মাধ্যমে বিষয়টিকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করা যায়।
৪. সমাস বাক্যের অর্থকে সহজ ও সাবলীল করে তোলে।
৫. নতুন শব্দ সৃষ্টির ক্ষেত্রে সমাসের ভূমিকা অনেক।
৬. ভাষায় অর্থদ্যোতনার সৃষ্টি করে বৈচিত্র্যময় দ্যোতনা এনে দেয়।

সমাসের উপাদান
সমাসের উপাদান পাঁচটি। যথা—
ক. সমস্তপদ/সমাসবদ্ধ পদ/সমাসনিষ্পন্ন পদ/সমাস-সাধিত পদ
খ. ব্যাসবাক্য/বিগ্রহ বাক্য/সমাস বাক্য
গ. পূর্বপদ
ঘ. পরপদ/উত্তরপদ
ঙ. সমস্যমানপদ

সমস্তপদ : সমাসবদ্ধ বা সমাস-নিষ্পন্ন পদকে সমস্তপদ বলে। যেমন 'দেশসেবা'।
সমস্যমান পদ : যেসব পদের মিলনে সমাস গঠিত হয়, সেই প্রতিটি সমাসবদ্ধ পদকে সমস্যমানপদ বলে। যেমন 'দেশ' ও 'সেবা' দুটি সমস্যমানপদ।
পূর্বপদ ও পরপদ : সমস্তপদের প্রথম পদটিকে পূর্বপদ এবং পরবর্তী পদকে পরপদ বা উত্তরপদ বলে। 'দেশ' হলো পূর্বপদ আর 'সেবা' হলো পরপদ বা উত্তরপদ।
ব্যাসবাক্য/বিগ্রহ বাক্য/সমাস বাক্য : সমস্তপদকে ভেঙে যে বাক্যাংশ করা হয়, তাকে সমাসবাক্য বা ব্যাসবাক্য বা বিগ্রহ বাক্য বলে। যেমন : 'দেশের সেবা'।

প্রশ্ন : সমাস কত প্রকার ও কী কী?
উত্তর : সমাস মূলত ছয় প্রকার। যথা—
১. দ্বন্দ্ব সমাস
২. কর্মধারয় সমাস
৩. তৎপুরুষ সমাস
৪. বহুব্রীহি সমাস
৫. দ্বিগু সমাস
৬. অব্যয়ীভাব সমাস

এসএসসি পরীক্ষা-২০২৫ : পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস

বাংলা ২য় পত্র
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মোস্তাফিজুর রহমান, *শিক্ষক*
বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা

ব্যাকরণ : পরিচ্ছেদ ১৩

১. পাশাপাশি ধ্বনির মিলনকে কী বলে?
ক. একত্রীকরণ খ. সন্নিবেশ
গ. সমাস ঘ. সন্ধি

২. স্বরের সঙ্গে স্বরের যে সন্ধি হয়, তাকে কী সন্ধি বলে?
ক. স্বরসন্ধি খ. ব্যঞ্জনসন্ধি
গ. বিসর্গসন্ধি ঘ. স্বর-ব্যঞ্জনসন্ধি

৩. ব্যঞ্জনসন্ধি কতভাবে হতে পারে?
ক. ২ ভাবে খ. ৩ ভাবে
গ. ৪ ভাবে ঘ. ৫ ভাবে

৪. 'অহর্নিশ' শব্দের শুদ্ধ সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি?
ক. অহঃ + নিশ খ. অহঃ + নিশা
গ. অহ + নিশা ঘ. অহ + নিশ

৫. 'যথার্থ' শব্দটির সঠিক সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি?
ক. যথা + অর্থ খ. যথো + অর্থ
গ. যথা + আর্থ ঘ. যথঃ + অর্থ

৬. নিচের কোনটি নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি?
ক. শুভেচ্ছা খ. একাদশ
গ. তিরোধান ঘ. সমান

৭. কোনটি বিসর্গ সন্ধির উদাহরণ?
ক. সংরক্ষণ খ. সংসার
গ. শঙ্কা ঘ. ধনুষ্টংকার

৮. নিচের কোনটি ব্যতিক্রম?
ক. পো + ইত্র = পবিত্র
খ. পো + অন = পবন
গ. তনু + ঈ = তন্বী
ঘ. গো + অক্ষ = গবাক্ষ

৯. নিপাতনে সিদ্ধ ব্যঞ্জনসন্ধি কোনটি?
ক. নায়ক খ. পিত্রালয়
গ. শুভেচ্ছা ঘ. একাদশ

১০. 'শীতার্ত' শব্দটির সঠিক সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি?
ক. শীত + ঋত খ. শীত + আর্ত
গ. শিত + ঋত ঘ. শিত + অর্ত

১১. নিপাতনে সিদ্ধ স্বরসন্ধি কোন সূত্র অনুসরণ করে না?
ক. স্বরসন্ধির খ. ব্যঞ্জনসন্ধির
গ. বিসর্গসন্ধির ঘ. স্বর-ব্যঞ্জনসন্ধির

১২. নিপাতনে সিদ্ধ ব্যঞ্জনসন্ধি কোনটি?
ক. বৃহস্পতি খ. কথাচ্ছলে
গ. সঞ্চয় ঘ. শঙ্কা

১৩. নিপাতনে সিদ্ধ স্বরসন্ধি কোনটি?
ক. গবাক্ষ খ. শুভেচ্ছা
গ. শয় ঘ. নায়ক

সঠিক উত্তর
পরিচ্ছেদ ১৩ : ১. ঘ ২. ক ৩. খ ৪. খ ৫. ক ৬. খ ৭. ঘ ৮. ঘ ৯. ঘ ১০. ক ১১. ক ১২. ক ১৩. ক

জীববিজ্ঞান | বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মোহাম্মদ আক্তার উজ জামান, *প্রভাষক*
সরকারি রূপনগর মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

অধ্যায় ৬

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩৪ ও ৩৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।
সালাম সাহেব হঠাৎ বুকের মাঝখানে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করেন। ব্যথা বাঁ দিক থেকে শুরু হয়ে সারা বুকে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর স্ত্রী তাঁকে অ্যান্টাসিড ওষুধ খাওয়ালেও ব্যথা কমে না। সালাম সাহেব অনবরত ঘামতে থাকেন।

৩৪. সালাম সাহেবের কী হয়েছে?
ক. উচ্চ রক্তচাপ খ. লিউকেমিয়া
গ. করোনারি থ্রম্বোসিস
ঘ. বাতজ্বর

৩৫. সালাম সাহেবের জন্য প্রযোজ্য—
i. নিয়মিত ব্যায়াম করা
ii. ভাজা খাবার খাওয়া
iii. কাঁচা ফল বেশি খাওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩৬. উদ্ভিদের রস উত্তোলনের সঙ্গে জড়িত কোনটি?
ক. জাইলেম ভেসেল খ. জাইলেম ফাইবার
গ. সঙ্গীকোষ ঘ. সিভনল

৩৭. উদ্ভিদ কয়টি উপায়ে খনিজ লবণ শোষণ করে?
ক. ২টি খ. ৩টি
গ. ৪টি ঘ. ৫টি

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩৮ ও ৩৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।
স্বপ্না পড়ার ঘরে অ্যারোসল স্প্রে করার পর পাশের ঘর থেকে তার মা গন্ধ পেয়ে দরজা বন্ধ করতে বললেন।

৩৮. কোন প্রক্রিয়ায় মা গন্ধ পেলেন?
ক. ব্যাপন খ. অভিস্রবণ
গ. প্রস্বেদন ঘ. ইমবাইবিশন

৩৯. অভিস্রবণের জন্য প্রয়োজন—
i. দুটি ভিন্ন ঘনত্বের দ্রবণ
ii. একটি বৈষম্যভেদ্য ঝিল্লি
iii. একটি অভেদ্য ঝিল্লি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪০. উদ্ভিদ মূলরোমের সাহায্যে পানি শোষণ করে কোন প্রক্রিয়ায়?
ক. শ্বসন খ. ব্যাপন
গ. অভিস্রবণ ঘ. ইমবাইবিশন

৪১. কোনটির ওপর বীজের অঙ্কুরোদ্গমের সাফল্য নির্ভর করে?
ক. ব্যাপন খ. অভিস্রবণ
গ. প্রস্বেদন ঘ. শ্বসন

৪২. প্রস্বেদন কত প্রকার?
ক. ২ প্রকার খ. ৩ প্রকার
গ. ৪ প্রকার ঘ. ৫ প্রকার

৪৩. কোনটি পত্ররন্ধ্র খোলা ও বন্ধ হওয়া নিয়ন্ত্রণ করে?
ক. সূর্যালোক খ. কিউটিকল
গ. বায়ুপ্রবাহ ঘ. প্যালিসেড

৪৪. কোনটির কারণে লবণের দ্রবণে আঙুর রাখলে চুপসে যায়?
ক. ব্যাপন খ. অন্তঅভিস্রবণ
গ. বহিঃঅভিস্রবণ ঘ. ইমবাইবিশন

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪৫ ও ৪৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।
অঙ্কুরোদ্গমের জন্য গনি মিয়া কিছু গমের বীজ চটের বস্তায় ভরে মুখ বন্ধ করে ঘরের এক কোনায় রেখে দেন। দু-তিন দিন পর বস্তা খুলতে গিয়ে তিনি লক্ষ করলেন বীজগুলো অনেক গরম হয়ে উঠেছে।

৪৫. বীজ গরম হয়ে ওঠার কারণ কী?
ক. শ্বসন খ. ব্যাপন
গ. অভিস্রবণ ঘ. ইমবাইবিশন

৪৬. উপরোক্ত প্রক্রিয়ায়—
i. O_2 সহযোগে জারণ ঘটেছে
ii. H_2 যোগ হয়েছে
iii. শর্করা ভেঙে শক্তি তৈরি হয়েছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ৬ : ৩৪. গ ৩৫. খ ৩৬. ক ৩৭. ক ৩৮. ক ৩৯. ক ৪০. গ ৪১. খ ৪২. খ ৪৩. ক ৪৪. গ ৪৫. ক ৪৬. খ

আগামীকাল থাকবে
- **নবম শ্রেণি** : ইতিহাস সামাজিক বিজ্ঞান, ডিজিটাল প্রযুক্তি
- **অষ্টম শ্রেণি** : বাংলা
- **এসএসসি পরীক্ষা-২০২৫** : বাংলা ২য় পত্র, জীববিজ্ঞান, পৌরনীতি ও নাগরিকতা
- **ক্যাডেট কলেজে ভর্তি পরীক্ষা** : বাংলা
- **নোটিশ বোর্ড** : খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি ডিসিপ্লিনে ইএলটি প্রোগ্রাম, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে মাইক্রোবায়োলজিতে এমএসসি

পৌরনীতি ও নাগরিকতা
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মিজানুর রহমান, *শিক্ষক*
ধানমন্ডি সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

অধ্যায় ৪

৫৭. 'অভিশংসন' কী?
ক. একধরনের অধ্যাদেশ
খ. কোনো সুনির্দিষ্ট কারণে অপসারণ করা
গ. যেকোনো কারণে অপসারণ করা
ঘ. ডিপ্লোম্যাটিক ইলনেস

৫৮. সংসদীয় সরকারব্যবস্থা—
i. স্থিতিশীল
ii. জনমত দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা
iii. দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫৯. রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারব্যবস্থায়—
i. রাষ্ট্রপতি সরকারের প্রধান থাকেন
ii. আইন বিভাগের নিকট শাসন বিভাগ দায়ী থাকে না
iii. মন্ত্রিসভার সদস্য আইনসভার সদস্য নন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৬০. 'রাষ্ট্র ও সরকার' কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়?
ক. সংকীর্ণ খ. বিপরীত
গ. সমার্থক ঘ. পরিপূরক

৬১. সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কোন রাষ্ট্রের বিপরীত?
ক. গণতান্ত্রিক খ. একনায়কতান্ত্রিক
গ. পুঁজিবাদী ঘ. স্বৈরতান্ত্রিক

৬২. চীন কোন ধরনের রাষ্ট্র?
ক. গণতান্ত্রিক
খ. সমাজতান্ত্রিক
গ. একনায়কতান্ত্রিক
ঘ. রাজতান্ত্রিক

৬৩. কোন ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থায় ব্যক্তিমালিকানা স্বীকার করে না?
ক. সমাজতান্ত্রিক খ. পুঁজিবাদী
গ. গণতান্ত্রিক ঘ. একনায়কতান্ত্রিক

৬৪. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে 'ক্ষমতার মালিক' কে?
ক. রাজনৈতিক দল খ. সরকার
গ. জনগণ ঘ. প্রশাসন

৬৫. কোন ধরনের শাসনব্যবস্থায় জনগণকে প্রাধান্য দেওয়া হয়?
ক. সমাজতান্ত্রিক
খ. গণতান্ত্রিক
গ. একনায়কতান্ত্রিক
ঘ. এককেন্দ্রিক

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ৪ : ৫৭. খ ৫৮. গ ৫৯. ঘ ৬০. গ ৬১. গ ৬২. খ ৬৩. ক ৬৪. গ ৬৫. খ

বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল

নোটিশ বোর্ড

ঢাকা ওয়াইডব্লিউসিএ উচ্চমাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে প্লে-গ্রুপ শ্রেণিতে ভর্তি

■ ঢাকা ওয়াইডব্লিউসিএ উচ্চমাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে প্লে-গ্রুপ শ্রেণিতে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে।
বয়সসীমা : ৩ বছর ১ মাস থেকে ৪ বছর (জানুয়ারি, ২০২৫)
ভর্তি ফরম সংগ্রহ : ৭ নভেম্বর ২০২৪ (স্কুলের ছুটির দিন ব্যতীত) প্রতিদিন সকাল ৮টা-দুপুর ১২টা পর্যন্ত বেতন কাউন্টার থেকে।

আবেদনপত্র জমা ও সাক্ষাৎকার
৮ নভেম্বর ২০২৪ : শুক্রবার, মেয়েশিক্ষার্থী, (প্রভাতি ও দিবা শাখা), সকাল ৮টা- দুপুর ১২টা
৯ নভেম্বর ২০২৪ : শনিবার, ছেলেশিক্ষার্থী, (প্রভাতি ও দিবা শাখা), সকাল ৮টা- দুপুর ১২টা
সাক্ষাৎকারের সময় অবশ্যই শিক্ষার্থীর সঙ্গে মা-বাবাকে উপস্থিত থাকতে হবে।
নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভর্তি হতে হবে নতুবা ওয়েটিং লিস্ট থেকে ভর্তি নেওয়া হবে।
বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট : www.ywca.edu.bd

চট্টগ্রাম বিএএফ শাহীন কলেজে শিশু ও প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি

■ চট্টগ্রাম বিএএফ শাহীন কলেজে ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে শিশু ও প্রথম শ্রেণির শূন্য আসনে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে।
ছাত্রছাত্রীদের বয়স : শিশু শ্রেণি ৫ বছরের উর্ধ্বে ও প্রথম শ্রেণি ৬ বছরের উর্ধ্বে (ভর্তি ফরমের সঙ্গে অনলাইন Birth Certificate সংযুক্ত করতে হবে)।
কলেজ ওয়েবসাইট থেকে ভর্তি ফরম সংগ্রহের তারিখ : ১৭ নভেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত।
কলেজ অফিসে ভর্তি ফরম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ২১ নভেম্বর ২০২৪, বেলা ১টা।
লটারির তারিখ ও স্থান : ৯ ডিসেম্বর ২০২৪, সকাল ১০টা, স্থান : কলেজ ভবন।
কলেজ ওয়েবসাইটে (www.bafse.edu.bd) প্রবেশ করে ভর্তি ফরম যথাযথভাবে পূরণের পর প্রিন্ট করে জমা দিতে হবে।
বিমানবাহিনীতে কর্মরত বিমান সেনা/অসামরিক/এমইএস কর্মচারীদের সন্তানদের পিতামাতা শনাক্তকরণের জন্য বিমান সেনাদের 'পি' ফ্লাইট থেকে, অসামরিক কর্মচারীদের সিভিল অ্যাডমিন থেকে এবং এমইএস কর্মচারীদের জিই (বিমান) থেকে প্রত্যয়নপত্র ভর্তি ফরমের সঙ্গে অবশ্যই জমা দিতে হবে।
বিস্তারিত তথ্যের জন্য ওয়েবসাইট : www.bafse.edu.bd

অনলাইনে নিবন্ধন নিলেন যত করদাতা | অনলাইনে আয়কর রিটার্ন জমা দিতে ১০ লাখ করদাতা নিবন্ধন নিয়েছেন। ইতিমধ্যে রিটার্ন জমা পড়েছে ২ লাখ। বিশেষ প্রতিবেদক, ঢাকা

হঠাৎ ভারতীয় ঋণছাড় থমকে গেছে

এলওসি প্রকল্প

চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম তিন মাস জুলাই-সেপ্টেম্বরে মাত্র সাড়ে চার কোটি ডলার ঋণছাড় হয়েছে।

জাহাঙ্গীর শাহ, *ঢাকা*

দেশে ভারতীয় ঋণের ছাড় কমে গেছে। চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে মাত্র সাড়ে চার কোটি ডলার ছাড় করেছে ভারতের এক্সিম ব্যাংক, যা দেশীয় মুদ্রায় মাত্র ৫৪০ কোটি টাকার মতো।

মূলত গত জুলাই-আগস্ট মাসে ছাত্র-জনতার আন্দোলন-অভ্যুত্থানের সময়ে উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ হয়নি বললেই চলে। তখন ভারতীয় ঋণে পরিচালিত একটি প্রকল্পের ঠিকাদার ও কর্মরত জনবল নিরাপত্তাজনিত বিষয়ে তাঁদের দেশে চলে যান। এ ছাড়া একাধিক প্রকল্পের কাজ বন্ধ হয়ে যায়।

শেখ হাসিনা সরকারের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক বেশ গভীর ছিল। ছাত্র-জনতার প্রবল আন্দোলনের মুখে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে ভারতে চলে যান। দেশের বিভিন্ন প্রকল্পে ভারতের এক্সিম ব্যাংক লাইন অব ক্রেডিট (এলওসি) দিয়েছে। এসব কারণে ভারতীয় ঋণছাড়ে প্রভাব থাকতে পারে বলে মনে করেন কেউ কেউ।

ভারত সাম্প্রতিক বছরগুলোয় ৩০ থেকে ৩৫ কোটি ডলারের মতো ছাড় করে আসছিল। কিন্তু চলতি অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে মাত্র তারা ৪ কোটি ৫২ লাখ ডলার ছাড় করেছে।

এ বিষয়ে বিশ্বব্যাংকের ঢাকা কার্যালয়ের সাবেক মুখ্য অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে শুধু ভারতীয় ঋণের প্রকল্পই নয়; অন্য সব প্রকল্পের বাস্তবায়নও কম হয়। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশে সরকার পরিবর্তনের ফলে দুই পক্ষের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়েছে কি না, তা পরিষ্কার নয়। আবার এর প্রভাব ভারতীয় ঋণের প্রকল্পে পড়েছে, তা-ও ধরে নেওয়া যায় না। ভারতীয় পক্ষ যেমন প্রকল্প বাদ দেয়নি, তেমনি সরকারও বলেনি যে প্রকল্প আর করব না। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে আরেকটু সময় লাগবে।

জানা গেছে, গত আগস্ট মাসে ক্ষমতা পরিবর্তনের পর ভারতীয় ঋণের বেশ কয়েকটি প্রকল্পের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। এর মধ্যে অন্যতম হলো দ্বিতীয় এলওসির মাধ্যমে আশুগঞ্জ থেকে আখাউড়া পর্যন্ত সড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প। এ কাজের জন্য ২০১৮ সালে ভারতীয় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান এফকনস ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেডকে নিয়োগ দেওয়া হয়। গত ৫ আগস্টের পর ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তারা নিরাপত্তাজনিত সমস্যায় কাজ ফেলে রেখে নিজেদের দেশে ফিরে গেছেন। গত সপ্তাহে স্থানীয় জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠকের পর তাঁরা কাজে ফিরে আসতে রাজি হয়েছেন। প্রায় চার মাস এ প্রকল্পের কাজ বন্ধ রয়েছে।

কোন বছর কত দিল

হিসাব কোটি ডলারে

অর্থবছর	ছাড় (কোটি ডলার)
২০১৯-২০	১৪.০৮
২০২০-২১	১৪.১১
২০২১-২২	৩২.৯৩
২০২২-২৩	৩৩.৭০
২০২৩-২৪	৩১.১৪

- প্রতিশ্রুতি ৭৩৬ কোটি ডলারের, ছাড় হয়েছে ১৮৪ কোটি ডলার।
- ক্ষমতার পটপরিবর্তনের পর একাধিক প্রকল্পের কাজ বন্ধ হয়ে গেছে।

সূত্র : ইআরডি

প্রতিশ্রুতি ৭৩৬ কোটি ডলারের, ছাড় ১৮৪ কোটি

ভারতের সঙ্গে ২০১০ সালের আগস্ট মাসে বাংলাদেশের প্রথম ঋণচুক্তি হয়, যা প্রথম লাইন অব ক্রেডিট (এলওসি) নামে পরিচিত। ওই এলওসির অর্থের পরিমাণ ছিল ১০০ কোটি মার্কিন ডলার। এ ছাড়া ২০১৬ সালে ২০০ কোটি ডলার ও ২০১৭ সালে ৪৫০ কোটি ডলারের দ্বিতীয় ও তৃতীয় এলওসি তথা ঋণচুক্তি হয়। তিন এলওসি মিলিয়ে বাংলাদেশকে মোট ৭৩৬ কোটি ডলার ঋণ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয় ভারত।

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে, গত দুই যুগে প্রতিশ্রুতি অনুসারে অর্থ ছাড় হয়নি। গত সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত সব মিলিয়ে ছাড় হয়েছে মাত্র ১৮৪ কোটি ডলার। এর মধ্যে প্রথম এলওসির ৭৭ কোটি, দ্বিতীয় এলওসির ৫২ কোটি ও তৃতীয় এলওসির ৫৫ কোটি ডলার ছাড় হয়েছে। এ ছাড়া এখন পর্যন্ত প্রথম এলওসির ৩৭ কোটি ডলারের মতো পরিশোধ করা হয়েছে। ভারতীয় এক্সিম ব্যাংক এই ঋণ দিচ্ছে।

তিনটি এলওসিতে সড়ক ও রেল যোগাযোগ, জ্বালানি, রাস্তাঘাট নির্মাণসহ অবকাঠামো খাতে এ পর্যন্ত ৪০টি প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ১৫টি শেষ হয়েছে। চলমান আছে আটটি প্রকল্প। বাকি প্রকল্পগুলো পরামর্শক ও ঠিকাদার নিয়োগ কিংবা প্রকল্প প্রস্তাব তৈরির পর্যায়ে রয়েছে।

কোন বছর কত এল

গত পাঁচ বছরের মধ্যে সর্বশেষ তিন বছরে ৩০ কোটি ডলারের বেশি অর্থছাড় করেছে ভারত। ইআরডি সূত্রে জানা গেছে, গত ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ভারতের এক্সিম ব্যাংক ৩১ কোটি ১৪ লাখ ডলার ছাড় করেছে। এর আগের দুই অর্থবছরে যথাক্রমে ৩৩ কোটি ৭০ লাখ ও ৩২ কোটি ৯৩ লাখ ডলার ছাড় হয়েছে।

কোভিডের প্রথম দুই অর্থবছরে ঋণছাড় বেশ কম ছিল। ২০২০-২১ অর্থবছরে ১৪ কোটি ১১ লাখ ডলার দিয়েছে ভারত, যা এর আগের বছরে ছিল ১৪ কোটি ৮ লাখ ডলার।

ইআরডি কর্মকর্তারা জানান, শিগগিরই দুই দেশের উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদের বৈঠক হবে। সেখানে দ্রুত অর্থছাড়ের বিষয়ে আলোচনা হবে।

মূল্য সংশোধনে কমল সূচক ও লেনদেন

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশের শেয়ারবাজারে গতকাল বুধবার কিছুটা মূল্য সংশোধিত হয়েছে। আগের দিনের বড় উত্থানের পর প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) প্রধান সূচক ডিএসইএক্স গতকাল বুধবার ১৮ পয়েন্ট কমেছে। মঙ্গলবার এই সূচক ১১৩ পয়েন্ট বা ২ শতাংশের বেশি বেড়েছিল।

বাজারসংশ্লিষ্টরা বলছেন, শেয়ারবাজারের মূলধনি মুনাফার কর কমানোর জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বা এনবিআরের ঘোষণায় গত সোম ও মঙ্গলবার সূচকের বড় উত্থান হয়। এরপর বিনিয়োগকারীদের একটি অংশ গতকাল কিছু কোম্পানির শেয়ার বিক্রি করে মুনাফা তুলে নেন। এর ফলে বাজারে লেনদেন হওয়া বেশির ভাগ শেয়ারের দাম কমেছে। এটিকে বাজারের স্বাভাবিক মূল্য সংশোধন বলে অভিহিত করছেন বাজারসংশ্লিষ্টরা।

শেয়ারবাজারের শীর্ষস্থানীয় ব্রোকারেজ হাউস লঙ্কাবাংলা সিকিউরিটিজের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভালো মৌলভিত্তির শেয়ারের দরপতনের কারণে গতকালের বাজারে সূচকের পতন হয়েছে। ডিএসইতে এদিন সূচকের পতনের পেছনে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা ছিল ব্র্যাক ব্যাংক, রেনাটা, অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজ, খান ব্রাদার্স পিপি ওভেন ব্যাগ, ডেলটা লাইফ ইনস্যুরেন্স, স্কয়ার ফার্মা, ইস্টার্ণ ব্যাংক, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক বা ইউসিবি, রবি আজিয়াটা ও আইএফআইসি ব্যাংক। এই ১০ কোম্পানির শেয়ারের দরপতনে ডিএসইএক্স সূচকটি প্রায় ১৭ পয়েন্ট কমেছে।

ডিএসইতে গতকাল লেনদেনের শুরু থেকেই ছিল সূচকের উত্থান-পতন। মাঝখানে কয়েক ঘণ্টা সূচক ঊর্ধ্বমুখী ধারায় থাকলেও দিন শেষ হয় পতন দিয়েই। বেশির ভাগ শেয়ারের দরপতন হওয়ায় লেনদেনেও তার নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। ঢাকার বাজারে এদিন লেনদেনের পরিমাণ ছিল ৬৫১ কোটি টাকা, যা আগের দিনের চেয়ে ১৮৯ কোটি টাকা কম। ডিএসইতে বুধবার ৩৯৯ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের লেনদেন হয়। তার মধ্যে ২৮১টি বা ৭০ শতাংশেরই দরপতন হয়েছে। দাম বেড়েছে ৮৫টির বা ২১ শতাংশের আর অপরিবর্তিত ছিল ৩৩টির দাম, প্রায় ৯ শতাংশের।

টুপি এমব্রয়ডারি মেশিনে টুপি তৈরির কাজে ব্যস্ত শ্রমিকেরা। সম্প্রতি ঢাকার কামরাঙ্গীরচরের খোলামোড়া ঘাট এলাকায়। ছবি : সাজিদ হোসেন

প্রয়োজন ছাড়া ব্যাংক থেকে টাকা না তোলার আহ্বান

বাংলাদেশ ব্যাংক

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ব্যাংকের গ্রাহকদের প্রয়োজন ছাড়া টাকা না তোলার আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। নিয়ন্ত্রক সংস্থাটির মুখপাত্র এই আহ্বান জানিয়ে বলেন, কিছু গ্রাহক প্রয়োজন ছাড়া আমানতের টাকা তুলে তা অন্য ব্যাংকে জমা করছেন। এর ফলে কোনো কোনো ব্যাংক টাকা দিতে গিয়ে সমস্যায় পড়ছে। একযোগে অনেক গ্রাহক টাকা তুলতে গেলে পৃথিবীর কোনো ব্যাংকই টিকবে না।

গতকাল বুধবার বাংলাদেশ ব্যাংকের সম্মেলনকক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে মুখপাত্র হুসনে আরা শিখা বলেন, ব্যাংকগুলো নিয়ে অহেতুক আতঙ্কের কিছু নেই। ব্যাংকগুলোকে ভালো অবস্থানে নিয়ে যেতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সুপরিকল্পনা আছে। তিনি বলেন, 'আমরা সব আমানতকারীকে আহ্বান করছি, প্রয়োজনের বেশি টাকা ব্যাংক থেকে তুলবেন না। আমরা আস্থা ফেরাতে চাই। এ জন্য কাজ চলছে। যেসব ব্যাংকে সমস্যা হয়েছে, সেগুলোর পর্ষদে ইতিমধ্যে পরিবর্তন আনা হয়েছে। সংকটে থাকা ব্যাংকগুলোকে গত দেড় মাসে ৫ হাজার ৫৮৫ কোটি টাকার তারল্যসহায়তা দেওয়া হয়েছে।'

ব্যাংক খাতের উন্নয়নে টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে, তারা কার্যকর কিছু করছে কি না, এ রকম একটি প্রশ্ন করা হয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুখপাত্রকে। জবাবে তিনি বলেন, টাস্কফোর্স ব্যাংক খাত সংস্কারে কাজ করছে। আরেকটি টাস্কফোর্স বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের দক্ষতা বাড়ানোর কাজ করছে। তৃতীয়টা পাচার করা টাকা ফেরত আনার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। পাচার করা অর্থ দেশে ফেরাতে বিভিন্ন দেশের আইনজীবী ও পরামর্শক নিয়োগের কাজ চলছে।

এনআরবিসি ব্যাংকের চেয়ারম্যানের অনিয়ম-সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে হুসনে আরা শিখা বলেন, 'বাংলাদেশ ব্যাংকে তাঁদের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আছে, সেগুলো তদন্ত করা হচ্ছে। আমরা ১১টি ব্যাংকের পর্ষদ পুনর্গঠন করেছি। এসব ব্যাংক নিয়ে কাজ চলছে। আমাদের মনোযোগ এখন ইসলামি ধারার ব্যাংকগুলোর দিকে। এগুলো ঠিক হয়ে এলে অন্য ব্যাংকগুলোর দিকে নজর দেওয়া হবে। এই ১১টার পরে হয়তো আরও ৪টি ব্যাংক নিয়ে কাজ শুরু করা হবে।'

বিভিন্ন শিল্পগোষ্ঠীতে তত্ত্বাবধায়ক (রিসিভার) নিয়োগ প্রসঙ্গে মুখপাত্র বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংক স্বপ্রণোদিত হয়ে কোনো ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে 'রিসিভার' নিয়োগ করবে না। আদালতের নির্দেশ থাকলে সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

বিভিন্ন ব্যাংকে বিতর্কিত শিল্পগোষ্ঠীগুলোর ঋণসংক্রান্ত অনিয়ম সম্পর্কে জানতে চাইলে হুসনে আরা বলেন, বিএফআইইউ ইতিমধ্যে অনেক হিসাব জব্দ করেছে। তারা এ বিষয় নিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে কোনো তথ্য দেয়নি।

অর্থ পাচার নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে মুখপাত্র জানান, 'পাচার করা অর্থ ফরমাল (বৈধ) চ্যানেলে গেলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক তদন্ত করবে। কিন্তু হুন্ডির মাধ্যমে টাকা পাচার করা হলে সেটি তদন্ত করা কঠিন। বিএফআইইউ এ বিষয়ে কাজ করছে। অর্থ পাচারের বিষয়ে আমরা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছি; কিন্তু এটা আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হবে, জোরজবরদস্তি করে হবে না। আমাদের প্রচুর প্রবাসী আয় আসছে। যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী আয় প্রেরণে শীর্ষে চলে এসেছে। এই দেশ থেকে শুধু যে রেমিট্যান্স এসেছে তা নয়, বিনিয়োগও আসছে।'

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে হুসনে আরা শিখা বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংক নীতি সুদের হার বাড়ানোর পর মূল্যস্ফীতি কমে এসেছিল। আগামী ছয় মাস এর ধারাবাহিকতা থাকলে মূল্যস্ফীতি আশা করছি ৬ শতাংশের কাছাকাছি নেমে আসবে। ইতিমধ্যে অনেক দেশে এটা কাজ করেছে। ফলে আমরাও একই ধরনের নীতিতে আছি। আশা করছি, আমাদের দেশেও এই নীতি কাজ করবে।'

ক্যানবেরায় জয়শঙ্কর

ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর অস্ট্রেলিয়া সফরে গতকাল ক্যানবেরায় প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজের সঙ্গে বৈঠক করেন। এনডিটিভি

সংক্ষেপে

ভারত

বিশেষ মর্যাদা ফেরাতে বিধানসভায় প্রস্তাব

জম্মু কাশ্মীরের হৃত বিশেষ মর্যাদা ফেরাতে বিধানসভায় প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। গতকাল বুধবার আচমকাই সেই প্রস্তাব পেশ করেন উপমুখ্যমন্ত্রী সুরেন্দ্র চৌধুরী। হকচকিত বিজেপি সদস্যদের বিরোধিতা সত্ত্বেও সেই প্রস্তাব কণ্ঠভোটে পাস করা হয়। বিধানসভার অধিবেশন শুরুর প্রথম দিনেই সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে এক প্রস্তাব পেশ করেছিলেন পিডিপি নেতা ওয়াহিদ পারা। যদিও স্পিকার তা গ্রহণ করেননি। সেই প্রস্তাব সম্পর্কে সেদিন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ্ বলেছিলেন, শুধু প্রচার পেতে পিডিপি সদস্য এই কাজ করেছেন। তাঁরা সত্যিই আগ্রহী থাকলে প্রস্তাব নিয়ে ন্যাশনাল কনফারেন্সের (এনসি) সঙ্গে আলোচনা করতে পারতেন। সরকারের পক্ষ থেকে গতকাল পেশ করা প্রস্তাবে অবশ্য ৩৭০ অনুচ্ছেদের উল্লেখ করা হয়নি। একটু ঘুরিয়ে বলা হয়েছে, সাংবিধানিক রক্ষাকবচ ও বিশেষ মর্যাদা পুনঃস্থাপনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বিধানসভার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করুক। প্রস্তাবে বলা হয়, সংবিধানের যে অনুচ্ছেদে জম্মু কাশ্মীরের জনগণের পরিচয়, সংস্কৃতি ও অধিকার রক্ষার কথা বলা হয়েছিল, তা ফেরাতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে কেন্দ্র আলোচনা শুরু করুক।

প্রতিনিধি, *নয়াদিল্লি*

ইসরায়েল

প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে বরখাস্ত করলেন নেতানিয়াহু

ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্টকে বরখাস্ত করেছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। গত মঙ্গলবার তাঁকে বরখাস্ত করা হয়। নেতানিয়াহু বলেন, গাজা ও লেবাননে যুদ্ধকে কেন্দ্র করে ইসরায়েলের চলমান সামরিক অভিযান পরিচালনার বিষয়ে গ্যালান্টের প্রতি তাঁর কোনো আস্থা ছিল না। গ্যালান্টের স্থলাভিষিক্ত করতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও ঘনিষ্ঠ সহযোগী ইসরায়েল কাৎজকে নিয়োগ দিয়েছেন নেতানিয়াহু। আর গিদেওন সারকে নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রী করা হয়েছে। নেতানিয়াহুর কার্যালয় থেকে দেওয়া এক বিবৃতিতে এসব তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে। গাজায় হামাসের বিরুদ্ধে ১৩ মাস ধরে ইসরায়েলের যুদ্ধ চলছে। এ যুদ্ধের লক্ষ্যগুলো কী, তা নিয়ে কয়েক মাস ধরে ডানপন্থী লিকুদ পার্টির অভ্যন্তরে গ্যালান্ট ও নেতানিয়াহুর মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছিল। দলের অনেকেরই ধারণা ছিল, নেতানিয়াহু আজ হোক বা কাল, গ্যালান্টকে বরখাস্ত করবেনই। এদিকে গ্যালান্টকে বরখাস্ত করায় দেশটিতে নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু হয়েছে।

রয়টার্স, *জেরুজালেম*

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

রিপাবলিকানদের নিয়ন্ত্রণে সিনেট, প্রতিনিধি পরিষদেও এগিয়ে

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প নির্বাচনে শুধু নিজেই জয়ী হলেন না, একসঙ্গে যেন সবকিছু জয় করলেন।

রয়টার্স, *ওয়াশিংটন*

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প একসঙ্গে যেন সবকিছু জয় করলেন। যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে পপুলার ভোট, ইলেকটোরাল কলেজ ভোটে জয়ী হয়েছেন। একই সঙ্গে রিপাবলিকান পার্টি যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটের নিয়ন্ত্রণও নিজেদের করে নিয়েছে। গত মঙ্গলবারের নির্বাচনে ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া ও ওহাইওর সিনেট নির্বাচনে জয় পাওয়ার পর মার্কিন সিনেটের নিয়ন্ত্রণ রিপাবলিকানদের হাতে চলে গেছে। এর বাইরে প্রতিনিধি পরিষদেও এগিয়ে রয়েছেন রিপাবলিকানরা।

নিউইয়র্ক টাইমস-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করার পাশাপাশি মঙ্গলবার মার্কিন ভোটাররা কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদের ৪৩৫টি আসনের সব কটির প্রতিনিধি এবং ৩৪টি সিনেট আসনের সিনেটর নির্বাচন করতে ভোট দেন। সিনেটের সব আসনের ফলাফলে রিপাবলিকানরা ৫১টি আসন নিশ্চিত করে ফেলেছেন। ডেমোক্র্যাটরা ৪২টি আসনের দখল পেয়েছেন। মার্কিন সিনেটে আসন সংখ্যা ১০০। সিনেটে এত দিন ডেমোক্রেটিক পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল।

সিএনএনের প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রতিনিধি পরিষদে সর্বশেষ হালনাগাদ পর্যন্ত রিপাবলিকানরা ২০১টি এবং ডেমোক্র্যাটরা ১৭৮টি আসন নিশ্চিত করেছেন। বর্তমান প্রতিনিধি পরিষদে রিপাবলিকানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। সেখানে নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে ২১৮টি আসন নিশ্চিত করতে হবে রিপাবলিকানদের।

যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট ও প্রতিনিধি পরিষদ উভয়ই রিপাবলিকানদের নিয়ন্ত্রণে গেলে ওয়াশিংটনে যেকোনো এজেন্ডা বাস্তবায়ন করা তাদের জন্য সহজ হবে। এ ছাড়া কর হ্রাস ও অভিবাসন সীমিত করার যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ট্রাম্প নির্বাচনে জিতেছেন, সে প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে সহায়ক হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনের চূড়ান্ত ফল জানতে কয়েক দিন পর্যন্ত সময় লেগে যেতে পারে। তবে গত মঙ্গলবারের নির্বাচনের পর সিনেটে রিপাবলিকানদের নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে গেছে। এতে ট্রাম্পের পক্ষ থেকে রক্ষণশীল বিচারক ও সরকারি কাজে পছন্দসই কর্মকর্তা নিয়োগ সহজ হবে।

ট্রাম্পের জয়ের খবরে সমর্থকদের উল্লাস। গতকাল ভোররাতে ফ্লোরিডার পাম বিচে। ছবি : এএফপি

ট্রাম্প প্রথমে ব্যবস্থা নেবেন অবৈধ অভিবাসী তাড়াতে

ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদ

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারে অভিবাসনবিরোধী কড়া বক্তব্য দিয়ে এসেছেন ট্রাম্প।

রয়টার্স, *ওয়াশিংটন*

যুক্তরাষ্ট্র থেকে ব্যাপক হারে অভিবাসী তাড়াতে সরকারের বিভিন্ন সংস্থাকে কাজে লাগানোর কাজ শুরু করতে পারেন দ্বিতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী হওয়া ডোনাল্ড ট্রাম্প। এ কাজে সহযোগিতার জন্য তিনি বিচার বিভাগকেও চাপ দিতে পারেন। ট্রাম্পের সাবেক ছয় কর্মকর্তা ও মিত্র এ তথ্য জানিয়েছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয় দাবি করার পর সমর্থকদের উদ্দেশে ট্রাম্প বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র তাঁকে একটি অভূতপূর্ব এবং শক্তিশালী জনরায় দিয়েছে।

ট্রাম্পকে সমর্থন দেওয়া ব্যক্তি, যাঁরা তাঁর প্রশাসনে যুক্ত হতে পারেন তাঁদের ধারণা হচ্ছে, নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে রিপাবলিকান পার্টির নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট সামরিক বাহিনী থেকে শুরু করে বিদেশি কূটনীতিক পর্যন্ত সবাইকে ডেকে অবৈধ অভিবাসীদের বের করে দেওয়ার বিষয়টি বাস্তবায়ন করতে বলতে পারেন। এ কাজে রিপাবলিকান নেতৃত্বাধীন অঙ্গরাজ্যগুলোর নেতাদের সহযোগিতা নিতে পারেন। এমনকি যেসব রাজ্যে আইনি বিধিনিষেধ আছে, সেখানকার তহবিল বন্ধ করে দেওয়ার মতো পদক্ষেপও নিতে পারেন।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের অপেক্ষায় মেক্সিকোয় অবস্থানরত অভিবাসীরা মুঠোফোনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিজয়ের খবর শুনছেন। ছবি : রয়টার্স

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারে অভিবাসনবিরোধী কড়া বক্তব্য দিয়ে এসেছেন ট্রাম্প। তাঁর প্রতিশ্রুতির কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল ব্যাপকসংখ্যক অভিবাসীকে বের করে দেওয়ার বিষয়টি। ট্রাম্পের রানিং মেট জে ডি ভ্যান্সের তথ্য অনুযায়ী, প্রতিবছর ১০ লাখ অভিবাসীকে বের করে দেওয়া হতে পারে।

অভিবাসী নিয়ে কাজ করা আইনজীবীরা বলছেন, ট্রাম্পের অভিবাসী বিতাড়নের চেষ্টা ব্যয়বহুল, বিভাজন সৃষ্টিকারী ও অমানবিক হয়ে উঠতে পারে। এতে অনেক পরিবার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ওপর মারাত্মক প্রভাব পড়বে।

ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ কয়েকজন বলছেন, ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদের তুলনায় এবারে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর এমন একটি জায়গা হতে পারে, যেখানে আরও আগ্রাসী ভূমিকা দেখা যেতে পারে।

অভিনন্দনে ভাসছেন ট্রাম্প

এএফপি, হংকং

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয় পেয়েছেন রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প। গতকাল বুধবার সাবেক এই প্রেসিডেন্টের দ্বিতীয় মেয়াদ অনেকটা নিশ্চিত হওয়ার পরপরই তাঁকে অভিনন্দন জানাতে শুরু করেন বিশ্বনেতারা। নতুন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন তাঁরা।

দ্বিতীয় মেয়াদে ট্রাম্পের জয়কে ঐতিহাসিক প্রত্যাবর্তন এবং যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল সম্পর্কের নতুন সূচনা বলে মন্তব্য করেছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু।

নির্বাচনে ট্রাম্পের জয় স্পষ্ট হতেই যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের' বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করে চীন।

'দারুণ জয়ের' জন্য ট্রাম্পকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। ট্রাম্পের বিজয়ে সতর্ক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে রাশিয়া। ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ বলেছেন, নির্বাচনে জয় পাওয়ায় ট্রাম্পকে প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের স্বাগত জানানোর পরিকল্পনা আছে কি না, সে বিষয়ে তাঁর কিছু জানা নেই।

ট্রাম্পকে অভিনন্দন জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটোর প্রধান মার্ক রুত্তে। ট্রাম্পকে অভিনন্দন জানিয়ে ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লেন বলেছেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ায় ডোনাল্ড ট্রাম্পকে আমি উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাচ্ছি।'

ট্রাম্পকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এ ছাড়া ট্রাম্পকে অভিনন্দন জানিয়েছেন জার্মানির চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎজ, যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁসহ বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানেরা।

ট্রাম্পের সঙ্গে ইলন মাস্কের উদ্‌যাপন

বিবিসি

যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাচনের রাতটি ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যে কাটিয়েছেন বিশ্বের শীর্ষ ধনী ইলন মাস্ক। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে তিনি বলেন, মার-এ লাগো রিসোর্টে ট্রাম্পের সঙ্গেই নির্বাচনের রাতটি কাটান তিনি।

ইলন মাস্ক

গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান টেসলা ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সের মালিক ইলন মাস্ক রিপাবলিকান প্রার্থী ট্রাম্পের হয়ে দোদুল্যমান অঙ্গরাজ্যগুলোয় ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা চালিয়েছিলেন। তিনি এবারের নির্বাচনে ট্রাম্পকে ১১ কোটি ৯০ লাখ ডলার অনুদান দিয়েছেন।

জিতে এলেন রাশিদা-ইলহান

আল-জাজিরা

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী কমলা হ্যারিস হেরে গেলেও দলটির দুই মুসলিম নারী প্রতিনিধি পরিষদে নিজেদের আসন ধরে রেখেছেন। কংগ্রেসের নিম্নকক্ষে পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন আরব-আমেরিকান রাশিদা তায়েব ও আফ্রো-আমেরিকান ইলহান ওমর।

কংগ্রেসের একমাত্র ফিলিস্তিন-আমেরিকান সদস্য রাশিদা তায়েব। তিনি গত মঙ্গলবারের ভোটে মিশিগান অঙ্গরাজ্যের ১২তম কংগ্রেশনাল ডিস্ট্রিক্ট থেকে জয় পেয়েছেন। এ নিয়ে চতুর্থবারের মতো কংগ্রেস সদস্য হলেন রাশিদা।

রাশিদা যে ডিস্ট্রিক্ট থেকে জিতেছেন, সেখানকার ডিয়ারবর্নে বড়সংখ্যক আরব-আমেরিকান জনগোষ্ঠীর বসবাস। ডিয়ারবর্ন ও ডেট্রয়েট নিয়ে এই কংগ্রেশনাল ডিস্ট্রিক্ট গঠিত। ডেমোক্র্যাট প্রাইমারিতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মনোনয়ন পান রাশিদা। সাবেক শরণার্থী ইলহান ওমর সোমালি-আমেরিকান। তিনি মিনেসোটা অঙ্গরাজ্যের ডেমোক্র্যাট-অধ্যুষিত পঞ্চম কংগ্রেশনাল ডিস্ট্রিক্ট থেকে তৃতীয়বারের মতো জয়ী হয়েছেন। মিনিয়াপোলিসসহ কয়েকটি শহরতলি নিয়ে এই কংগ্রেশনাল ডিস্ট্রিক্ট গঠিত।

রাশিদা তালিব (বাঁয়ে) ও ইলহান ওমর। রয়টার্স

ট্রাম্প জিতলেও বদলাবে না কমলার অবস্থান

আদনান মুকিত

যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ডেমোক্র্যাট প্রার্থী কমলা হ্যারিসকে হারিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন তিনি। ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই জয় নিয়ে আলোচনা করছেন সারা বিশ্বের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। মার্কিন নির্বাচন নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন আত্মগোপনে থাকা অনেক রাজনীতিবিদ। নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক সাবেক নেতা বলেন, 'এই নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ। ভোটার উপস্থিতি দেখেছেন? কত কম! কেন্দ্রগুলো সব খালি। তারপরও অনেকে বলছেন, নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়েছে। এটা ঠিক নয়। তা ছাড়া আমাদের আমলে নির্বাচন সুষ্ঠু বা নিরপেক্ষ না হলেও অবাধ হতো। ইচ্ছেমতো সবাই ভোট দিতে পেরেছেন। অনেকে একাই দুই-তিন শ ভোট দিয়েছেন। তখন তো আপনারাই সমালোচনা করেছেন। আবার দেখেন, এখানে রাত ৯টা পর্যন্ত ভোট দেওয়া হয়েছে। আমাদের সময়ও তো রাতে ভোট হয়েছে, সেটা নিয়ে কত অভিযোগ!'

নতুন প্রেসিডেন্ট কী পরিবর্তন আনবেন, কেমন হবে বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর রাষ্ট্রের নীতি, তা নিয়ে চলছে বিস্তর আলোচনা। রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা মনে করছেন, ট্রাম্প ক্ষমতায় আসায় বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় ঘটবে ব্যাপক পরিবর্তন। অর্থনীতি, যুদ্ধনীতি, ভূরাজনীতিসহ সবকিছু কেমন হবে, তা নিয়ে অনেকের মধ্যেই রয়েছে সংশয় ও ভীতি। কিন্তু কেউই নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারছেন না। যেমন বলছেন না ট্রাম্পের প্রতিদ্বন্দ্বী। নির্বাচনে নিরঙ্কুশ পরাজয়ের পর এখনো কোনো বক্তব্য দেননি কমলা হ্যারিস। এ নিয়েও জনমনে রয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া।

তবে জগলুল তালুকদার অবশ্য ভাবছেন ভিন্ন কথা। ট্রাম্পের পৃথিবী কেমন হবে, এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছেন, 'ট্রাম্প জিতলেও বদলাবে না কমলার অবস্থান।' নির্বাচনের ফল প্রসঙ্গে ফল বিক্রেতা সমিতির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক বর্ষীয়ান এই ব্যবসায়ী বলেন, 'এখন অবস্থা কিছুটা খারাপ হইলেও শীত আইলেই বাজার দখল করবেন কমলা।' ট্রাম্প আসায় কোনো প্রভাব পড়বে কি না, জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'কমলার অবস্থান আগের মতোই থাকবে। কারণ, ভিটামিন সির অন্যতম উৎস হইল গিয়া এই কমলা। সাপোজ ধরেন, আপনার যদি জ্বর আসে, ডাক্তার বলবে ভিটামিন সি খাইতে। আর আমগো দেশে মাশাল্লাহ ভাইরাসের অভাব নাই। রোগবালাই হইবই। ফলে কমলার বিক্রি থাকব ভরপুর। আর সামনে শীত আসতেছে। শীত হইল কমলার মৌসুম। ট্রাম্প আসুক আর যে-ই আসুক, আমরা চিন্তিত না।'

'ফল নয়, ট্রাম্পের প্রতিপক্ষ কমলা হ্যারিসের কথা জিজ্ঞেস করেছি' বলায় জগলুল বলেন, 'ওনারে তো চিনি না। কিন্তু নাম যদি হারিস হয়, তাইলে হ্যায় জিতব ক্যামনে?'

মার্কিন নির্বাচন যদি বাংলাদেশের মতো হতো

নির্বাচনের সময় বাংলাদেশের মতো আমেজ পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় না। মার্কিন নির্বাচন হয়ে গেল। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, তারা নির্বাচনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ উপাদানই মিস করে গেছে। কী সেগুলো? মনে করিয়ে দিচ্ছেন **মাহবুব আলম**

প্রার্থীদের নিয়ে গান

একটা নির্বাচন চলে গেল, অথচ ট্রাম্প কিংবা কমলাকে নিয়ে কোনো গান কানে এল না। এখনো সুযোগ আছে, মার্কিন গীতিকারেরা চাইলে কোমর বেঁধে নেমে পড়তে পারেন। অন্তত চ্যাটজিপিটিকে দিয়ে হলেও একটা গান তো লিখিয়ে নেওয়াই যায়। স্যাম্পল হিসেবে এখানে একটা গান দিয়ে রাখলাম—

এসেছে এসেছে আবার ইলেকশন
জিতবে ট্রাম্প
ভাই নাই
কোনো টেনশন
৩৪ কোটি
মানুষের
একটাই
ডিসিশন
জিতবে ট্রাম্প
ভাই নাই
কোনো টেনশন
জয় আমেরিকা,
জিতবে এবার
রিপাবলিকরা।

পোস্টারের দুনিয়া

এত বড় একটা নির্বাচন গেল, অথচ যুক্তরাষ্ট্রের রাস্তাঘাট কিংবা দেয়ালে কোনো পোস্টার দেখা গেল না। প্রার্থীরা কি নিজেদের নির্বাচনী পোস্টার যুক্তরাষ্ট্রের বুকে না লাগিয়ে মঙ্গল গ্রহের বুকে লাগিয়েছিলেন? একেকটি পোস্টারে কোনায় কোনায় বড় নেতা, ছোট নেতা, মাঝারি নেতা—সবার ছবি স্থান দিতে না পারলে এমন নীরস নির্বাচন করে লাভ কী?

মিছিল, স্লোগান

রাত-বিরাতে মিছিল ও কান ফাটানো স্লোগান ছাড়াই নির্বাচন হয়ে গেল। এদিক থেকে মার্কিনদের হতভাগ্যই বলতে হয়। 'অমুক ভাই, তমুক ভাই, রাজপথ ছাড়ি নাই'—এ ধরনের স্লোগান ছাড়াও কি একটা নির্বাচন হতে পারে? এখনো দেরি হয়ে যায়নি। তাই উদাহরণ হিসেবে মার্কিনদের জন্য কিছু স্লোগান এখানে দিয়ে দেওয়া হলো—

ডু উই হ্যাভ অ্যানি ব্রাদার?
ইয়েস!
হোয়াটস হিজ নেম?
ট্রাম্প!
ওয়ানস এগেইন
ট্রাম্প!
লাউডার
ট্রাম্প!

ভদ্রতা দেখিয়ে অন্যের ভোটটাও দিয়ে দেওয়া

বাংলাদেশে সবাইকে কষ্ট করে ভোট দিতে হয় না। অদূর অতীতেই আমরা দেখেছি, অনেকেই ভদ্রতা করে নিজের ভোটের পাশাপাশি অন্যের ভোটগুলোও দিয়ে দেন। যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি রাজ্যে বৈরী আবহাওয়া থাকায় কষ্ট করে কাউকে যেন ভোটকেন্দ্রে যেতে না হয়, সে জন্য ট্রাম্প বা কমলার দলের নেতা-কর্মীরা নিজেরাই অন্যের ভোটগুলো দিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তাঁরা তা করেননি। নাহ, বলতে হয়, যুক্তরাষ্ট্রে মানবতার বড় অভাব।

কেন্দ্র দখল

ট্রাম্প বা কমলার সমর্থকেরা কেন্দ্র দখল করে নিজেরাই প্রিসাইডিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করতে পারতেন। এতে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সরকারি খরচটাও অনেক বেঁচে যেত। অন্তত তাঁরা বাংলাদেশ থেকে কেন্দ্র দখলে পটু কিছু দক্ষ জনবলও ভাড়া করে নিয়ে যেতে পারতেন। তাহলে নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে এত দুর্ভাবনা থাকত না।

মৃতদের নতুন জীবনদান

বাংলাদেশের নির্বাচনে অনেক মৃত ব্যক্তিকেও ভোট দিতে দেখা যায়। যুক্তরাষ্ট্রেরও সুযোগ ছিল নির্বাচনের মাধ্যমে প্রিয় ব্যক্তিদের আবারও জীবিত করে তোলার। অথচ এমন কোনো ঘটনা কানে এল না। প্রযুক্তিগত দিক থেকে দেশটা পিছিয়েই থাকল। আফসোস।

সমর্থকদের মধ্যে মারামারি

নির্বাচন সম্পর্কে কোনো এক কবি বলেছিলেন, 'পুড়বে বিড়ি উড়বে নোট, এই না হলে কিসের ভোট।'

চা-দোকানে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমর্থক ও কমলা হ্যারিসের সমর্থকদের মধ্যে বিড়ি-সিগারেট নিয়ে মারামারি ছাড়াই একটা নির্বাচন হয়ে গেল। বড়ই দুঃখজনক। কোনো পাল্টাপাল্টি ধাওয়া হলো না, কেউ শান্তিপূর্ণভাবে মারামারি করল না, এমন ভোটের বিরুদ্ধে জানাই তীব্র নিন্দা।

• কৌতুক

সহজ হিসাব

ভোটকেন্দ্রে লাইনে দাঁড়িয়ে ছিলেন দুই ভোটার—সলিম আর জব্বার।

সলিম : তুই কলা মার্কায় ভোট দিবি। আর আমি মুরগি মার্কায়। দুজনের ভোট কাটাকাটি হইয়া গেল। কেউ আগাইল না, পিছাইলও না। তাইলে আমাগো ভোট দিয়া কী লাভ?

জব্বার : ঠিকই তো! তাইলে আর লাইনে দাঁড়ায়া কী হইব? চল, যাইগা।

দুজন লাইন থেকে বেরিয়ে এল।

পেছন থেকে এক বৃদ্ধ সলিমকে বললেন, 'দুজন মিলে ভালোই তো চুক্তি করলা।'

'হ চাচা, সকাল থেইকা পাঁচজনের লগে এই চুক্তি করছি।' সলিমের জবাব।

কে সে

শামীম সাহেব ভোটে দাঁড়িয়েছেন। গণনা শেষে দেখা গেল, তিনি তিনটি ভোট পেয়েছেন।

বাড়ি ফিরে দেখেন, বউ ঝাঁটা হাতে দাঁড়িয়ে আছেন! শামীম সাহেবকে দেখেই চিৎকার জুড়ে দিলেন, 'মিনসের ঘরের মিনসে! তুমি একটা ভোট দিছ, আমি একটা দিছি। আরেকটা দিল কে?'

আনারস মার্কা

নির্বাচনে শরিফ দাঁড়িয়েছেন আনারস মার্কায় আর জলিলের মার্কা ছাতা।

শরিফ : বুঝলা জলিল, ভোটে কিন্তু আমিই পাস করব। কেন জানো? আমার দলের কর্মীরা যখন রিকশায়ও ওঠে, রিকশাওয়ালার খোঁজখবর নেয়। রিকশা থেকে নামার সময় তাঁকে ১০ টাকা বকশিশ দেয়। আর বলে, 'ভাই, ভোটটা কিন্তু আনারস মার্কায়ই দিয়েন।'

জলিল : না রে শরিফ, ভোটে আমিই জিতব। কারণ, আমার লোকেরা রিকশায় উঠেই রিকশাওয়ালাকে গালিগালাজ করে। রিকশা থেকে নামার সময় ১০ টাকা কম দেয়। আর বলে, 'ওই ব্যাটা, ভোটটা কিন্তু আনারস মার্কায় দিবি।'

ব্রিজ

মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করছিলেন এক নেতা, 'আমি যদি নির্বাচিত হই, এই গ্রামে ব্রিজ বানিয়ে দেব।'

পেছন থেকে একজন বলে উঠল, 'স্যার, এই গ্রামে তো কোনো খাল নেই। ব্রিজ করবেন কীভাবে?'

নেতা আমতা আমতা করে বললেন, 'ইয়ে মানে...প্রথমে খাল খনন করব। এরপর খালের ওপর ব্রিজ বানাব।'

হোয়া হোয়া

আফ্রিকান ব্যবসায়ী ফার্নান্দেজ। নিজ গ্রামে নির্বাচনে দাঁড়াবেন বলে ঠিক করেছেন। কিন্তু বেচারা বড় হয়েছেন শহরে। গ্রামে কখনো যাননি, এমনকি নিজ গ্রামের ভাষাও ঠিকঠাক জানেন না। তাতে কী? ঢাকঢোল পিটিয়ে নির্বাচনে দাঁড়িয়ে গেলেন তিনি।

একদিন গ্রামের মঞ্চে তাঁকে বক্তৃতা করতে দেখা গেল, 'আমি নির্বাচিত হলে আপনাদের সব দুঃখ-দুর্দশা দূর করব।'

গ্রামের লোকজন সমস্বরে বলে উঠল, 'হোয়া হোয়া!'

ফার্নান্দেজ আরও বললেন, 'গ্রামের মাটির সব ঘর ভেঙে পাকা ঘর তৈরি করে দেব।'

আবার সবাই বলে উঠল, 'হোয়া হোয়া।'

ইনিয়ে-বিনিয়ে আরও বহু প্রতিশ্রুতিই দিলেন তিনি। প্রতিটি বক্তব্য শেষেই গ্রামের লোকের একই কথা, 'হোয়া হোয়া।' ফার্নান্দেজ তো গ্রামের ভাষা বোঝেন না। তিনি ধরেই নিলেন, সবাই নিশ্চয়ই তাঁকে সমর্থন জানাচ্ছে। খুশিমনে তিনি বক্তৃতা শেষ করলেন।

ফেরার পথে কাদামাটি পেরিয়ে যাচ্ছিলেন ফার্নান্দেজ, সঙ্গে এক গাইড। পথিমধ্যে চোখে পড়ল একগাদা গরুর গোবর। নাক কুঁচকে ইশারায় বললেন ফার্নান্দেজ, 'ওয়াক থু! এগুলো কী?'

গাইডের উত্তর, 'হোয়া হোয়া!'

• ছবির ধাঁধা ৬৬

প্রিয় বায়ের

কেমন আছিস? তোর ভাতিজাকে নিয়ে তো বড় বিপদে আছি। দিনরাত ফোনে [ছবি] খেলে। ওকে নিয়ে টেনশন করাই এখন আমার প্র[ছবি] কাজ। তুই তো পড়ালেখার [ছবি] চুকিয়েছিস। এখন [ছবি] বাড়ি এসে বিসিএসের প্রিপারেশনের পাশাপাশি ভাতিজার একটু দেখাশোনাও করতে পারিস। তা না করে শুরু করেছিস চিনাবাদাম আর [ছবি] রোটের ব্যবসা! বিসিএস যদি না-ই দিবি, তাহলে এত কষ্ট করে পড়ালেখা করার কী দরকার ছিল? আমাদের কথার কোনো দা[ছবি] দিলি না। তোকে নিয়েও বা[ছবি] সবাই চিন্তিত। একদিন ঠিকই আমাদের কথার মর্ম বুঝবি। সেদিন আর বিসিএস দেওয়ার বয়স থাকবে না।

ইতি,

জ ল

আইডিয়া : **আশফাকুর রহমান**

সঠিক জায়গায় সঠিক শব্দ বসিয়ে লেখাটি সম্পূর্ণ করুন। লটারির মাধ্যমে দুজন সঠিক উত্তরদাতাকে দেওয়া হবে ৩০০ ও ২০০ টাকার মুঠোফোন রিচার্জ। তাই উত্তরের সঙ্গে পাঠিয়ে দিন আপনার মুঠোফোন নম্বর। ১২ নভেম্বর ২০২৪-এর মধ্যে। **খামের ওপর লিখতে হবে :** কথা com, *প্রথম আলো*, প্রগতি ইনস্যুরেন্স ভবন, ২০-২১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫। অথবা **ই-মেইল** করুন : kothacom@prothomalo.com

ছবির ধাঁধা ৬৫ বিজয়ী

১. সৈয়দা নওশীন তারান্নুম, ঢাকা
২. আতিদ তূর্যহাসান, খুলনা

ছবির ধাঁধা ৬৫-এর উত্তর

জগ, হার, তারা, রয়েল, দই, ফ্যান, কার, চর, দীপ

• রম্য

এক পরিবার কয়েক পরিবার

কাসাফাদ্দৌজা নোমান

অলংকরণ : এস এম রাকিবুর রহমান

পরিবার প্রথার প্রচলন হয়েছে আদিম যুগে, আর 'আমরা এক পরিবার' প্রথার জন্ম করপোরেট যুগে। তখন সদ্য পাস করে একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে জয়েন করেছি। মাস তিনেক যাওয়ার পর এক সন্ধ্যায় এমডি সাহেব সবাইকে ডেকে পিৎজা খাওয়ালেন। অফিস নিয়ে অনেক ভালো ভালো কথা বললেন। সবশেষে সবার উদ্দেশে বললেন, 'আমরা এক পরিবার।'

শুনে আমাদের মনের ভেতর সে কী উত্তেজনা! চাকরি মানেই চাকর নয়, চাকরি মানে আমরা এক পরিবার। সেই পরিবারের জন্য কাজ করব না? অবশ্যই করব, জীবন দিয়ে দেব। সেদিন থেকে কলিগদের কাউকে ভাই, কাউকে বোন, কাউকে দাদা, কাউকে ফুফু, এমনকি কাউকে বাবা, কাউকে মা মান্য করি। কিন্তু তাঁদের কাছে আমার অবস্থান সম্ভবত 'কাজের ছেলে'র। দিনরাত খেটে মরি, তবু কারও মন পাই না। অথচ এই আমি আমার সত্যিকার পরিবারে কোনো কাজ করি না, খালি শুয়ে থেকে অর্ডার দিই, 'আম্মা, ভাত দাও!'

এমডির বলা 'আমরা এক পরিবার' কথাটির মাহাত্ম্য বুঝলাম, যখন সেই মাসে আমাদের সঠিক সময়ে বেতন হলো না। যেহেতু আমরা এক পরিবার, নিজেদের পরিবার যদি এমন অর্থকষ্টে পড়ত, কী করতাম? নিরুৎসাহিত না হয়ে শুধু কাজ করতাম। ফলে শপথ নিলাম, যত দিন এই শরীরে বল আছে আর মনে শক্তি আছে—কাজ আমি করে যাব এই আসরে, তোমাদের মন আমি নেব কেড়ে!

এরপর যা হলো—যখনই এমডি আমাদের পিৎজা খাইয়ে বলেন, 'আমরা এক পরিবার', বুঝে নিই এই মাসেও বেতন দেরিতে হবে। নইলে অন্য কোনো ফাঁড়া আছে।

নিজের পরিবার ছাড়াও এখন আমার অফিস একটা পরিবার, আগের অফিসেও ছিলাম এক পরিবার, এলাকার যে ক্লাবের সদস্য আমি, সেটাও এক পরিবার।

অথচ আমার নিজ পরিবারেই নিজের অবস্থা বড় বেহাল। মনে আছে, এসএসসি পরীক্ষার মাত্র তিন মাস আগে এসেছিল আনন্দের শীত। পড়ালেখা বাদ দিয়ে রাতে ব্যাডমিন্টন আর দিনে ক্রিকেট, এভাবেই চলছিল। এই বিষয়ে পরিবারের মতামত ছিল—আমি কাজটা একদমই ঠিক করছি না। আর আমার মতামত হলো শীত আসেই তো বছরে একবার। কী হয় একটু খেললে? তো এ রকম মতবিরোধপূর্ণ পরিস্থিতিতে একদিন ভীষণ উত্তেজনায় ঠাসা এক সংলাপে পরিবারের জনৈক সিনিয়র সদস্য (নিরাপত্তার কারণে নাম ও সম্পর্ক উল্লেখ করলাম না) প্রশ্ন করেছিলেন, 'তোমার কি পড়ালেখা করার ইচ্ছা আছে, নাকি নাই?'

প্রশ্নটা শুনে বড় ভালো লাগল। এমন পরিবারই তো চেয়েছিলাম, যেখানে সবার মতামত দেওয়ার সুযোগ থাকবে। ফলে দ্রুতই নিজের মতামত জানিয়ে দিলাম, 'খুব একটা ইচ্ছা নাই।'

কিন্তু তারা কী করল জানেন? টেবিলের ওপর থেকে স্কেলটা এনে দিল পিটুনি। হয়তো তাদের সঙ্গে আমার মতের মিল হয়নি, তাই বলে নতুন স্কেল দিয়ে গায়ে হাত তুলবে? ঝাড়ুতেই তো অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। বলুন, এটাই কি পরিবার?

আমার মতে পরিবার ভীষণ বৈষম্যমূলক একটা জায়গা। ধরুন, ঘরের কলিং বেল বাজছে, দরজা কাকে খুলতে হবে? হঠাৎ নুন শেষ হলে কাকে দোকানে যেতে হবে? খালা-ফুফুদের আনা-নেওয়া কে করবে? কে এ-বাড়ির খাবারের বাটি ও-বাড়ি, ও-বাড়ির টিফিন ক্যারিয়ার এ-বাড়ি পৌঁছে দেবে? কোরবানির মাংস নিয়ে কে এবাড়ি-ওবাড়ি ছুটবে? অতিথি এলে কার ঘরে রাত্রি যাপন করবে? প্রয়োজনে কাকে মেঝেতে ঘুমাতে হবে? গাড়িতে একজনকে ইঞ্জিনের ওপর বসতে হলে, কে বসবে? উত্তর একটাই। পরিবারের ছোট ছেলেটি।

> বড় ছেলের কষ্ট তো আমরা নাটকেই দেখে ফেলেছি। গাড়ি চলে তেলে, আর পরিবারের বড় ছেলে চলে চোখের জলে। পুরো পৃথিবীর দায়িত্ব তার কাঁধে দিয়ে বাকিরা আয়েশ করে বেড়ায়।

বড় ছেলের কষ্ট তো আমরা নাটকেই দেখে ফেলেছি। গাড়ি চলে তেলে, আর পরিবারের বড় ছেলে চলে চোখের জলে। পুরো পৃথিবীর দায়িত্ব তার কাঁধে দিয়ে বাকিরা আয়েশ করে বেড়ায়। এ ছাড়া এ দেশের পুরুষদের একটা বড় অংশ পরিবার বলতে বোঝে তাদের স্ত্রীকে! একবার ভাবুন তো, তারা ঘরে গিয়ে পরিবারকে কীভাবে বোঝাবে যে তার আরও একটা পরিবার আছে?

ইদানীং আশপাশে যেভাবে পরিবার ভাঙার ঘটনা ঘটছে; মাঝেমধ্যে মনে হয় পরিবার আসলে একটা ব্যান্ড (গানের দল)। কিছুদিন পরপর শুধু ভাঙন ধরে। এভাবে চলতে থাকলে কদিন পর হয়তো অফিসে গেলে শুনব বস বলছেন, 'আমরা তো একই ব্যান্ডের সদস্য।' জি বস। এই ব্যান্ডে আমার ভূমিকা ড্রামার নয়, ড্রামসের। পিটুনি খাই, আর বাজি।

ফ্ল্যাট বিক্রয়

* ধানমন্ডি ৮/এ সাতমসজিদ রোডের পশ্চিমে নাভানার ১৯৯১ বফু পার্কিংসহ ৯ তলায় সামনে কর্ণার সাইডে ইন্টেরিয়রকৃত তিতাস গ্যাসসহ ব্যবহৃত ফ্ল্যাট। ০১৭১৪৮৫৫১১০, ০১৮১৫৭৫০৭২১। সি-৬০৪৪৫৭
* মোহাম্মদপুর ১১০০, ১৩৭৫ বর্গফুট (রেডি) এবং উত্তরা ১৫৩০ বর্গফুট (চলমান) ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। ০১৮১১-৪১২১৪৬। ডি-৬০৪৫০২
* জলসিঁড়িতে (৪০´-১০০´ রাস্তা) নির্মাণাধীন প্রকল্পে সেক্টর-১৩, ১৭তে ২৭৫০ ও ২৮০০ বর্গফুট-এর ফ্ল্যাট বিক্রয় চলছে। মোবাইল : ০১৩২৯৭১১৫৪০। সি-৬০৪৫০৯
* মিরপুরে প্রায় রেডি ফ্ল্যাট দ্রুত বিক্রয় লোন সুবিধাসহ। যোগাযোগ : ০১৩১৬৮১৪৮২৩। ডি-৬০৪৪৮২
* ২ লক্ষ টাকা ছাড়ে দোকান ও ৫ লক্ষ টাকা ছাড়ে রেডি ফ্ল্যাট যশোর শহরে রেডি ফ্ল্যাট/দোকান বিক্রয়। যোগাযোগ : ০১৭৬৮১২৩৬৬৩। ডি-৬০৪৪৮৩
* টিকাটুলী কামরুন্নেসা স্কুলের সাথে ১১৭৫, ২০১৫ বর্গফুটের নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয়। প্রকৃত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করুন : ০১৭২২৫৬৮৪৬০। ডি-৬০৪৫০১
* রাজধানীর মহাখালীতে গাউসুল আজম মসজিদ সংলগ্ন আকর্ষণীয় লোকেশনে রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। যোগাযোগ : ০১৮১৭০৪৪০০২। ডি-৬০৪৪৯৩
* ধানমন্ডি ও পশ্চিম ধানমন্ডিতে নিরিবিলি পরিবেশে বিডিডিএল এর ৩/৪ বেডের প্রায় রেডি/নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭৫৫-৫১১০১৯, ০১৭৫৫-৫১১০১৭। মো.বু-৬০৪৪৫৮

প্লট বিক্রয়

* রাজউক পূর্বাচলে ১১নং সেক্টরে ৭.৫ কাঠা প্লট বিক্রি করবো। সম্মানিত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করুন। ০১৭১৮-০০৯১৪৬। ডি-৬০৪৫০৪
* আর্মি হাউজিং জলসিঁড়ি গাঁ ঘেঁষেই ১০০% রেডি প্লট, এখনই বাড়ি করে বসবাস করুন। কাঠা ৫ লক্ষ। ০১৮৯৪৮৪১৭০২। সি-৬০৪৫০৬
* ঢাকা-মাওয়া ৪০০´ ফিট এক্সপ্রেসওয়ে-সংলগ্ন, বাউন্ডারিকৃত রেডি প্লট কম মূল্যে বিক্রয় চলছে। মোবাইল :০১৩২৯৬৯৩০৫৪। সি-৬০৪৫০৭
* পূর্বাচল সংলগ্ন বালি ভরাট চলমান ৩, ৫, ১০ কাঠার আবাসিক প্লট ও ২০ কাঠার বাণিজ্যিক প্লট বিক্রয় চলছে। মোবাইল : ০১৩২৯৭১১৫৩১। বিকেএন-৬০৪৫০৮
* বনশ্রী-ডেমরা হাইওয়ে-সংলগ্ন আমুলিয়া মডেল টাউনের এভিনিউ রোড সংলগ্নে এখনই বাড়ী করার উপযোগী ১টি ৩ কাঠার প্লট বিক্রয়। ০১৮০০০২২৮৮১। ডি-৬০৪৪৯৪
* পূর্বাচল ২৭নং সেক্টরের সাথে বালি ভরাট চলমান, কাঠাপ্রতি মূল্য সর্বনিম্ন ২.৭৫ লক্ষ টাকা। মোবাইল :০১৮৯৭-৬২৩৯৬৯। টিবু-৬০৪৪৮৬
* ভবিষ্যৎ পূর্বাচল সিটি কর্পোরেশন আওতাধীন আর্মি হাউজিং জলসিঁড়ি প্রকল্প ১ ও ২ সংলগ্ন ভরাটকৃত প্লট কাঠা ১৫ থেকে ৪০ লক্ষ টাকা। ০১৮৪৪-৯৯২২০৬। ডি-৬০৪৫০০

পাত্র-পাত্রী চাই

* ডিভোর্সি/বয়স্ক ছেলে-মেয়ের আর্জেন্ট বিবাহের আলাদা ইউনিট, সফলতার ২৫ বছর, সকলের জন্য সেতু। ০২-৫৮৩১৩২৮৬, ০১৮১৭-৫১২০৪৭, setuahmed75@gmail.com ডি-৬০৪৪৮১

বিবিধ

* **জমি ক্রয় : পূর্বাচল মিরের বাজার-পিপুলিয়া-কালিগঞ্জ বাজার, কালিগঞ্জ-ঘোড়াশাল রোড সংলগ্ন এলাকায় ১-২ বিঘা নিষ্কণ্টক জমি ক্রয় করতে ইচ্ছুক। প্রকৃত মালিক ব্যতীত অন্যদের যোগাযোগ করার ক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত করা হলো। ০১৮৫২-৬৮৭৬৫২ (বিকাল ৪টা-রাত ৯টা)।** ডি-৬০৪৪১৬
* **ব্যবসায়ী সহযোগী আবশ্যক :** প্রতিষ্ঠিত আল-আকদাস ইন্টারন্যাশনাল স্কুল (ইংলিশ মিডিয়াম) এর জন্য ব্যবসায়ী সহযোগী অবশ্যক। যোগাযোগ : ৬/১২ হুমায়ুন রোড, ব্লক-বি, মোহাম্মদপুর, আরিফুল ইসলাম, ০১৯২১৬১২৩২৪ (হোয়াটসঅ্যাপ) ডি-৬০৪৫০৫

পাত্র-পাত্রী চাই

* দীর্ঘ ১৫ বছর পাত্রপাত্রী ম্যাচমেকিং-এর ক্ষেত্রে আস্থা, নিষ্ঠা, সততার মাধ্যমে অভিজাত উচ্চশিক্ষিত প্রতিষ্ঠিত এবং পারিবারিক ধর্মীয় মূল্যবোধ বজায় রেখে কাজ করছে "ম্যারেজ সল্যুশনবিডি" "দৃষ্টিভঙ্গি বদলান/জীবন বদলেযাবে"# ০১৭৪৫-৫৭৩৩৪৯/০১৬১৭-০১৪১৪০। ডি-৬০৪৪৭৭

পাত্রী চাই

* ঢাকার অভিজাত এলাকায় সেটেল্ড (অবসরপ্রাপ্ত) সচিবের কনিষ্ঠ পুত্র (৫-৮´´+৩৯) বিবিএ, এমবিএ এনএসইউ। গ্রুপ অব কোম্পানির সিইও পাত্রের উপযুক্ত পাত্রী। অভিভাবকগণ : ০১৭১৫৪৯৭৮৬৫। ডি-৬০৪৫১৬
* বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের পুত্র ও/এ লেভেল ইউএসএ হতে গ্র্যাজুয়েশন (২৬-৫-৮´´) নিজ কোম্পানির ডিরেক্টর পাত্রের পাত্রী চাই। মোবা : ০১৬১৮-৮৭১০৪৮/০১৯৯৫-৫৮৫২৩৩। ডি-৬০৪৪৭৫
* এমবিবিএস স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ, বিসিএস স্বাস্থ্য, এমডি কোর্সে আছেন, বাবা ডাক্তার অভিজাত এলাকায় সেটেল্ড (৩০-৫-১০´´) পাত্রের পাত্রী চাই। ০১৭০৬৩১৯৩৩৩। ডি-৬০৪৪৭৩
* বিসিএস অ্যাডমিন ক্যাডার, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, অনার্স-মাস্টার্স ঢাবি, বাবা সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা (৩০-৫-৮´´) সুদর্শন পাত্রের পাত্রী চাই। ০১৭৩২২৩১৩০৭। ডি-৬০৪৪৭৪
* শর্ট ডিভোর্স আমেরিকার সিটিজেন বিএসসি এমএসসি ইইই বুয়েট পিএইচডি ইউএসএ বাবা-মা সরকারি কর্মকর্তা বর্তমানে ছুটিতে ঢাকায় (৩৬-৫-১০´´) সুদর্শন নামাজি পাত্রের পাত্রী। ০১৯৯৩৮১৯৭৯৫। ডি-৬০৪৪৭০

পাত্রী চাই

* ঢাকায় স্থায়ী ডাক্তার প্রফেসরের পুত্র বিএসসি কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ার বুয়েট, স্কলারশিপে এমএসসি+পিএইচডিরত ইউএসএ (৩০-৫-১০´´) সুদর্শনের আর্জেন্ট। ০১৯১১৬৭৪৯৩৯। ডি-৬০৪৪৯৫
* বেসরকারি ব্যাংকের এভিপি (এমবিএ) (৩৮-৫-৯´´) আমেরিকার সিটিজেন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (৩৫-৫-৯´´) পাত্রদ্বয়ের উপযুক্ত লগন, গুলশান-১। ০১৭১৫২৫৯৭৮৭, ০১৭১০০৮৪০০৯। ডি-৬০৪৪৯৯
* অস্ট্রেলিয়ান সিটিজেন, বিএসসি ইলেকট্রিক্যাল অস্ট্রেলিয়া, অস্ট্রেলিয়াতে কর্মরত, বাবা-মা ডাক্তার প্রফেসর (৩৪-৫-১০´´) সরাসরি অভিভাবকগণ যোগাযোগ : ০১৮৬৩৮২৭০০৮ (হোয়াটসঅ্যাপ) যাবু-৬০৪৫১১
* এমবিবিএস সরকারি মেডিকেল ৪২তম বিসিএস, ঢাকায় স্থায়ী শিক্ষিত ছোট পরিবারের পুত্র (২৯-৫-৭´´) সুদর্শন পাত্রের (আর্জেন্ট) পাত্রী চাই। ০১৭৮২৫৫৬৫৯০। যাবু-৬০৪৫১২

পাত্র চাই

* ব্যবসায়ী পরিবার কানাডার সিটিজেন ডিভোর্সি (৩৮-৫-৩´´) ও ঢাকায় স্থায়ী স্বামী মৃত (২৮-৫-৪´´) পাত্রীদ্বয়ের পাত্র চাই। সন্তান গ্রহণযোগ্য। ফিরোজা আপা। ০১৭৮৯১৫৩১১১। ডি-৬০৪৫১৪
* বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা কানাডা হতে গ্র্যাজুয়েশন (২৭-৫-৪´´) নম্র, ভদ্র, সুন্দরী পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। মোবাইল : ০১৬১৮-৮৭০৬৮৫/০১৭২৯-২৬১৮৭৬। ডি-৬০৪৪৭৬
* এমবিবিএস সরকারি মেডিকেল কলেজ, এফসিপিএস পার্ট-১, বাবা-মা ডাক্তার, ঢাকায় সেটেল্ড (২৭-৫-৪´´) সুন্দরী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র। ০১৭৪১৮৭৩৭০৭। ডি-৬০৪৪৭১
* লেকচারার ঢাবি, সায়েন্স ফ্যাকাল্টি, বিএসসি এমএসসি ঢাবি, বাবা সরকারি কর্মকর্তা (২৬-৫-৩´´) ফর্সা সুন্দরী হিজাবী পাত্রীর জন্য প্রতিষ্ঠিত পাত্র। ০১৭৭৯০৬৪৯১১। ডি-৬০৪৪৭২

সোনালী ব্যাংক পিএলসি
বিশ্বস্ত ও স্মার্ট

১৪,০০০ (চৌদ্দ হাজার) পিস কম্বল ক্রয় ও সরবরাহের টেন্ডার নোটিশ

কাজের নাম : সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর কর্পোরেট সোস্যাল রেসপনসিবিলিটি (সিএসআর) এর আওতায় ১৪,০০০ (চৌদ্দ হাজার) পিস কম্বল উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে ক্রয় ও সরবরাহের নিমিত্ত আগ্রহী প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট থেকে দরপত্র আহ্বান করা যাচ্ছে। দরপত্র বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত তথ্যের জন্য সোনালী ব্যাংক পিএলসি-এর ওয়েবসাইট www.sonalibank.com.bd এর Tender Board এবং এ ডিভিশনের নোটিশ বোর্ড দেখুন।

ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার
কমন সার্ভিসেস ডিভিশন
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

ফোন : ২২৩৩৮৪৬৪২ (অফিস)
মোবাইল : ০১৭০৮-১৫৯৩১৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন কমিশন
১৫ কলেজ রোড, ঢাকা-১০০০
ই-মেইল :info@lc.gov.bd
ওয়েব :www.lc.gov.bd

'সরবরাহকারী/ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নতুন তালিকাভুক্তি বিজ্ঞপ্তি'

২০২৪-২০২৫ অর্থ বৎসরে আইন কমিশনের জন্য ২ (দুই) ক্যাটাগরিতে যথা (ক) পণ্য ও সেবা সরবরাহ (খ) মুদ্রণ ও বাঁধাই এর নিমিত্ত প্রকৃত 'সরবরাহকারী/ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নতুন তালিকাভুক্তির নিমিত্ত নির্ধারিত ফর্মে সীলমোহরযুক্ত খামে আবেদনপত্র আহ্বান করা যাচ্ছে :

ক্র. নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	আইন কমিশন, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
১	প্রতিষ্ঠান	আইন কমিশন, ঢাকা।
২	সংগ্রাহক প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	আইন কমিশন, ১৫ কলেজ রোড, ঢাকা-১০০০
৩	সংগ্রাহক প্রতিষ্ঠানের জেলা	ঢাকা
৪	আবেদনপত্র আহ্বানের ধরন	২০২৪-২০২৫ অর্থ বৎসরের আইন কমিশনের (ক) পণ্য ও সেবা সরবরাহ (খ) মুদ্রণ ও বাঁধাই এর নিমিত্ত সরবরাহ করণের লক্ষ্যে সরবরাহকারী/ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের নতুন তালিকাভুক্তকরণ/নবায়ন
৫	নথি নম্বর	আক/সীমিত দরপত্র/ক্রয় পদ্ধতি/৪৩/২২ (অংশ-২)/৮৩৫৪ অর্থ বৎসর ২০২৪-২০২৫
৬	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	০৫/১১/২০২৪ খ্রি.
৭	দরপত্র আহ্বানের উদ্দেশ্য	সরবরাহকারী/ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নতুন তালিকাভুক্তকরণ/নবায়ন
৮	ক্রয় পদ্ধতি	সীমিত দরপত্র পদ্ধতি (LTM)
৯	বাজেট ও তহবিলের উৎস	আইন কমিশনের অনকূলে বরাদ্দকৃত রাজস্ব বাজেট
১০	আবেদনপত্র ক্রয়ের তারিখ ও স্থান	০৫/১১/২০২৪ খ্রি. হতে ১৮/১১/২০২৪ খ্রি. পর্যন্ত, অফিস চলাকালীন সময়ে আইন কমিশন কার্যালয়, ১২ তলা অবস্থিত প্রশাসনিক শাখা (কক্ষ নং-১২০৫) থেকে সিডিউল সংগ্রহ করা যাবে।
১১	আবেদনপত্র জমা প্রদানের সর্বশেষ তারিখ, সময় ও স্থান	১৮/১১/২০২৪ খ্রি. তারিখ ২.০০ ঘটিকা পর্যন্ত। স্থান-আইন কমিশন, ১৫ কলেজ রোড, ১২ তলা, কক্ষ নং-১২০৫
১২	উন্নয়ন সহযোগী (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	প্রযোজ্য নহে
১৩	আবেদনকারীর যোগ্যতা	পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ এর শর্ত অনুযায়ী যোগ্যতা সম্পন্ন হতে হবে এবং আবেদনপত্রে বর্ণিত কাগজপত্র সমূহ আবেদনপত্রের সহিত দাখিল করতে হবে।
১৪	আবেদন ফর্মের মূল্য/সিডিউল মূল্য	৫০০/- (পাঁচশত) টাকা (অফেরতযোগ্য)
১৫	সচিব, আইন কমিশন এর নামে তালিকাভুক্তি ফি (চালানো মাধ্যমে) জমা করতে হবে।	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা +১৫% ভ্যাট (অফেরতযোগ্য)
১৬	সচিব, আইন কমিশন এর নামে নবায়ন ফি (চালানো মাধ্যমে) জমা করতে হবে (যারা ইতোমধ্যে তালিকাভুক্ত আছেন তাদের জন্য প্রযোজ্য)	২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা + ১৫% ভ্যাট (অফেরতযোগ্য)
১৭	আবেদনপত্র আহ্বানকারীর নাম, পদবী ও ঠিকানা	সচিব আইন কমিশন।
১৮	বিশেষ নির্দেশনা	(ক) সরবরাহকারী/ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান নতুন তালিকাভুক্ত করার ক্ষেত্রে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি বিধান পালন করা হবে। (খ) সঠিক তথ্য অনুযায়ী আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ পূর্বক দাখিল করতে হবে। অসম্পূর্ণ তথ্য সম্বলিত আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

স্বাক্ষরিত
(মোঃ শামছুল আলম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
আইন কমিশন।
(সচিব, আইন কমিশনের পক্ষে)
ফোন নং-৪১০১৫৩৬০৬

TENDER NOTICE

Sealed tenders are hereby invited by Prime Bank PLC., on behalf of Prime Bank FinTech Limited, from reputed companies in the relevant field for providing below item:

Name of Work	Period of Sale		Last Date of Submission
	From	To	
Procurement of "Mobile Financial Services (MFS)" Platform and Solutions for Prime Bank FinTech Limited	07.11.2024	05.12.2024	05.12.2024

Details are given on the Prime Bank website.
https://www.primebank.com.bd/tenders

Head of Facility Management Division

গাড়ি বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

যেখানে যে অবস্থায় আছে সে ভিত্তিতে ৫টি ডেলিভারি ভ্যান এবং ১টি পিকআপ সিঙ্গেল কেবিন গাড়িগুলো বিক্রয় করা হবে।

- ৫টি টয়োটা মডেল-১৯৯৯ ডেলিভারি ভ্যান সিসি ২১৮০ (ঢাকা মেট্রো ম-১১-০৬২৮ ও ঢাকা মেট্রো ম-৫১-২৮৯৬), সিসি ২৯৮০ (ঢাকা মেট্রো ম-১১-০৬২৪), সিসি ২১৮৪ (ঢাকা মেট্রো ম-১১-০৬২৫) এবং টয়োটা ডায়না, সিসি ২৭৭৯ (ঢাকা মেট্রো অ-১১-১৩৬৯)।
- ১টি পিকআপ সিঙ্গেল কেবিন টয়োটা মডেল -১৯৯৭, সিসি- ১৯৯০ (ঢাকা মেট্রো ঠ-১১-৪৭০৩)

আগ্রহী প্রকৃত ক্রেতাগণকে আগামী ২০ নভেম্বর ২০২৪ এর মধ্যে অফিস চলাকালীন সময়ে নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করে "অপসোনিন ফার্মা লিমিটেড"-এর অনুকূলে ৫০০০০.০০ টাকার ব্যাংক ড্রাফটসহ (ফেরতযোগ্য) দরপত্র জমা দেয়ার অনুরোধ করা হলো।

মানব সম্পদ বিভাগ, অপসোনিন ফার্মা লিমিটেড, ৩০ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা -১০০০।

শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
রাজশাহী : ৬২০৫, বাংলাদেশ
ফোন : পরিচালক (+৮৮ ০৭২১) ৭৫০৩৫৮, অফিস : ৭১১১৬৮
ফ্যাক্স নং : +৮৮ ০৭২১ ৭৫০০৬৪, ই-মেইল : ier@ru.ac.bd

Institute of Education & Research
University of Rajshahi
Rajshahi: 6205 Bangladesh
Director: (+88 0721) 750358, Office: 711168
Fax No: +88 0721 750064, E-mail: ier@ru.ac.bd

শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষে এমফিল ও পিএইচডি প্রোগ্রামে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে শিক্ষা বিষয়ে ২ (দুই) বছর মেয়াদী এমফিল ও ৩ বছর মেয়াদী পিএইচডি ডিগ্রী কোর্সে ভর্তির জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। যে কোন বিষয়ে স্নাতক সম্মানসহ মাস্টার্স ডিগ্রীপ্রাপ্তরা আবেদন করতে পারবেন। গবেষণার বিষয়বস্তু শিক্ষা সংশ্লিষ্ট হতে হবে। বিধি মোতাবেক ভর্তি প্রাপ্ত ফেলোকে অর্থ প্রাপ্তি সাপেক্ষে মাসিক ফেলোশীপ প্রদান করা হবে।

পরিচালক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়-এর অনুকূলে ১০০০/- (এক হাজার) টাকার ব্যাংক ড্রাফট (অফেরতযোগ্য) অগ্রণী ব্যাংক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখায় প্রদেয় জমা দিয়ে আবেদনপত্র ০৬/১১/২০২৪ থেকে ২৮/১১/২০২৪ তারিখ পর্যন্ত সংগ্রহ ও আগামী ০৫/১২/২০২৪ তারিখের মধ্যে অফিস চলাকালীন জমা দেয়া যাবে। বিস্তারিত তথ্য শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট অফিসে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট www.ru.ac.bd/ier নোটিশ সেকশনে পাওয়া যাবে।

স্বাঃ/-
(প্রফেসর ড. আকতার বানু)
পরিচালক
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
প্রয়োজনে : অফিস : ০২৫৮৮৮৬৪১৬৮
E-mail: ier@ru.ac.bd

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

নং সংস্থা/ব-৫৯/রে- ৩০১৬ | তারিখ : ০৫ নভেম্বর ২০২৪

আবশ্যক

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অফিস/বিভাগের নিম্নবর্ণিত শূন্য পদসমূহ পূরণের নিমিত্তে যোগ্যতা সম্পন্ন বাংলাদেশের নাগরিকদের নিকট হতে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে :

কর্মকর্তা পদ

১। **কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি**
(ক) লাইব্রেরিয়ান-এর ১টি স্থায়ী পদ। বেতন স্কেল ৮ : ৫৬৫০০-৭৪৪০০/-।
(খ) সহকারী লাইব্রেরিয়ান-এর ১টি স্থায়ী পদ। বেতন স্কেল : ৮ : ২৯০০০-৬৩৪১০/-
(গ) জুনিয়র সহকারী লাইব্রেরিয়ান-এর ১টি স্থায়ী পদ। বেতন স্কেল : ৮ : ২২০০০-৫৩০৬০/।

২। **সেন্টার ফর ইনভাইরনমেন্টাল এন্ড রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট**
EMIS Specialist-এর ১টি স্থায়ী পদ। বেতন স্কেল : ৮ : ৫০০০০-৭১২০০/-।

৩। **রেজিস্ট্রার অফিস**
(ক) ডেপুটি রেজিস্ট্রার-এর ১টি স্থায়ী পদ। বেতন স্কেল : ৮ : ৪৩০০০-৬৯৮৫০/-।
(খ) প্রশাসনিক কর্মকর্তা-এর ১টি স্থায়ী পদ। বেতন স্কেল ৮ : ২২০০০-৫৩০৬০/-।

৪। **পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিস**
সহকারী প্রোগ্রামার-এর ১টি স্থায়ী পদ। বেতন স্কেল : ৮ঃ ২২০০০-৫৩০৬০/-।

৫। **পুরকৌশল বিভাগ**
সহকারী ইন্সট্রুমেন্ট ইঞ্জিনিয়ার-এর ১টি স্থায়ী পদ। বেতন স্কেল ৮ : ২২০০০-৫৩০৬০/-।

৬। **উপাচার্যের কার্যালয়**
প্রোগ্রাম অফিসার-এর ১টি স্থায়ী পদ। বেতন স্কেল ৮ : ২২০০০-৫৩০৬০/-।

৭। **ছাত্রকল্যাণ পরিদপ্তর**
(ক) ইমাম (কাজী নজরুল ইসলাম হল)-এর ১টি স্থায়ী পদ।
বেতন স্কেল ৮ : ২২০০০-৫৩০৬০/-।
(খ) সহকারী মহিলা ওয়ার্ডেন (বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল)-এর ১টি স্থায়ী পদ। বেতন স্কেল ৮ : ১৬০০০-৩৮৬৪০/-।
(গ) পূজারী (আহসান উল্লা হল)-এর ১টি স্থায়ী পদ।
বেতন স্কেল ৮ : ১৬০০০-৩৮৬৪০/-।

৮। **পরিকল্পনা ও উন্নয়ন পরিদপ্তর**
(ক) রিসার্চ অফিসার-এর ১টি স্থায়ী পদ। বেতন স্কেল ৮ : ২২০০০-৫৩০৬০/-।
(খ) প্রকিউরমেন্ট অফিসার-এর ১টি স্থায়ী পদ। বেতন স্কেল ৮ : ২২০০০-৫৩০৬০/-।

৯। **নৌযান ও নৌযন্ত্র কৌশল বিভাগ**
(ক) সহকারী ইন্সট্রুমেন্ট ইঞ্জিনিয়ার-এর ১টি স্থায়ী পদ। বেতন স্কেল ৮ : ২২০০০-৫৩০৬০/-।
(খ) ইনস্ট্রাক্টর ইন ক্যাড-এর ১টি স্থায়ী পদ। বেতন স্কেল ৮ : ২২০০০-৫৩০৬০/-।

১০। **প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়**
সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)-এর ১টি স্থায়ী পদ। বেতন স্কেল ৮ : ২২০০০-৫৩০৬০/-।

১১। **কম্পট্রোলার অফিস**
একাউন্টস অফিসার-এর ১টি স্থায়ী পদ। বেতন স্কেল ৮ : ২২০০০-৫৩০৬০/-।

১২। **তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশল বিভাগ**
সহকারী টেকনিক্যাল অফিসার-এর ১টি স্থায়ী পদ।
বেতন স্কেল ৮ : ১৬০০০-৩৮৬৪০/-।

১৩। **কেমিকৌশল বিভাগ**
সহকারী টেকনিক্যাল অফিসার-এর ১টি স্থায়ী পদ।
বেতন স্কেল ৮ : ১৬০০০-৩৮৬৪০/-।

অনলাইনে আবেদনপত্র ও ফি জমাদানের শেষ তারিখ : ২৬/১১/২০২৪

অনলাইনে https://recruitment.buet.ac.bd সাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। আবেদনের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া ও আবেদনের ফি অনলাইনের মাধ্যমে পরিশোধের প্রক্রিয়া সাইটের "Application Guideline" মেনুতে বর্ণনা করা হয়েছে। আবেদন সংশ্লিষ্ট কোন তথ্যের প্রয়োজন হলে recruitment@regtr.buet.ac.bd এ ই-মেইল করা যাবে। এছাড়াও সম্পূর্ণ বিজ্ঞপ্তির জন্য বুয়েট ওয়েব সাইট (regoffice.buet.ac.bd)-Vacancy-এর Job circular page-এ Search করা অথবা রেজিস্ট্রার অফিসের সংশ্লিষ্ট শাখায় সরাসরি যোগাযোগ করা যেতে পারে।

রেজিস্ট্রার

BANGLADESH BANK
Head Office, Motijheel
Dhaka-1000
www.bb.org.bd

Human Resources Department-1

Circular No: 50/2024 | Date : 05/11/2024

Vacancy Announcement for the position of Chief Economist (Contractual)

Applications are invited for the position of Chief Economist of Bangladesh Bank on contractual basis.

Relevant qualifications/criteria are as follows :

1) PhD in Economics;
2) At least fifteen years of work experience as an applied macroeconomist with a preference given to those who have worked closely with Central Banks;
3) Experience of working in an international financial institution/multilateral development bank/finance or economic ministry/central bank on macroeconomic and financial analysis and policies or experience of applied macroeconomic research (including publications in reputed, peer reviewed international journals) in an internationally reputed university or research institute;
4) Ability to bring international best practices to build capacity and strengthen Bangladesh Bank policy making;
5) Ability to reach reasoned and robust conclusions in an uncertain and complex environment with limited data and information;
6) Proven inter-personal and communications skills to lead a team of economists, communicate clearly and effectively with different stakeholders and work effectively with colleagues and stakeholders across departments and government ministries;
7) Candidate is required to hold or be eligible for Bangladeshi nationality.

Salary/benefits : Market Competitive.

Tenure : The appointment will be on a contract basis for a two-year term.
Application process: Interested candidates are requested to send a cover letter (max two pages) and and their CV mentioning all educational qualifications, experiences and skills related to the job with related documents **no later than 07/12/2024 to Director (HRD-1), Human Resources Department-1, Bangladesh Bank, Head Office or via e-mail gm.hrd@bb.org.bd**. Only short listed candidates will be notified and invited to participate in the selection process. Bangladesh Bank authority solely preserves the right to accept or reject any or all the applications at any stage of selection process without assigning any reason whatsoever and without incurring any liability to the affected candidate. For TOR and other detailed information, please visit Bangladesh Bank's recruitment related website (https://erecruitment.bb.org.bd). TOR has been attached herewith

ব্যাংকিং ও আর্থিক সেবা পেতে হয়রানির শিকার হলে কিংবা কোনো অভিযোগ থাকলে ১৬২৩৬ নম্বরে ফোন করুন।

(Golam Mohiuddin)
Director (HRD-1) C.C.
Human Resources Department-1
Bangladesh Bank, Head Office
Motijheel C/A, Dhaka-1000
Tel : 880-2-9530492
gm.hrd@bb.org.bd

DCP : 48/2024-2748
Date : 05-11-2024

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Commerce
Bangladesh Regional Connectivity Project-1
Level-12 (West side), Probashi Kollayn Bhaban
71-72, Eskaton Garden Road, Dhaka-1000.
www.brcp-1.gov.bd

Memo No: 26.00.0000.066.25.003.18(2)- 504 | Date: 05-11-2024

Invitation for ReTender

01.	Ministry/Division	Ministry of Commerce.		
02.	Agency	Ministry of Commerce.		
03.	Procuring Entity Name	Project Director (Joint Secretary), Bangladesh Regional Connectivity Project-1, MoC.		
04.	Invitation for	Procurement of Physical Services from an Organizer for Foreign Training/Study Tour		
Key Information				
05.	Procurement Method	Open Tendering Method (OTM) - National		
Funding Information				
06.	Budget and Source of Funds	Development Budget		
07.	Development Partners (if Applicable)	IDA (World Bank)		
Particular Information				
08.	Project Code	223002900		
09.	Project Name	Bangladesh Regional Connectivity Project-1, [Part-2] MoC.		
10.	ReTender Package No.	NSD-2A		
11.	ReTender Package Name	Appointment of an Organizer for Foreign Training/Study Tour		
12.	ReTender Publication Date	By 06-11-2024		
13.	ReTender Last Selling Date and Time	20-11-2024 up to 3:00 p.m.		
14.	ReTender Closing Date and Time	21-11-2024 at 02:00 p.m.		
15.	ReTender Opening Date and Time	21-11-2024 at 2:30 p.m.		
16.	Name & Address of the Office (s)			
	Selling Tender Document	Level-12 (West side), Probashi Kallayn Bhaban, 71-72, Eskaton Garden Road, Dhaka-1000.		
	Receiving Tender Document	Level-12 (West side), Probashi Kallayn Bhaban, 71-72, Eskaton Garden Road, Dhaka-1000		
	Opening Tender Document	Conference Room, Bangladesh Regional Connectivity Project-1 [Part-2] , MoC, Level-12 (West side), Probashi Kallayn Bhaban, 71-72, Eskaton Garden Road, Dhaka-1000.		
17.	Pre-Tender Meeting	Not Applicable		
Information for Tenderer				
18.	Eligibility of Tenderer	General Experience: The service provider will have at least 07 years of experience as tour organizer in organizing overseas study tour under the aegis of the government agencies. Specific Experience: The service provider will have minimum five years' experience as international tour organizer in organizing similar study tour for government officials and total number not less than 100 participants over the period of last 05 years. Detail are shown in the Request for Rebids/ReTender documents.		
19.	Brief description of services	The scope of the Service Provider is to organize foreign training/tour/exposure visit for 2 (Two) batches containing 08 (Eight) participants of each batch and another 1 (one) batch of 10 (ten) participants.		
20.	Price of the Tender Document	Tk 1,000.00 (Taka One Thousand) only for each set of tender documents, non-refundable. Letter head application with payment order of Tk 1,000.00, in favor of the Project Director, Bangladesh Regional Connectivity Project-1, MoC shall be submitted for purchasing one set of tender documents/Request for bids documents.		
21.	Identification	Location	Tender Security	Completion Time
	Appointment of Organizer for Foreign Training/Study Tour	Dhaka	Tk 90,000.00 [Taka Ninety thousand] only	13 months or project ending period whichever occurs earlier.
22	Name of Official Inviting Tender	Ms. Shaila Yasmin		
23.	Designation of Official Inviting Tender	Joint Secretary (Planning), Ministry of Commerce and Project Director (Additional Charge).		
24.	Address of Official Inviting Tender	Level-12 (West side), Probashi Kallayn Bhaban, 71-72, Eskaton Garden Road, Dhaka-1000.		
25.	Contact details of Official Inviting Tender	Telephone: 02 -55138022; Email: pdbrcp1moc@gmail.com		
26.	The procuring entity reserves the right to accept or reject any or all of the tenders without assigning any reason whatsoever.			

Shaila Yasmin
Joint Secretary (Planning), Ministry of Commerce
and Project Director (Additional Charge),
Bangladesh Regional Connectivity Project-1[Part-2]

সাবরিনার রেকর্ড

যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে শিল্পী হিসেবে সবচেয়ে বেশি (প্রায় তিন লাখ) ভোটারকে নিবন্ধনে উদ্বুদ্ধ করেছেন সাবরিনা কার্পেন্টার। বিনোদন ডেস্ক

টুকরো খবর

মুক্তি পেল 'খাসির পায়া'

গতকাল বুধবার রাত ১২টায় চরকিতে মুক্তি পেয়েছে কাজী আসাদের অ্যানথোলজি সিরিজ *আধুনিক বাংলা হোটেল*-এর দ্বিতীয় পর্ব 'খাসির পায়া'। শরীফুল হাসানের ছোটগল্প অবলম্বনে নির্মিত এই সিরিজের প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন মোশাররফ করিম। এ ছাড়া আছেন মোশাররফের জীবনসঙ্গী রোবেনা রেজা জুঁই।
বিনোদন ডেস্ক

খাসির পায়ার পোস্টার

আবেগাপ্লুত সুইফট

চলমান 'দ্য ইরাস ট্যুর'-এর যুক্তরাষ্ট্র অধ্যায়ের সমাপ্তি টেনেছেন টেলর সুইফট। গত সোমবার রাতে ইন্ডিয়ানার লুকাস ওয়েল স্টেডিয়ামে পারফর্ম করার সময় আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন গায়িকা। এ সময় তিনি এই দীর্ঘ সংগীত সফরে পাশে থাকার জন্য ভক্ত, অনুসারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। চলতি বছরের ১৭ মার্চ অ্যারিজোনার স্টেট ফার্ম স্টেডিয়ামে শুরু হয়েছিল আলোচিত এই ট্যুর। শেষ হবে আগামী ৮ ডিসেম্বর কানাডার ভ্যাঙ্কুভারে। **বিনোদন ডেস্ক**

টেলর সুইফট। ছবি : এএফপি

'রামায়ণ'-এর প্রথম ঝলক

পরিচালক নিতেশ তিওয়ারি গতকাল তাঁর ছবি *রামায়ণ*-এর প্রথম ঝলক প্রকাশ করেছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক পোস্টে নিতেশ জানিয়েছেন, দুই পর্বে মুক্তি পাবে *রামায়ণ*। রণবীর কাপুর ও সাই পল্লবী অভিনীত এ ছবির প্রথম পর্ব ২০২৬ সালের দেওয়ালিতে এবং দ্বিতীয় পর্ব ২০২৭-এর দেওয়ালিতে মুক্তি পাবে। **প্রতিনিধি**, *মুম্বাই*
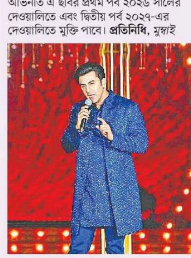
রণবীর কাপুর। ছবি : এএনআই

'আওয়াজ উডা'য় গাইবেন হান্নান

সংগীত

বিনোদন প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে উন্মাদনা ছড়িয়েছে বাংলা র‍্যাপ সংগীত। এই ধারারই একটি ভাইরাল গান 'আওয়াজ উডা'র জন্য নারায়ণগঞ্জের র‍্যাপার হান্নানকে জেলে পর্যন্ত যেতে হয়েছে।

গণ-অভ্যুত্থানের গান নিয়ে এবার 'আওয়াজ উডা' নামে একটি কনসার্টের আয়োজন করেছে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তি বিভাগ। আগামীকাল সন্ধ্যা ছয়টায় নন্দন মঞ্চে এই আয়োজনে র‍্যাপার হান্নানও গাইবেন। শিল্পকলা একাডেমি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, এই আয়োজনে নিজেদের ভাষায় গান করবেন লুম্বিনী চাকমা, ধর্মচন্দ্রা তঞ্চঙ্গ্যা, ডিউক মুরমু ও সমাপন স্মাল। আরও থাকছে নারীদের ব্যান্ড এফ মাইনর, ডিমোক্রেজি ক্লাউনস, সংগীতশিল্পী আহমেদ হাসান সানি।

আয়োজনে সাংস্কৃতিক পরিবেশনার শুরুতেই সমবেত সংগীত 'চল চল চল' পরিবেশন করবেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির কণ্ঠশিল্পীরা। সমবেত সংগীত 'আমরা করব জয়' ও 'নীল নির্বাস' পরিবেশন করবে ডিমোক্রেজি ক্লাউনস। আহমেদ হাসান সানি ও এফ মাইনরের পর গাইবে যিন ব্রাদার্স। সবশেষে সমবেত সংগীত 'মোরা ঝঞ্ঝার মত' পরিবেশন করবেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির কণ্ঠশিল্পীরা।

র‍্যাপার হান্নান। ছবি : ফেসবুক থেকে

এ আয়োজনে সভাপতিত্ব করবেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক সৈয়দ জামিল আহমেদ, বিশেষ অতিথি থাকবেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনে শহীদ তাহীর জামান প্রিয়র মা শামসী আরা জামান। অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করবেন বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ও শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত মোহাম্মদ আশরাফুল। স্বাগত বক্তব্য দেবেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তি বিভাগের পরিচালক মেহজাবীন রহমান।

'আওয়াজ উডা' সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

পাস কার্তিক, পিছিয়েছেন অজয়

বলিউড

প্রতিনিধি, *মুম্বাই*

ভুলভুলাইয়া ৩ আর *সিংহাম এগেইন*-এর মধ্যে যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে, তা সবারই জানা ছিল। মোট আয়ের দিক থেকে এই দৌড়ে কার্তিক আরিয়ানের *ভুলভুলাইয়া* ৩-এর চেয়ে এখনো এগিয়ে আছে অজয় দেবগনের *সিংহাম এগেইন*। তবে গতকাল বুধবার পর্যন্ত বক্স অফিসের পরীক্ষায় কার্তিকের ছবি রীতিমতো দাপট দেখিয়েছে। সে তুলনায় অজয়ের ছবি ধাক্কা খেয়েছে।

দীপাবলি উপলক্ষে মুক্তি পেয়েছে *ভুলভুলাইয়া* ও *সিংহাম*—এই দুই ফ্র্যাঞ্চাইজির দুই সিকুয়েল ছবি। একদিকে কার্তিক, অপর দিকে অজয়ের সঙ্গে বিশাল পুলিশ বাহিনী। বক্স অফিসের লড়াইয়ে দুজনই বরাবর ভালো দাপট দেখিয়ে আসছেন। রোহিত শেঠির *সিংহাম এগেইন* মুক্তির শুরুতে বেশ ভালোই ব্যবসা করেছিল। মুক্তির প্রথম দিন ছবিটি ৪৩ দশমিক ৫ কোটি রুপি, দ্বিতীয় দিন ৪২ দশমিক ৫ কোটি আর তৃতীয় দিন, অর্থাৎ গত রোববার ৩৫ দশমিক ৭৫ কোটি আয় করে। সোমবার অজয়ের ছবি আয় করেছে ১৭ দশমিক ৫ কোটির কাছাকাছি। রোববারের তুলনায় সোমবার প্রায় অর্ধেক আয় করেছে *সিংহাম এগেইন*। শুধু তা-ই নয়, বক্স অফিসের দিকে ভালো করে নজর দিলে দেখা যাবে যে রোহিতের কপ ইউনিভার্সের এই ছবির ব্যবসা ক্রমে কমছে। তবে মুক্তির মাত্র তিন দিনে *সিংহাম এগেইন* ১০০ কোটি পার করে ফেলেছে।

ভারতের বক্স অফিস থেকে এ ছবির আয় ১৮৪ দশমিক ২৫ কোটি রুপির মতো। আর দুনিয়াজুড়ে *সিংহাম*-এর এই সিকুয়েল ২৩০ কোটি পার করেছে। ছবিতে অজয়ের বিশাল বাহিনীতে আছেন অক্ষয় কুমার, সালমান খান, রণবীর সিং, টাইগার শ্রফ, দীপিকা পাড়ুকোনের মতো হেভিওয়েট যোদ্ধারা। *সিংহাম এগেইন* চিত্রসমালোচকদের মন জয় করতে পারেনি। রোহিতের এই ছবির বাজেট ৪০০ কোটির মতো।

এদিকে অজয়ের বাহিনীর সঙ্গে বুক চিতিয়ে লড়ে যাচ্ছেন কার্তিক আরিয়ান। তাঁর সঙ্গী হয়েছেন মাধুরী দীক্ষিত ও বিদ্যা বালান। আনিস বাজমির এই ভৌতিক হাসির ছবিতে কার্তিকের সঙ্গে রোমান্স করতে দেখা গেছে তৃপ্তি দিমরিকে। *ভুলভুলাইয়া* ৩ ছবিটি হিন্দি বলয়ে ভালো ব্যবসা করছে। কার্তিকের এই ছবির ওপেনিং ডের আয়ের অঙ্ক ছিল ৩৫ দশমিক ৫ কোটি। মুক্তির দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে ব্যবসা করেছে ৩৭ কোটি ও ৩৩ দশমিক ৫ কোটি। গত মঙ্গলবার পর্যন্ত ভারতীয় বক্স অফিস থেকে ছবিটির আয় ১৩৭ কোটি রুপি, দুনিয়াজুড়ে ছবিটির ব্যবসা ২০০ কোটি রুপি ছাড়িয়েছে। তুলনামূলক হিসাব করলে তাই কার্তিকের দিকে পাল্লা ধীরে ধীরে ভারী হচ্ছে।

ভুলভুলাইয়া ৩ ছবিতে কার্তিক আরিয়ান ও *সিংহাম এগেইন* ছবিতে অজয় দেবগন। ছবি : আইএমডিবি

পথচলার একজন সঙ্গী হতেই পারে

বিনোদন প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বেশ কয়েক বছর ধরেই একা হাতে মেয়ে মিশেল আমানি সায়েরাকে মানুষ করছেন আজমেরী হক বাঁধন, পালন করছেন মা-বাবা উভয়েরই দায়িত্ব। ঢাকার একটি স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ে এখন সায়েরা। এরই মধ্যে গত ২৮ অক্টোবর ৪০ পার করে ৪১-এ পা দিলেন এই অভিনেত্রী। জীবনের এই পর্বে এসে গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় *প্রথম আলোর* সঙ্গে আলাপে জানালেন, বিয়ের জন্য মানসিকভাবে এখন তিনি প্রস্তুত। জানালেন, এক-দেড় বছর হলো জীবনসঙ্গীর কথা চিন্তা করছেন তিনি।

হঠাৎ বিয়ে করতে চাওয়ার বিশেষ কোনো কারণ আছে কি? জানতে চাইলে বাঁধন বললেন, 'বিশেষ কোনো কারণ নেই। ৪০ বছর বয়স পার হয়ে গেছে তো। আমি তো আগেও বলেছি, ৪০ বছরে আমি অন্য রকম একটা জীবন লাভ করছি। নতুন এই জীবনে মনে হয়েছে, একজন সঙ্গী থাকতেই পারে। সঙ্গী ছাড়া তো মানুষ থাকতে পারে না। আমার পুরো জীবন সঙ্গী ছাড়াই কেটেছে, অলমোস্ট। বিয়ে হোক বা ওই রকম কিছু হোক, আমার জীবনে কখনো ওই রকম কিছু হয়নি যে পথচলায় সত্যিকারের একজন সঙ্গী পেয়েছি কখনো। সব সময় হয় একজন দানব পেয়েছি, না হলে যে আমাকে অত্যাচার করছে, এ রকম মানুষ পেয়েছি। আমাকে অ্যাবিউজ করছে, এ রকম মানুষই পেয়েছি। আমার জীবনে যারা আসছে, সবাই বাধা হিসেবেই আসছে। কেউ আমার চলার পথটাকে মসৃণ করতে আসেনি। তাই আমার জীবনে যারা বাধা হবে, তারা তো আমার জীবনে থাকতে পারবে না। এটা সম্ভবও নয়। তাই ওই অর্থে আমি কোনো জীবনসঙ্গী পাইনি, এটা সত্যি। সব মিলিয়ে এখন মনে হয়েছে, পথচলার একজন সঙ্গী হতেই পারে।'

মেয়ে সায়েরাও নাকি চাইছে, মায়ের একজন জীবনসঙ্গী হোক। এ বিষয়ে বাঁধন বললেন, 'আমার মেয়ে তো এখন একটু বড় হয়েছে। ও আস্তে আস্তে বুঝছে, মায়ের সবকিছুই একা একাই করতে হয়। মাকে একা কষ্ট করতে হয়, যুদ্ধ করতে হয়। সবকিছু দেখে মেয়ের মনে হয়েছে, মায়ের একজন সঙ্গী দরকার। গত এক-দেড় বছরে মেয়ের এমন উপলব্ধি।'

কেমন জীবনসঙ্গী চান, জানতে চাইলে বাঁধন বললেন, 'আমাকে আমার মতো যে গ্রহণ করবে, সেই জিনিসটা খুব জরুরি। আর এটা আমাদের সমাজে তো খুবই দুর্লভ।'

আজমেরী হক বাঁধন। ছবি : প্রথম আলো

“ এই মিলানকেই আমি সব সময় চাই। তবে সিরি ‘আ’-তে আমরা সব সময় এমন খেলতে পারি না।

পাওলো ফনসেকা
চ্যাম্পিয়নস লিগে রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে দাপুটে জয়ের পর এসি মিলান কোচ

অদ্ভুত ব্যাটিংয়ে অবিশ্বাস্য হার

বাংলাদেশ-আফগানিস্তান ১ম ওয়ানডে

বাংলাদেশের জয়টাই যখন মনে হচ্ছিল সম্ভাব্য ফলাফল, তখনই হঠাৎ তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল ব্যাটিং।

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ঘরের মাঠে টেস্টের ব্যাটিং বিভীষিকা যেন পিছু ধাওয়া করল শারজাতেও। কাল আফগানিস্তানের ২৩৫ রান তাড়া করতে গিয়ে একপর্যায়ে বাংলাদেশের রান ছিল ২ উইকেটে ১২০। নাজমুল হোসেনের দলের জয়টাই তখন সম্ভাব্য ফল বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু এরপরই ব্যাটসম্যানদের অদ্ভুত ব্যাটিংয়ে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে বাংলাদেশের ইনিংস। মাত্র ২৩ রানে শেষ ৮ উইকেট হারিয়ে ৯২ রানের হার, তাতে ম্লান হয়ে গেল মোস্তাফিজুর রহমান ও তাসকিন আহমেদের বোলিং-কৃতিত্ব। তিন ম্যাচের সিরিজে আফগানিস্তান এগিয়ে ১-০তে।

বিপর্যয়ের শুরু ইনিংসের ২৬তম ওভারে নাজমুলের আউটের পর। মোহাম্মদ নবীর স্পিনে বারবার পরাস্ত হচ্ছিলেন অধিনায়ক, রান বের করতে পারছিলেন না। একপর্যায়ে সুইপ করতে গিয়ে ক্যাচ দিলেন হাশমতউল্লাহ শহীদির হাতে। তিনবারের চেষ্টায় ক্যাচটি নেন আফগান অধিনায়ক। ৬৮ বলে ৪৭ রানে থেমে যান নাজমুল। ম্যাচ শেষে নাজমুল বলেছেনও, ‘আমার উইকেটটাই পার্থক্য গড়ে দিয়েছে। আমি থিতু ব্যাটসম্যান ছিলাম, আমার ইনিংস আরও লম্বা হওয়া উচিত ছিল।’

এরপর যেন ভোজবাজির মতোই ঘটে গেল সবকিছু। এক আল্লাহ গজনফরের স্পিনের সামনেই লুটিয়ে পড়ে বাংলাদেশ। তাঁকে যেন পড়তেই পারেননি বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা! ইনিংসের চতুর্থ ওভারে ওপেনার তানজিদ হাসানের উইকেট নেওয়া গজনফর পরে নিয়েছেন বাংলাদেশের শেষ সাত উইকেটের পাঁচটি। ২৬ রানে ৬ উইকেট নিয়ে নিজের সেরা বোলিংটাই করলেন এর আগে কখনো ৫ উইকেট না পাওয়া গজনফর। শুধু ৩৩তম ওভারেই ফিরিয়েছেন মুশফিকুর রহিম, রিশাদ হোসেন ও তাসকিন আহমেদকে। রিশাদ ও তাসকিনকে তো পরপর দুই বলে! লেগ স্পিনার রশিদ খান নিয়েছেন ২ উইকেট।

তাসের ঘর

স্কোর	ব্যাটসম্যান
১২/১	তানজিদ
৬৫/২	সৌম্য
১২০/৩	নাজমুল
১৩২/৪	মিরাজ
১৩৫/৫	মাহমুদউল্লাহ
১৩৬/৬	মুশফিক
১৩৮/৭	রিশাদ
১৩৮/৮	তাসকিন
১৩৯/৯	হৃদয়
১৪৩/১০	শরীফুল

২৩ রানে শেষ ৮ উইকেট

আল্লাহ গজনফরের ক্যারম বলে স্টাম্পিং হওয়ার পর হতভম্ব মুশফিকুর রহিম। কাল রাতে আফগানিস্তানের বিপক্ষে শারজা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। ছবি : এসিবি

৩৫ রানে আফগানিস্তানের ৪ উইকেট তুলে নিয়ে বোলিংয়ে বাংলাদেশের শুরুটা ছিল দুর্দান্ত। বিপর্যয় সামলে ‘স্বাগতিকেরা’ শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের সামনে ২৩৬ রানের লক্ষ্য দিতে পেরেছে হাশমতউল্লাহ শহীদি ও মোহাম্মদ নবীর সৌজন্যে। ষষ্ঠ উইকেটে শহীদি ও নবী ১০৪ রানের জুটিতে লেখেন ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প। ফিফটি করেন দুজনই। শুরুতে টিকে থাকার চেষ্টাটাই বেশি করতে হয়েছে বলে ৪১তম ওভারে মোস্তাফিজের চতুর্থ শিকার শহীদির ৫২ রানের ইনিংস খেলতে লেগেছে ৯২ বল। কিন্তু তাসকিনের বলে তানজিদের ক্যাচ হওয়ার আগে নবীর ৮৪ আসে ৭৯ বলে, যাতে চার বাউন্ডারির সঙ্গে ছিল তিনটি বিশাল ছক্কাও।

গত মাসে এই শারজাতেই দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজ জিতেছে আফগানিস্তান। আত্মবিশ্বাসের তাই কমতি ছিল না তাদের। কাল টসে জিতে ব্যাটিং নিয়েছিলেন অধিনায়ক শহীদি। উদ্দেশ্য ছিল শারজার ছোট মাঠের ব্যাটিং কন্ডিশনে বড় লক্ষ্য ছুড়ে দিয়ে বাংলাদেশের জন্য কাজ কঠিন করে তোলা। শেষ পর্যন্ত খুব বড় লক্ষ্য না দিয়েও জয়ের লক্ষ্যটা পূরণ হয়েছে তাদের।

আফগানদের পরিকল্পনা শুরুতে হোঁচট খেয়েছিল বাঁহাতি পেসার মোস্তাফিজুর রহমানের কারণে। প্রথম ৪ উইকেটের ৩টিই নিয়েছেন তিনি, পরে আরও ১টি। ৪ উইকেট নিয়েছেন আরেক পেসার তাসকিন আহমেদও। ওয়ানডেতে এক ম্যাচে বাংলাদেশের দুই পেসারের ৪ উইকেট করে পাওয়া এই প্রথম।

রহমানউল্লাহ গুরবাজকে ফিরিয়ে শুরুটা তাসকিনের হাত ধরে। তবে আফগানদের ভালো কিছুর প্রত্যাশা ছিল অভিষেক ওয়ানডে খেলতে নামা ইমার্জিং এশিয়া কাপের সেরা খেলোয়াড় সেদিকউল্লাহ আতালের কাছে। তিনে নামা রহমত শাহর সঙ্গে জুটিতে সে রকম কিছুর আভাসও দিচ্ছিলেন ২৩ বছর বয়সী বাঁহাতি ওপেনার। চতুর্থ ওভারের শেষ ২ বলে তাসকিনকে পরপর দুই বাউন্ডারি মারেন দারুণ দুই পুল আর হুক শটে। তাসকিনেরই পরের ওভারে সেদিকউল্লাহ তাঁর তৃতীয় বাউন্ডারিটি পেয়েছেন মিড অফ দিয়ে তুলে মেরে।

রহমত শাহর সঙ্গে আতালের দ্বিতীয় উইকেট জুটি যখন মোটামুটি জমে যাচ্ছিল, তখনই মোস্তাফিজের আঘাত। সেটিও নিজের পরপর ২ ওভারে। ইনিংসের অষ্টম ওভারে বোলিংয়ে এসে মোস্তাফিজ ফেরান রহমত শাহকে। দশম ওভারে আফগানিস্তানের রানটা ৩৫-এ রেখেই সেদিকউল্লাহকে করলেন এলবিডব্লু, এরপর মুশফিকের ক্যাচ বানিয়েছেন আজমতউল্লাহ ওমরজাইকেও।

তবু শেষ হাসি আফগানিস্তানেরই। বাংলাদেশের জন্য লক্ষ্যটা যদিও খুব বড় ছিল না, তবে শারজায় এর আগে ওয়ানডে আর টি-টোয়েন্টি মিলিয়ে আট ম্যাচ খেলে জয়ের দেখা পায়নি বাংলাদেশ। ক্রিকেট ইতিহাসে প্রথমবার কোনো ভেন্যুতে হওয়া ৩০০তম আন্তর্জাতিক ম্যাচেও বাংলাদেশ পারেনি ব্যর্থতার সেই মরূদ্যানে ফুল ফোটাতে। উল্টো ব্যাটিং ব্যর্থতার ধারাবাহিকতা ধরে রেখে ‘উপহার’ দিল হতাশার এক রাত।

সংক্ষিপ্ত । স্কোর

আফগানিস্তান : ৪৯.৪ ওভারে ২৩৫ (নবী ৮৪, হাশমতউল্লাহ ৫২, খারোতি ২৭*; তাসকিন ৪/৫৩, মোস্তাফিজ ৪/৫৮, শরীফুল ১/৩২)।
বাংলাদেশ : ৩৪.৩ ওভারে ১৪৩ (নাজমুল ৪৭, সৌম্য ৩৩, মিরাজ ২৮, হৃদয় ১১; গজনফর ৬/২৬, রশিদ ২/২৮, নবী ১/২৩, ওমরজাই ১/১৬)।
ফল : আফগানিস্তান ৯২ রানে জয়ী।
ম্যান অব দ্য ম্যাচ : আল্লাহ গজনফর।
সিরিজ : ৩ ম্যাচের সিরিজে আফগানিস্তান ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে।

আরও একবার বার্নাব্যুতে বিধ্বস্ত রিয়াল

চ্যাম্পিয়নস লিগ

খেলা ডেস্ক

রিয়াল মাদ্রিদ এমন পরিস্থিতিতে অভ্যস্ত নয়।

এল ক্লাসিকোতে বার্সেলোনার কাছে ৪-০ গোলে বিধ্বস্ত হওয়ার ১০ দিন পর চ্যাম্পিয়নস লিগে এসি মিলানের কাছে ৩-১ গোলের পরাজয়। দুই ম্যাচে ৭ গোল খেয়েছে রিয়াল, দুটি হারই সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে! রিয়াল এমন পরিস্থিতিতে অভ্যস্ত নয় মোটেও।

কেন অভ্যস্ত নয়, সেটা পরিসংখ্যান দিলেই স্পষ্ট হয়ে যাবে। বার্নাব্যুতে পরপর দুই ম্যাচে হারের পাশাপাশি ৭ গোল খাওয়ার অভিজ্ঞতা রিয়ালের হলো ১৫ বছর পর! সর্বশেষ ২০০৯ সালের মে মাসে বার্সার কাছে বার্নাব্যুতে ৬-২ গোলে হারের পর মায়োর্কার কাছে রিয়াল হেরেছিল ৩-১ গোলে।

চ্যাম্পিয়নস লিগে গত পরশু রাতে টুর্নামেন্টের সফলতম দুই দলের লড়াইয়ে মালিক চাও মিলানকে এগিয়ে দেওয়ার পর সমতা ফেরান ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। বিরতির আগেই আলভারো মোরাতা আবার মিলানকে এগিয়ে দেন, ৭৩ মিনিটে টিয়ানি রেইন্ডার্স করেন অতিথি দলের তিন নম্বর গোলটি।

ম্যাচের পর রিয়াল মাদ্রিদ কোচের কথা শুনে মনে হলো, এ পরিস্থিতি থেকে বের হওয়ার সমাধান খুঁজে বেড়াচ্ছেন তিনিও, ‘দুর্ভাবনায় পড়তেই হচ্ছে আমাদের, কারণ, দল ভালো খেলছে না। দল এই মুহূর্তে খুব গোছানো নয়। আরও আঁটসাঁট হতে হবে... অনেক গোল হজম করছি আমরা। দল এই মুহূর্তে খুব গোছানো নয়, এসব নিয়ে কাজ করতে হবে আমাদের।’

এত এত তারকা তাঁর দলে। কিন্তু তাঁদের মধ্যে সমন্বয়টা ঠিকঠাক হচ্ছে তো? ড্রেসিংরুমে কোনো অস্বস্তি আছে কি না, এমন প্রশ্নও করা হয়েছে আনচেলত্তিকে। রিয়াল কোচ অবশ্য সেসব স্রেফ গুঞ্জন বলেই উড়িয়ে দিলেন, ‘ড্রেসিংরুমের পরিবেশ ঠিক আছে। অনেক কিছু নিয়েই সমালোচনা হতে পারে, আমাদের মানসিকতা, অনুশীলন...আগেও এ রকম হয়েছে, লোকে অনেক কিছু বলেছে। আমরা ভালো খেলছি না। দল খুব ভালোভাবেই এগোচ্ছিল। হঠাৎ করেই খুব দ্রুত পতন হলো। তবে ফুটবলে এমন হতেই পারে।’

> “ আমরা ভালো খেলছি না। দল খুব ভালোভাবেই এগোচ্ছিল। হঠাৎ করেই খুব দ্রুত পতন হলো। তবে ফুটবলে এমন হতেই পারে।
>
> **কার্লো আনচেলত্তি**
> মিলানের কাছে হারের পর রিয়াল মাদ্রিদ কোচ

শুধু বর্তমান চ্যাম্পিয়ন রিয়াল মাদ্রিদই নয়, চ্যাম্পিয়নস লিগে পরশু বড় ধাক্কা খেয়েছে আরেক ফেবারিট ম্যানচেস্টার সিটিও। স্পোর্তিং লিসবনের মাঠে পেপ গার্দিওলার দল হেরে গেছে ৪-১ গোলে। টটেনহামের কাছে হেরে লিগ কাপ থেকে ছিটকে পড়ার পরের ম্যাচেই বোর্নমাউথের কাছে হেরে থেমে গিয়েছিল প্রিমিয়ার লিগে সিটির ৩২ ম্যাচের অপরাজেয় পথচলা। এবার স্পোর্তিংয়ের কাছে চ্যাম্পিয়নস লিগেও এমন হার! সিটিতে ৮ বছরের কোচিং ক্যারিয়ারে টানা তিন ম্যাচ হারের অভিজ্ঞতা গার্দিওলার এ নিয়ে মাত্র দ্বিতীয়বার, ২০১৮ সালের পর প্রথম।

গার্দিওলা অবশ্য আশাবাদী, খুব শিগগির ঘুরে দাঁড়ানোর একটা পথ বের করতে পারবেন তিনি, ‘এই মৌসুমটা কঠিন হবে, আমরা শুরু থেকেই জানতাম। আমি এটা (চ্যালেঞ্জ) পছন্দ করি, ভালোবাসি, আমি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে চাই এবং খেলোয়াড়দের উজ্জীবিত করতে চাই। আশা করি পারব।’

একনজরে ফল

রিয়াল মাদ্রিদ ১ : ৩ এসি মিলান
স্পোর্তিং লিসবন ৪ : ১ ম্যান সিটি
লিভারপুল ৪ : ০ লেভারকুসেন
সেল্টিক ৩ : ১ লাইপজিগ
লিল ১ : ১ জুভেন্টাস

ছোট পর্দায় আজ

উয়েফা ইউরোপা লিগ *রাত ১১-৪৫ মি.*

ম্যাচ	চ্যানেল
গালাতাসারাই-টটেনহাম	সনি স্পোর্টস টেন ২
জিলোয়াজ-এএস রোমা	সনি স্পোর্টস টেন ৩
অলিম্পিয়াকোস-রেঞ্জার্স	সনি স্পোর্টস টেন ১
ফ্রাঙ্কফুর্ট-স্লাভিয়া প্রাগ	সনি স্পোর্টস টেন ৫

উয়েফা ইউরোপা লিগ *রাত ২টা*

ম্যাচ	চ্যানেল
ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড-পিএওকে	সনি স্পোর্টস টেন ২
লাৎসিও-পোর্তো	সনি স্পোর্টস টেন ১
আয়াক্স-তেল আবিব	সনি স্পোর্টস টেন ৫

উয়েফা কনফারেন্স লিগ *সনি স্পোর্টস টেন ৩*

ম্যাচ	সময়
চেলসি-নোয়াহ	রাত ২টা

আইপিএলের মেগা নিলামে এক ইতালিয়ান

খেলা ডেস্ক

ফুটবলে অনেক নামডাক আছে, তবে ক্রিকেটের সঙ্গে ইতালি দেশটা ঠিক যায় না। ফুটবলের বিশ্বকাপে চারবারের চ্যাম্পিয়নরা কখনো ক্রিকেটের বিশ্বকাপে খেলেনি। টি-টোয়েন্টির এই সময়ে ক্রিকেটে অনেক অজানা-অচেনা দেশও হঠাৎ আলোচনায় চলে এলেও ইতালির নামটা সেখানে খুব বেশি উচ্চারিত নয়। এবার ক্রিকেটীয় এক কারণেই দেশটির নাম আলোচনায় এসেছে। ২৪ ও ২৫ নভেম্বর জেদ্দায় অনুষ্ঠেয় আইপিএলের মেগা নিলামে নাম লিখিয়েছেন ইতালির এক ক্রিকেটার। নিলামে নিবন্ধনকৃত তালিকায় অনেক বড় বড় ক্রিকেটারের পাশেই আছে ইতালির পেসার টমাস দ্রাকার নাম। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁকে ঘিরে চলছে আলোচনা। প্রশ্ন উঠছে, কে এই দ্রাকা?

ইতালির হয়ে দ্রাকা ম্যাচ খেলেছেন মাত্র ৪টি। ২৪ বছর বয়সী এই পেসারের অভিষেক চলতি বছরের জুনে। প্রথম ম্যাচে লুক্সেমবার্গের বিপক্ষে ৪ ওভারে ১৫ রান দিয়ে উইকেট নেন ২টি। সব মিলিয়ে ইতালির হয়ে তাঁর ৮টি উইকেট। ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টিতেও টমাস দ্রাকা খুব বেশি পরিচিত কেউ নন। এখানে পথচলাও শুরু এ বছরই।

টমাস দ্রাকা

ইতালির হয়ে দ্রাকা ম্যাচ খেলেছেন মাত্র ৪টি। ২৪ বছর বয়সী এই পেসারের অভিষেক চলতি বছরের জুনে। ডানহাতি পেসার চলতি বছরে খেলেছেন কানাডার গ্লোবাল টি-টোয়েন্টি লিগেও।

ডানহাতি পেসার চলতি বছরে খেলেছেন কানাডার গ্লোবাল টি-টোয়েন্টি লিগে। ব্রাম্পটন উলভসের হয়ে ৬ ম্যাচে নিয়েছেন ১১ উইকেট। আইপিএলের একটি দলের সঙ্গে অবশ্য সম্পর্ক আছে দ্রাকার। ইন্টারন্যাশনাল টি-টোয়েন্টি লিগের জন্য মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের ফ্র্যাঞ্চাইজি মুম্বাই এমিরেটস তাঁকে দলে নিয়েছে। টুর্নামেন্টটির পরবর্তী আসর আগামী জানুয়ারিতে। বিশেষ কিছু দেখেই নিশ্চয় মুম্বাই ফ্র্যাঞ্চাইজি তাঁকে দলে নিয়েছে। যদিও আইপিএল ও ইন্টারন্যাশনাল টি-টোয়েন্টি এক নয়।

ধারণা করা হচ্ছিল, দ্রাকা নন, আইপিএলের নিলামে ইতালির ক্রিকেটার হিসেবে নাম লেখাবেন জো বার্নস। যিনি ফেব্রুয়ারিতে মারা যাওয়া বড় ভাইকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট ক্যারিয়ার ছেড়ে ইতালি ক্রিকেট দলের হয়ে খেলছেন। সর্বশেষ ম্যাচে ইতালির হয়ে অপরাজিত সেঞ্চুরিও করেছেন। ৫৫ বলে খেলেছেন ১০৮ রানের অপরাজিত ইনিংস। তবে শেষ পর্যন্ত বার্নস নিলামে নাম লেখাননি।

অনিয়ম মাঝসড়কে বাস থামিয়ে যাত্রী ওঠানো-নামানোর কারণে সৃষ্টি হচ্ছে যানজট। গতকাল রাজধানীর উত্তরার হাউস বিল্ডিং এলাকায়। সাজিদ হোসেন

বেকারত্ব, দুর্নীতি, বৈষম্যের কারণে ৫৫% তরুণ বিদেশে যেতে আগ্রহী

গবেষণা প্রতিবেদন

ব্রিটিশ কাউন্সিলের উদ্যোগে ‘নেক্সট জেনারেশন বাংলাদেশ ২০২৪’ শীর্ষক গবেষণাটি করা হয় গত বছরের নভেম্বর ও ডিসেম্বরে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বেকারত্ব নিয়ে দেশের ৪২ শতাংশ তরুণ উদ্বিগ্ন। তাঁদের মতে, বেকারত্বের কারণগুলো হচ্ছে দুর্নীতি ও স্বজনপোষণ, নিয়োগে বৈষম্য এবং পারিবারিক জীবন ও কাজের মধ্যে ভারসাম্য রাখতে না পারা। এসবের ফলে ৫৫ শতাংশ তরুণ বিদেশে যেতে আগ্রহী।

ব্রিটিশ কাউন্সিলের উদ্যোগে ‘নেক্সট জেনারেশন বাংলাদেশ ২০২৪’ শীর্ষক এক গবেষণা প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। গতকাল বুধবার দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুলার রোডে ব্রিটিশ কাউন্সিলের মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে এই প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।

একই শিরোনামে ২০১০ ও ২০১৫ সালে দুটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল ব্রিটিশ কাউন্সিল। এবারের গবেষণাটি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে ২০২৩ সালের নভেম্বর ও ডিসেম্বরে পরিচালিত হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সী ৩ হাজার ৮১ জনের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে গবেষণা প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করা হয়। প্রতিবেদনটি তুলে ধরেন এমঅ্যান্ডসি সাচি ওয়ার্ল্ড সার্ভিসেসের ইভ্যালুয়েশন অ্যান্ড লার্নিং বিভাগের জ্যেষ্ঠ গবেষণা পরিচালক আইবেক ইলিয়াসভ।

এর আগে ২০১৫ সালের জরিপে ৬০ শতাংশ তরুণ বলেছিলেন, তাঁরা বিশ্বাস করেন, দেশ ঠিক পথেই এগোচ্ছে; কিন্তু ২০২৩ সালে এসে হারটি নেমেছে ৫১ শতাংশে। ২০১৫ সালের জরিপে কত শতাংশ তরুণ বিদেশ যাওয়ার আগ্রহের কথা জানিয়েছিলেন, তা তৎক্ষণিকভাবে জানাতে পারেননি গবেষকেরা।

জরিপে অংশ নেওয়া ৩৭ শতাংশ তরুণ বলেছেন, বেকারত্বের বড় কারণ দুর্নীতি ও স্বজনপোষণ। ২০ শতাংশ নিয়োগে বৈষম্য এবং ১৮ শতাংশ পারিবারিক জীবন ও কাজের মধ্যে ভারসাম্য রাখতে না পারা বেকারত্বের বড় কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। ৪৪ শতাংশ তরুণ আগামী বছরের মধ্যে ব্যবসা শুরু করতে আগ্রহী।

জরিপে উঠে আসে, ৭২ শতাংশ তরুণ ৭ জানুয়ারি হয়ে যাওয়া জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট দিতে আগ্রহী ছিলেন। তবে ৬৫ শতাংশ তরুণ নিজেদের বিচ্ছিন্ন (ডিজএনগেজ্‌ড) বলে মনে করছিলেন। ওই একতরফা নির্বাচনে জয়ী হয়ে ক্ষমতায় যায় আওয়ামী লীগ। তবে গত জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে তাদের পতন হয়।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, বাংলাদেশের ৬৬ শতাংশ তরুণ নিয়মিত ইন্টারনেট ব্যবহার করেন। ছেলেদের ৭৭ শতাংশ ও মেয়েদের ৫৬ শতাংশ ইন্টারনেট ব্যবহার করেন। ২৭ শতাংশ নারী পারিবারিক সহিংসতার শিকার। ৩০ শতাংশ তরুণ মনে করেন, নারীরা পুরুষের সমান নন। নারীদের ঘরের বাইরে পুরুষের মতো একই স্বাধীনতা পাওয়া উচিত নয় বলে মনে করেন ২৫ শতাংশ তরুণ।

তরুণেরা যেসব বিষয়ে অগ্রগতি দেখতে চান, শিক্ষা তার মধ্যে ১ নম্বর ক্ষেত্র। ৪৯ শতাংশ ‘পুওর টিচিং কোয়ালিটি’র (পাঠদানের নিম্নমান) কথা বলেছেন। বিশেষ করে তাঁরা আধুনিক কর্মবাজারের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন পাঠদান ও পাঠ্যসূচির কথা বলেছেন।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি ঢাকায় নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারাহ কুক বলেন, একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, সমৃদ্ধ ও গণতান্ত্রিক ভবিষ্যতের জন্য অন্তর্বর্তী সরকার ও বাংলাদেশের জনগণকে সমর্থনে যুক্তরাজ্য সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের এসডিজিবিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক লামিয়া মোরশেদ বলেন, সরকার দেশের তরুণদের আকাঙ্ক্ষাকে কেন্দ্রে রেখে কাজ করছে। সরকারের মৌলিক কাজ হবে মানবাধিকার রক্ষা, বৈষম্যহীন আইন ও নীতি কার্যকর এবং রাষ্ট্রে জনস্বার্থভিত্তিক নীতি কার্যকর করা।

অনুষ্ঠানে ব্রিটিশ কাউন্সিল দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক পরিচালক হেলেন সিলভেস্টার ও ব্রিটিশ কাউন্সিলের কান্ট্রি ডিরেক্টর স্টিফেন ফোর্বস বক্তব্য দেন। অনুষ্ঠানের একটি অংশে ‘স্কিলস ফর দ্য ফিউচার’ শিরোনামে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

চট্টগ্রামে যৌথ বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ

গ্রেপ্তার ৪৯ জন, পোস্ট শেয়ার করা সেই ব্যবসায়ী কারাগারে

নিজস্ব প্রতিবেদক, *চট্টগ্রাম*

ফেসবুকে ইসকনকে (আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ) নিয়ে দেওয়া পোস্ট শেয়ার করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রামে যৌথ বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে একদল বিক্ষোভকারীর সংঘর্ষের ঘটনায় ৪৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত নগরের হাজারী লেন এলাকায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। পরে দিবাগত রাত তিনটা পর্যন্ত যৌথ বাহিনীর অভিযান চলে।

এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল বুধবার দুপুরে সংবাদ সম্মেলন করে যৌথ বাহিনী। নগরের দামপাড়ার সেনাবাহিনীর ৩৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন যৌথ বাহিনীর টাস্কফোর্সের চট্টগ্রামের মুখপাত্র লে. কর্নেল ফেরদৌস আহমেদ। তিনি বলেন, ওসমান আলী (হাজারী লেনের ব্যবসায়ী) নামের এক ব্যক্তির দেওয়া ইসকনবিরোধী ফেসবুক পোস্টকে কেন্দ্র করে ৫০০ থেকে ৬০০ দুষ্কৃতকারী হাজারী লেনে ওসমান ও তাঁর ভাইকে হত্যার উদ্দেশে দোকান জ্বালিয়ে দিতে জড়ো হয়। সেনাবাহিনী, পুলিশ ও বিজিবি সদস্যদের ছয়টি টহল দল ওই এলাকায় পৌঁছায়। মব জাস্টিস রোধে যৌথ বাহিনী তাঁদের দুই ভাইকে উদ্ধার করে।

সংঘর্ষের সূত্রপাত প্রসঙ্গে লে. কর্নেল ফেরদৌস আহমেদ বলেন, আইনি প্রক্রিয়ায় বিষয়টি সমাধান হবে বলে আশ্বস্ত করা হলেও উগ্র কিছু ব্যক্তি আরও আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। একপর্যায়ে তারা জুয়েলারি কাজে ব্যবহৃত অ্যাসিড নিক্ষেপ করে যৌথ বাহিনীর সদস্যদের ওপর। এতে সেনাবাহিনীর ৫ সদস্যসহ পুলিশের ১২ সদস্য আহত হন। দুর্বৃত্তরা ইট ছুড়ে সেনাবাহিনীর একটি পিকআপ ভ্যানের উইন্ডশিল্ড ভেঙে ফেলে। পরে যৌথ বাহিনীর ১০টি টহল দল রাত সাড়ে ১১টার দিকে হাজারী লেন এলাকায় গেলে লুকিয়ে থাকা দুষ্কৃতকারী ব্যক্তিরা পুনরায় যৌথ বাহিনীর ওপর অ্যাসিডসদৃশ বস্তু ছুড়তে শুরু করে।

আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, এ ঘটনায় ৮০ জনকে আটক করা হয়েছে। পরে নগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (গণমাধ্যম) কাজী তারেক আজিজ বলেন, যাচাই-বাছাইয়ের পর ৪৯ জনকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়।

এদিকে কোতোয়ালি থানার ওসি ফজলুল কাদের চৌধুরী *প্রথম আলো*কে জানান, ইসকনের নামে পোস্ট শেয়ার করে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত আনার অভিযোগে ব্যবসায়ী ওসমান আলীকে ৫৪ ধারায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে গতকাল কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

সংঘর্ষের পর গতকাল হাজারী লেন এলাকার সব দোকানপাট সিলগালা করে দেওয়া হয়। ফলে চট্টগ্রামের ওষুধের বড় এই পাইকারি বাজার বন্ধ ছিল। হাজারী লেন ওষুধ ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির যুগ্ম সম্পাদক সুরেশ বড়ুয়া *প্রথম আলো*কে বলেন, এখানে প্রায় এক হাজার ওষুধের পাইকারি ও খুচরা দোকান এবং দুই হাজারের বেশি কারখানাসহ সোনার দোকান রয়েছে। তাঁদের শতাধিক লোকজন আহত হয়েছেন।

নগর পুলিশের উপকমিশনার (অপরাধ ও অভিযান) রইছ উদ্দিনের দাবি, নিরাপত্তার স্বার্থে দোকানপাট বন্ধ রাখা হয়েছে। গতকাল বিকেলে দামপাড়ায় নগর পুলিশের সদর দপ্তরে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, হাজারী লেনে সংঘর্ষের ঘটনায় গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা ইসকনের সমর্থক। তবে ইসকনের বিবৃতিতে বলা হয়, এ ঘটনার সঙ্গে ইসকনের সম্পৃক্ততা নেই।

ডেঙ্গুতে মৃত্যু থামছে না, মারা গেলেন আরও ৪ জন

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে চলতি বছর এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে ৩৩০ জনের মৃত্যু হলো। আর চলতি মাসে এখন পর্যন্ত এডিস মশাবাহিত এই রোগে আক্রান্ত হয়ে ৩৩ জনের মৃত্যু হয়েছে।

গতকাল বুধবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন এলাকার হাসপাতালে দুজনের, চট্টগ্রাম বিভাগে একজন ও খুলনা বিভাগে একজনের মৃত্যু হয়েছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গতকাল সকাল ৮টা পর্যন্ত শেষ ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ১ হাজার ১০৯ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ২৯২ রোগী ভর্তি হয়েছেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের বিভিন্ন হাসপাতালে। এরপর ঢাকা বিভাগের হাসপাতালে ১৮৮, চট্টগ্রাম বিভাগে ১৬৬, খুলনা বিভাগে ১৩৯, বরিশাল বিভাগে ১০৭, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ৯৫, রাজশাহী বিভাগে ৫২, ময়মনসিংহ বিভাগে ৪৫, রংপুর বিভাগে ২০ জন ও সিলেটে বিভাগের বিভিন্ন হাসপাতালে ডেঙ্গু নিয়ে ৫ জন ভর্তি হয়েছেন।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, এ বছর এখন পর্যন্ত ৬৮ হাজার ২৪৭ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ১৪ হাজার ৬০২ ডেঙ্গু রোগী ভর্তি হয়েছেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের বিভিন্ন হাসপাতালে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১২ হাজার ৯১৫ রোগী ভর্তি হয়েছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের বিভিন্ন হাসপাতালে। আর ১১ হাজার ৬৬০ ডেঙ্গু রোগী চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।

বাংলাদেশের ইতিহাসে ডেঙ্গুতে সর্বোচ্চ সংক্রমণ ও মৃত্যু হয় গত বছর। তখন ৩ লাখ ২১ হাজার ১৭৯ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। আর মৃত্যু হয় ১ হাজার ৭০৫ জনের। গত বছরের সেপ্টেম্বরে ডেঙ্গুতে সবচেয়ে বেশি ৩৯৬ জনের মৃত্যু হয়েছিল। ওই সময় ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন ৭৯ হাজার ৫৯৮ জন।

উদ্ভিদ

যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়া অঙ্গরাজ্যের পিটসবার্গে ফোটা ন্যাস্টারশিয়াম ফুল। ছবি: লেখক

দেশের গাছ আমেরিকায়

মৃত্যুঞ্জয় রায়, *কৃষিবিদ ও প্রকৃতিবিষয়ক লেখক*
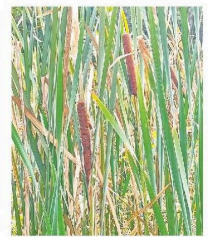
আম, লিচু, কলা, পেঁপে, পেয়ারা—একটা কাচঘরের মধ্যে তাগড়াভাবে বেড়ে উঠছে। আহ্‌, কী চমৎকার লাগছে দেশের গাছগুলোকে দেখতে! মনে হচ্ছে যেন ওরা কত আপন, কত দিন পর দেখা হলো এই স্বজনদের সঙ্গে। বিদেশবিভুঁইয়ে নিজের দেশের মানুষ আর গাছপালার সঙ্গে দেখা হওয়া যেন একটুকরো বাংলাদেশেরই মুখ দেখা!

উত্তর আমেরিকার পেনসিলভানিয়া অঙ্গরাজ্যের পিটসবার্গ শহরের কার্নেগি মেলন বিশ্ববিদ্যালয় ও পিটসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশাল-বিস্তীর্ণ চত্বর যেন একটা প্রকৃতিতীর্থ। শেনলি পার্কের মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, নানা রকমের ভাস্কর্য আর ইমারতের নান্দনিক স্থাপত্য, জাদুঘর আর বোটানিক্যাল গার্ডেন—সব মিলিয়ে প্রকৃতিপ্রেমী, শিক্ষানুরাগী ও শিল্পরসিকদের এক মহারসাস্বাদনের জায়গা। সেখানকার সবচেয়ে উঁচু ৪২ তলা ভবনটির নামই ক্যাথেড্রাল অব লার্নিং। সূর্যোদয়ের সময় সকালের প্রথম রোদ পড়ে সেটি কমলা রঙের কোনো রত্নের শোভা ধারণ করে, শুধু সে দৃশ্য দেখার জন্যই রাত পোহানোর আগেই একদিন সেখানে ছুটে গিয়েছিলাম। বিশ্বের একটি সেরা বিশ্ববিদ্যালয় কার্নেগি মেলন। শুধু কার্নেগি মেলন বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই এ পর্যন্ত ছয়টি শাখায় ২১ জন নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।

তাই ছেলের সুবাদে সে বিশ্ববিদ্যালয়ের আনাচকানাচে ঘোরার দুর্লভ সুযোগ পেয়ে ঘুরে নিলাম সেখানে থাকা ফিপস কনজারভেটরি ও বোটানিক্যাল গার্ডেনটাও। বিশাল সুদৃশ্য কাচঘরের সেই মনোরম উদ্যানটির ভেতরেই ট্রপিক্যাল প্ল্যান্টস অংশে খুঁজে পেলাম আমার দেশের এই তরুবন্ধুদের। ভাবলাম, যেহেতু ওটা একটা বোটানিক্যাল গার্ডেন, তাই বিশ্বের নানা প্রান্তের গাছপালা ওখানে থাকাটা বিচিত্র না। কিন্তু ওখানে ঘুরে আসার পর পিটসবার্গ শহর ও তার আশপাশের পার্কগুলোয় ঘুরতে ঘুরতেও দেখা হলো এ দেশে আমার দেখা আরও অনেক গাছপালার সঙ্গে। দেখা কোনো কিছুকে আবার দূরে কোথাও দেখতে পাওয়ার একটা অন্য রকম মজা আছে।

ফিপসের কাচঘরের মধ্যে পেলাম করলা, মনোস্টেরা, ফিলোডেনড্রন, সাইকাস, শ্রিম্প ফ্লাওয়ার, অ্যাগ্লাওনিমা, অ্যানথুরিয়াম, ভাদ্রা, জবা, সিলোসিয়া বা সিলভার কক্স কম্ব, চন্দ্রমল্লিকা ইত্যাদি গাছ। কাচঘরের বাইরে দেখা হলো বেগুন, চিতালিলি, ক্যাপসিকাম ও টমেটোগাছের সঙ্গে। বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি ও মিউজিয়ামের পাশে একটা ম্যাপলবন, তার পাশে রাস্তার ওপারে একটা সবুজ লন, বসার কয়েকটা বেঞ্চি, আশপাশটা নানা রকম ফুলগাছে ভরা। কী চমৎকারভাবে সাজানো সব। সেসব গাছে ফুটে রয়েছে জিনিয়া, কসমস, ডেইজি, অ্যাস্টার, গেলার্ডিয়া, হাইড্রেঞ্জিয়া, মোরগঝুঁটি বা সিলোসিয়া, কলাবতী, গাঁদা ও কাশফুল।

অন্য আর এক দিন সে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ঘুরতে ঘুরতে দেখা হলো রূপবতী বাহারি লাল কলাগাছ ও বাহারি কচুগাছের সঙ্গে, পাশে রয়েছে বাহারি বাঁধাকপির গাছ। বিশ্ববিদ্যালয়ের এ অংশেই পাশে বিশাল জায়গাজুড়ে রয়েছে ১৮৮৯ সালে স্থাপিত ৪৫৬ একরের প্রাচীন শেনলি পার্ক। পাহাড়ি পথে রয়েছে বেশ কিছু গিরিপথ বা ট্রেইল, লেক, বন। পার্কের ঢাল বেয়ে ট্রেইল ধরে হাঁটতে হাঁটতে একসময় পৌঁছে গেলাম ছোট্ট লেকটার পাড়ে। অগভীর জলাশয়টির কিনারে জন্মেছে হোগলাবন, ঘন হয়ে থাকা গাছগুলোয় শোভা পাচ্ছে বাদামি রঙের কাঠির মতো পুষ্পাধার, পাশে সাইপেরাস বা মুথাগাছের ঝোপ, আছে বুনো দোপাটি ও পাহাড়ের ঢালে কাশফুলের গাছ।

পিটসবার্গ শহরের শেনলি পার্কে হোগলাবনের একাংশ। লেখক

আরেক দিন চলে গেলাম পিটসবার্গ শহরের আরেক জনপ্রিয় ফ্রিকস পার্কে। অনেকগুলো ট্রেইল বা গিরিপথ। সব কটিতে যাওয়া অনেক সময়ের ব্যাপার। দুটি ট্রেইল ধরে কয়েক ঘণ্টা হাঁটলাম। কিন্তু প্রায় সবই আমেরিকান গাছপালা সেখানে। ফেরার সময় শুধু দেখা হলো পথের ধারে হলুদ ফুল ফোটা শুষনিশাকের সঙ্গে, ফুলহীন কিছু বুনো গোলাপগাছ রয়েছে ছোট্ট একটা ঝিরি বা ক্রিকের পাড়ে, প্রচুর ছোট ছোট লাল ফল ধরেছে সেগুলোয়। শহরের হাইল্যান্ড পার্কে গিয়ে পেলাম সাদা কসমসের দাপাদাপি।

থাকি স্কুইরেল হিলে। বাসার কাছের পথ ধরে মাঝেমধ্যে সকালে হাঁটতে বের হই। মুরে অ্যাভিনিউ, শেডি স্ট্রিট, জনসন স্ট্রিট আরও কত নাম সব পথের! সব মনে থাকে না। কিন্তু সেসব পথের ধারে সুন্দর করে সাজানো বাগানওয়ালা বাড়িগুলোর কথা কিছুতেই মন থেকে মুছতে পারি না। প্রায় সব বাড়ির সামনেই ছোট ছোট বাগান, লন, জীবন্ত গাছের বেড়া। সেসব বাড়ির সামনের বাগানগুলোয় পেয়ে যাই আমাদের দেশে দেখা কিছু শীতের মৌসুমি ফুল। লাল, গোলাপি আর সবুজাভ রঙের হাইড্রেঞ্জিয়া ফুটেছে সেসব বাগান আলো করে। বাগানপথের ধারে ছোট ছোট গাছে ফুটে আছে নানা রঙের প্যানজি, কমলা রঙের ন্যাস্টারশিয়াম, লাল রঙের ল্যান্টানা ও জিনিয়া ফুল, মিনিয়েচার চন্দ্রমল্লিকা ফুলে ঠাসা চন্দ্রমল্লিকা, রংবাহারি ডালিয়া, হলদে সূর্যমুখী ও কোনফ্লাওয়ার, লাল রঙের কারনেশন, গোলাপি রঙের নয়নতারা ও ভারবেনা, পাহাড়ের ঢালে সাদা রঙের জাপানি হানিসকল, লাল গোলাপ ইত্যাদি ফুল। নিশ্চয়ই দেশে ফিরে এবার শীতে এসব ফুলের সঙ্গে আবারও দেখা হবে।

ঢাকার বেইলি রোডের মোড়ে দেয়ালে আঁকা গ্রাফিতি

আজকের পত্রিকা এবং ইতিহাসের পাতা থেকে...

দৈনিক আপডেট

০৬ নভেম্বর, ২০২৪
২০ কার্তিক, ১৪৩১
০৩ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৬

- কতসালে সেন্টমার্টিনকে পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়?

  উত্তর: ১৯৯৯ সালে।

- বাংলাদেশের ১ম প্রধান বিচারপতির নাম কী?

  উত্তর: আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম।

- ২০২৪ সালের বৈশ্বিক ক্ষুধা সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান কত?

  উত্তর: ৮৪তম।

- সিসাদূষণে ক্ষতিগ্রস্ত শিশুর সংখ্যার দিক থেকে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান কত?

  উত্তর: ৪র্থ। (সূত্র: ইউনিসেফ)

- জাতীয় গ্রিডে নতুন করে কী পরিমাণ গ্যাস যুক্ত হয়েছে?

  উত্তর: ২২ মিলিয়ন ঘনফুট।

- নতুন করে গঠনকৃত বাংলাদেশের পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারপারসন কে?

  উত্তর: প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনুস। (বিকল্প চেয়ারপারসন: ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদ)

- এবছর যুক্তরাষ্ট্রের কততম রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে?

  উত্তর: ৬০তম।

- 'লিগনোস্যাট' কীসের নাম?

  উত্তর: কাঠের তৈরি জাপানের একটি স্যাটেলাইট।

০৬ নভেম্বর
আজকের এই দিনে

বাংলাদেশ

১৭৬৩	নবাব মীর কাশিমের কাছ থেকে ব্রিটিশরা পাটনা ছিনিয়ে নেয়।

এছাড়াও এইদিনে আন্তর্জাতিক যেসব ঘটনা সংগঠিত হয়েছিল

১৮১৩	মেক্সিকোর স্বাধীনতা ঘোষিত হয়।
১৯৬২	দক্ষিণ আফ্রিকাকে জাতিসংঘ থেকে বহিষ্কার করা হয়।
১৯৯৪	তাজিকিস্তানের সংবিধান প্রতিষ্ঠিত হয়।

০৬ নভেম্বর, মঙ্গলবার ২০২৪

আজকের

সংবাদপত্র থেকে MCQ

১. সম্প্রতি অনুষ্ঠিত যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কোন শহরের ব্যালট পেপারে বাংলা ভাষা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে?

ক. নিউ জার্সি খ. নিউ ইয়র্ক
গ. ফ্লোরিডা ঘ. টেক্সাস

২. বর্তমান সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, বিদেশি রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণকারী ব্যক্তি সংসদ সদস্য হতে পারেন না?

ক. অনুচ্ছেদ ৬৬ খ. অনুচ্ছেদ ২৮
গ. অনুচ্ছেদ ২৩ ঘ. অনুচ্ছেদ ২৬

৩. ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের সহায়তার উদ্দেশ্যে জাতিসংঘের কোন সংস্থা সৃষ্টি করা হয়েছে?

ক. UNFPA খ. UNDP
গ. UNRWA ঘ. UNHRC

৪. সম্প্রতি কোন দেশ ফিলিস্তিন ভূখন্ডে 'জাতিসংঘের ফিলিস্তিনি শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা (UNRWA)-এর কার্যক্রম নিষিদ্ধ করেছে?

ক. যুক্তরাষ্ট্র খ. জার্মানি
গ. ইসরায়েল ঘ. মিশর

৫. 'মৈয়মনসিংহ গীতিকা' কে সম্পাদনা করেন?

ক. চন্দ্রকুমার দে খ. ড. দীনেশচন্দ্র সেন
গ. দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ঘ. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়

৬. 'মানুষ মানুষের জন্য, জীবন জীবনের জন্য' গানটির শিল্পী কে?

ক. আব্দুল জব্বার খ. মান্না দে
গ. ভূপেন হাজারিকা ঘ. শচীন দেব বর্মন

৭. যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশ নেয়া রিপাবলিকান পার্টির নির্বাচনী প্রতীক কোনটি?

ক. সূর্যমুখী খ. গাধা
গ. ঘোড়া ঘ. হাতি

৮. যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে প্রেসিডেন্ট ছিলেন কে?

ক. ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট খ. বারাক ওবামা
গ. জর্জ ওয়াশিংটন ঘ. উড্রো উইলসন

৯. 'কালাহারি মরুভূমি' আফ্রিকা মহাদেশের কয়টি দেশ জুড়ে অবস্থিত?

ক. ৮টি খ. ৬টি
গ. ৭টি ঘ. ৩টি

১০. আফ্রিকান দেশ বতসোয়ানার রাজধানী শহর কোনটি?

ক. মোগাদিসু খ. লুয়ান্ডা
গ. আপিয়া ঘ. গ্যাবোরোনে

সঠিক উত্তর:

১. খ	২. ক	৩. গ	৪. গ	৫. খ	৬. গ	৭. ঘ	৮. ক	৯. ঘ	১০. ঘ

ইংরেজি সংবাদপত্র থেকে

০৬ নভেম্বর, বুধবার ২০২৪

1. **Unilateral (একতরফা)**
   Synonyms: One-sided, Independent

2. **Alleviate (উপশম করা)**
   Synonyms: Ease, Relieve

3. **Resilience (সহনশীলতা)**
   Synonyms: Toughness, Endurance

4. **Consensus (ঐক্যমত)**
   Synonyms: Agreement, Concord

5. **Disparity (বৈষম্য)**
   Synonyms: Inequality, Imbalance

ইংরেজি সংবাদপত্র থেকে

ভোকাবুলারি

6. **Mitigate (প্রশমিত করা)**
   Synonyms: Reduce, Alleviate

7. **Elicit (উত্তোলন করা)**
   Synonyms: Extract, Obtain

8. **Predominantly (প্রধানত)**
   Synonyms: Mainly, Largely

9. **Unprecedented (অভূতপূর্ব)**
   Synonyms: Unparalleled, Exceptional

10. **Speculation (জল্পনা)**
    Synonyms: Guesswork, Conjecture

ইংরেজি সংবাদপত্র থেকে

ভোকাবুলারি

11. **Forefront (অগ্রভাগ)**
    Synonyms: Frontline, Vanguard

12. **Ambiguous (দ্ব্যর্থক)**
    Synonyms: Unclear, Vague

13. **Exorbitant (অত্যধিক)**
    Synonyms: Excessive, Overpriced

14. **Inevitable (অপরিহার্য)**
    Synonyms: Unavoidable, Inescapable

15. **Proliferation (বিস্তৃতি)**
    Synonyms: Spread, Expansion

ইংরেজি সংবাদপত্র থেকে

ভোকাবুলারি

16. **Repercussions (প্রতিক্রিয়া)**
    Synonyms: Consequences, Aftereffects

17. **Paradigm (আদর্শ)**
    Synonyms: Model, Standard

18. **Retrospective (পূর্ববর্তী)**
    Synonyms: Reflective, Backward-looking

19. **Constrain (সংকীর্ণ করা)**
    Synonyms: Limit, Restrict

20. **Incremental (ক্রমবর্ধমান)**
    Synonyms: Gradual, Stepwise

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭তম প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প